সুরমা

STAY ALERT › CONTROL THE VIRUS › SAVE LIVES

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ ডা. বশির আহমদ

Est: May 1978. SURMA 43 Years, Issue 2197, 09 - 15 April 2021, ২৮ চৈত্র - ০৪ বৈশাখ ১৪২৭ - ২৮ বাংলা, 50p

টাওয়ার হ্যামলেটসে মেয়র প্রশ্নে লড়াই তুঙ্গে

৬ মে বৃটেনে স্থানীয় সরকার নির্বাচন
লণ্ডন মেয়র: জরিপে সাদিক খান এগিয়ে
পোস্টাল ভোটে ভাগ্য নির্ধারণের সম্ভাবনা
প্রচারণায় প্রধান ভরসা স্যোশাল মিডিয়া
স্যোশাল ডিস্টেন্সিং বহাল থাকবে
ফলাফল প্রকাশে সময় লাগবে বেশী

।। সুরমা প্রতিবেদন ।।

লণ্ডন, ৯ এপ্রিল - আগামী ৬ মে বৃটেনের লোকাল গভর্ণমেন্ট বা স্থানীয় সরকার নির্বাচন। এক মাসেরও কম সময় বাকী এবং করোনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে স্থানীয় সরকারের অন্যতম বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ এই নির্বাচন। লণ্ডন মেয়র নির্বাচনসহ অধিকাংশ বারার জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন ওইদিন। প্রায় ৫০ মিলিয়ন লোক ভোট দানে সক্ষম হতে পারেন এবং বিভিন্ন কাউন্সিলেম ৫ হাজারেরও বেশী প্রার্থী বিভিন্ন পজিশনের জন্য লড়বেন বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। ওইদিন স্কটল্যাণ্ড এবং ওয়েলসের জনগণ তাদের পার্লামেন্ট মেম্বার (এমপি) নির্বাচিত করবেন। ভোটাদের অবস্থানের উপর নির্ভর করবে তাকে কিসের ভোট দেবেন। কোনো কোনো বারায় ডাইরেক্টলি মেয়র ও কাউন্সিলারদের জন্য ভোট অনুষ্ঠিত হবে। কোথাও মেয়র, কাউন্সিলারদের পাশাপাশি পুলিশ এণ্ড ক্রাইম কমিশনার্স নির্বাচনের জন্যও ভোট অনুষ্ঠিত হবে।

২ পৃষ্ঠায়

প্রবাসী তরুণীকে যৌন হয়রানী ও ২ যুবকের জেলদণ্ডে লণ্ডনে প্রতিবাদ

।। সুরমা প্রতিবেদন।।

লণ্ডন, ৯ এপ্রিল - সিলেটে হোটেল নুরজাহানে কোয়ারিন্টিনে থাকা এক বৃটেনপ্রবাসী তরুণীকে যৌন হয়রানী এবং এর আগে কোয়ারিন্টিন আইন ভঙ্গের অভিযোগে ২ যুবককে জরিমানা ও জেলদ–ের প্রতিবাদে লণ্ডনে সভা ও মানববন্ধন হয়েছে। ভয়েস ফর গ্লোবাল বাংলাদেশীজ, ভয়েস ফর জাস্টিস ও গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল পৃথক পৃথকভাবে সভা ও মানববন্ধন করে। এসব সভা ও মানববন্ধন থেকে ওই তরুণীকে হয়রানীর নিন্দা,

২ পৃষ্ঠায়

সাংবাদিক মোয়াজ্জেম হোসেনের পিতার ইন্তেকাল

লণ্ডন, ৯ এপ্রিল - বিবিসি বাংলায় কর্মরত সাংবাদিক মোয়াজ্জেম হোসেনের পিতা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় সংগঠক এবং চট্টগ্রামের ট্রেড ইউনিয়ন

৪ পৃষ্ঠায়

ইংল্যাণ্ডে ১২ এপ্রিল থেকে খুলছে রেস্টুরেন্ট, পাব

।। সুরমা ডেস্ক ।।

লণ্ডন, ৯ এপ্রিল - বৃটেনে করোনা ক্রমাগত উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সরকার ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ী ৩ ১২ এপ্রিল থেকে রেস্টুরেন্ট, পাবসমূহ বাইরে খাবার পরিবেশনের জন্য খোলা যাবে। এছাড়া সব ঠিক থাকলে ১৭ এপ্রিল থেকে রেস্টুরেন্ট, পাবে ভেতরে খাবার পরিবেশন করা যাবে এবং সকল নন-এসেন্সিয়াল

২ পৃষ্ঠায়

মামুনুল হকের বিরুদ্ধে মামলা, সোনারগাঁও ঘটনা ব্যাকফায়ার

হেফাজতকে ফাঁসাতে গিয়ে সরকার নিজেই বেকায়দায়

সরকারী তাণ্ডব: সালথায় পরিস্থিতি শান্ত, পুলিশের গুলিতে নিহত হাফেজের দাফন সম্পন্ন

।। সুরমা ডেস্ক ।।

অবশেষে হেফাজতের যুগ্ম মহাসচিব মামুনুল হকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। এই মামলাকে অনেকে সোনারগাঁও ঘটনার ব্যাকফায়ার হিসেবে দেখছেন। হেফাজতকে ফাঁসাতে গিয়ে শেষপর্যন্ত সরকারই বেকায়দায় পড়ে কিনা তা নিয়ে চলছে হিসেবে-নিকেষ।

এদিকে, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বায়তুল মোকাররমে সহিংসতার ঘটনায় বাংলাদেশ হেফাজতে ইসলামের যুগ্ম মহাসচিব মামুনুল হকসহ ১৭ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গত ৫ এপ্রিল, সোমবার পল্টন থানায় মামলাটি দায়ের করেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের উপ-দফতর সম্পাদক খন্দকার আরিফ-উজ-জামান। পল্টন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু বক্কর সিদ্দিক মামলার

৪ পৃষ্ঠায়

সেই 'ছোট হুজুর' আবারো গ্রেফতার

মাওলানা রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ রাষ্ট্রদ্রোহীতা, মুক্তির দাবী হেফাজতের

ঢাকা ৯ এপ্রিল - 'শিশুবক্তা' ও ছোট হুজুর হিসেবে দেশব্যাপী আলোচিত মাওলানা রফিকুল ইসলামকে (২৬) গত ৭ এপ্রিল, বুধবার নেত্রকোনা থেকে আটক করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। মোদিবিরোধী আন্দোলনে বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদী বক্তব্য ও রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তিনি দেশব্যাপী আলোচিত হন। তাঁকে গ্রেফতারের কারণ হিসেবে রাষ্ট্রবিরোধী উসকানিমূলক বক্তব্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগ আনা হয়েছে বলে র‍্যাবের লিগ্যাল ও মিডিয়া উইংয়ের সহকারী পরিচালক ইমরান খান গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন।

এর আগে গত ২৫ মার্চ রাজধানীর মতিঝিলে মোদিবিরোধী বিক্ষোভে পুলিশের হাতে আটক হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর মুক্তি পেয়েছিলেন মাওলানা রফিকুল ইসলাম। রফিকুল ইসলামের গ্রামের বাড়ী নেত্রকোনায়, থাকেন গাজীপুরে।

৪ পৃষ্ঠায়

টাওয়ার হ্যামলেটসে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তবে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাচনও হবে আগামী বছর ২০২২-এ। এই নির্বাচনে ভোটাররা লণ্ডন মেয়র, লণ্ডন এসেম্বলী মেম্বার এবং কীভাবে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল চলবে সেই প্রশ্নে অনুষ্ঠিতব্য রেফারেণ্ডামের (ইয়েস/নো) ভোটসহ মোট তিনটি ভোট প্রদান করতে হবে।

মূলতঃ রেফাণ্ডামকে ঘিরেই বারার নির্বাচনী আমেজ সরগরম। আর এবারকার রেফারে–ামেই ঠিক হবে নির্বাচনে মেয়রাল সিস্টেম বা নির্বাহী মেয়র ব্যবস্থা বলবৎ থাকবে নাকি লিডারশিপ ব্যবস্থা ফিরে আসবে। মেয়রাল সিস্টেম চাইলে 'ইয়েস' আর লিডারশীপ সিস্টেম চাইলে 'নো' ভোটের জায়গা চিহ্নিত করতে হবে ভোটারদের। আর কারণে বলা যায় 'ইয়েস/নো' নিয়ে লড়াই তুঙ্গে। টাওয়ার হ্যামলেটসে এটাই ভোটারদের কাছে সবচেয়ে বেশী আলোচ্য বিষয়। তাই করোনা পরিস্থিতিতেও এব্যাপারে প্রচারণার কমতি নেই। তবে ডোর টু ডোর কড়া নেড়ে সরাসরি প্রচারণা না করলেও চলছে লিফলেট বিতরণ। স্যোশাল মিডিয়ায় সবচেয়ে বেশী প্রচারণা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহে বিভিন্ন ভিডিওবার্তা আপলোড করে স্ব স্ব অবস্থানের পক্ষে যুক্তি ও প্রতিশ্রুতি প্রচারের মাধ্যমে ভোটারদের মনযোগ আকর্ষণের জোর চেষ্টা চলছে। ব্যক্তিগতভাবে ফোনকল ও টেক্সট ম্যাসেজের মাধ্যমেও ভোটারদের বোঝানোর চেষ্টা করছেন উভয় গ্রুপের ক্যাম্পেইনাররা। এছাড়া টিভি ও অনলাইন মাধ্যমে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন টকশোতে স্ব স্ব পক্ষে যুক্তি তুলছেন উভয় গ্রুপের আলোচকরা। সবকিছু মিলিয়ে বলা যায়, টাওয়ার হ্যামলেটসে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের মূল আলোচনা রেফারে–ামকে ঘিরে।

ইয়েস তথা মেয়রাল সিস্টেমের পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছে কমিউনিটি কোয়ালিশন নামের একটি গ্রুপ। তাদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে মাঠে নেমেছেন সরাসরি জনরায়ে নির্বাচিত টাওয়ার হ্যামলেটসের প্রথম নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান। সাবেক এই মেয়র ইতোমধ্যে মেয়রাল সিস্টেমের পক্ষে বারার জনগণের কাছে খোলা চিঠিতে এই সিস্টের সুবিধা তুলে ধরেছেন। আর নো অর্থাৎ লিডারশীপের পক্ষে প্রচারণায় বর্তমানে কাউন্সিলের নেতৃত্বদানকারী লেবার পার্টি ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল।

উল্লেখ্য, ২০১০ সালে টাওয়ার হ্যামলেটসে লিডারশীপ ব্যবস্থার পরিবর্তন চেয়ে রেফারে–াম অনুষ্ঠিত হয়। ওই ভোটের ফলেই এ বারায় নির্বাহী মেয়র পদ্ধতির প্রচলন হয়। তখন মেয়র সিস্টেমের পক্ষে রায় দেন বারার বিপুলসংখ্যক মানুষ। একটি রেফারে–ামের পর আরেক রেফারে–াম আয়োজন করতে গেলে ১০ বছর অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু ১০ বছর পার হতেই আবারও কেন লিডারশিপ ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার দাবীতে রেফারেণ্ডাম অনুষ্ঠিত হচ্ছে – তা এক বিরাট কৌতুহলের সৃষ্টি করেছে।

এদিকে, স্থানীয় সরকার নির্বাচনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান আকর্ষণ ল–ন মেয়র নির্বাচন। এই নির্বাচনে ছোট বড় বিভিন্ন দল এবং স্বতন্ত্র মিলিয়ে ২০ জন প্রার্থীর তালিকা চূড়ান্ত হয়েছে। তবে প্রধান দুই দল লেবার ও কনজারভেটিভ পার্টির দুই প্রার্থীই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। লেবারের প্রার্থী বর্তমান মেয়র সাদিক খান এবং সরকারী দল কনজারভেটিভ পার্টির সোয়ান বেইলি। এরই মধ্যে লেবার প্রার্থী সাদিক খানের দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বিভিন্ন জরীপের ফলাফলই এর প্রমাণ দিচ্ছে। সম্প্রতি এক পোল জরীপে সাদেক খান সম্ভাব্য প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সোয়ান বেইলি থেকে ৪৭ শতাংশ সমর্থন নিয়ে এগিয়ে রয়েছেন বলে জানা গেছে। সম্প্রতি মাইল এ– ইন্সটিটিউশনের জন্য ইউগভ পরিচালিত জরীপে এই পরিসংখ্যান ওঠে আসে। জরীপে ২৬ শতাংশ লোক কনজারভেটিভ প্রার্থী সোয়ান বেইলিকে সমর্থন করেন। আর বিএএমই কমিউনিটির ৬৩ শতাংশের সমর্থন করেন সাদিক খানকে। এক্ষেত্রে মাত্র ১৫ শতাংশ কনজারভোটিভ ইয়ূথ ওয়ার্কারদের সমর্থন সোয়ান বেইলির প্রতি। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রার্থীরা হলেন – গ্রীন পার্টির সিয়ান বেরী, লিবডেমের লুইজা পরিট, ইউকিপের ড. পিটার গ্যামন্স, রিক্লেইম পার্টির লরেন্স ফক্স এবং উইমেন্স ইক্যুয়ালিটি থেকে মা– রীড। এছাড়াও সাবেক লেবার নেতা জেরেমি করবিনের ভাই পিয়ার্স করবিনসহ স্বতন্ত্র হিসেবে আরো কয়েকজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

করোনার কারণে ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি কম সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাসমূহে রমজান মাসের কারণে অনেক ভোটার ভোটকেন্দ্রে যেতে আগ্রহী নাও হতে পারেন। এক্ষেত্রে পোস্টাল ভোটই বেছে নেবেন অনেকে। আর তাই নির্বাচনী ফলাফলে পোস্টাল ভোটই হতে পারে প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারক। আর পোস্টাল ভোট রেজিস্ট্রেশন করার ডেডলাইন ১৯ এপ্রিল বিকাল ৫টার মধ্যে।

করেনার কারণে ভোট প্রদানের সময় স্যোশাল ডিস্টেন্সিং মেনে চলতে হবে ভোটারদের। এক্ষেত্রে ভোটারদেরকে নিজেদের কলম বা পেন্সিলও সাথে নিয়ে যেতে উৎসাহিত করা হতে পারে।

এছাড়া এবার ফলাফল প্রকাশেও বিলম্ব হতে পারে। কারণ ভোট গণনাসহ সব কার্যক্রম সমাপ্ত করতে স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় এবার সময় বেশী লাগার কারণেই এই বিলম্বের সম্ভাবনা রয়েছে।

Zaman Brothers

CASH & CARRY

বাংলা টাউনের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত আমাদের এ দোকানে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, বিভিন্ন তরিতরকারী, যেমন লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম, লতি সহ নানা ধরণের তরতাজা মাছ এবং তাজা হালাল মাংস মোরগ পাওয়া যায়। আমাদের এখানে যে কোন মালামাল পাইকারী ও খুচরা কিনতে পারেন অত্যন্ত সস্তা দামে। এখানে আকিকার অর্ডার লওয়া হয়।

Beef (Mix) 1kg = £4.49
3kg = £12.99
5kg = £20.99
Sheep (Mix) kg = £5.99
3kg = £15.99
5kg = £25.99

Whole Sheep
£3.39 per kg
4 Baby Chicken
£7.99

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU
T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908

প্রবাসী তরুণীকে যৌন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অভিযুক্তকে বিচারিক আওতায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং উক্ত দুই যুবকের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগকে মিথ্যা দাবী করে তাদেরকে হয়রানীর নিন্দা করেন বক্তারা। লণ্ডনভিত্তিক ইমিগ্রেশন রাইট সংগঠন ভয়েস ফর গ্লোবাল বাংলাদেশীজেন নেতৃবৃন্দ সিলেটে যাওয়া দুই ব্রিটিশ বাঙালি চ্যারিটি ওয়ার্কারের জেলদণ্ড ও নাজেহালের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের দাবী জানিয়েছেন। এছাড়া কোয়ারিন্টিনে থাকা অবস্থায় এক বৃটেনপ্রবাসী বাঙালি তরুণীকে যৌন হয়রানীসহ করোনাকালে দেশে যাওয়া বৃটেনপ্রবাসীদের অব্যাহত হয়রানী বন্ধে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এই ব্যাপারে জরুরীভিত্তিতে ব্যবস্থা হিসেবে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার জোর দাবী জানানো হয়েছে। ভয়েস ফর গ্লোবাল বাংলাদেশীজ নির্বাহী কমিটির এক সভা গত ২ এপ্রিল, রবিবার সংগঠনের চেয়ার ড. হাসনাত এম হোসাইন এমবিই'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ল–নভিত্তিক এই সংগঠনের ডাইরেক্টও জেনারেল এম ওহিদ আহমেদ'র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সভায় অন্যান্যের মধ্যে ড. ওয়ালি তসর উদ্দিন, মাহিদুর রহমান, আব্দুল লতিফ জেপি, ডা. আলম, আবু তাহের চৌধুরী, নাদির দারাজ, জার্মানি থেকে আনোয়ারুল কবির, মাহতাব মিয়া, ওয়াশিংটন থেকে শরাফত হোসেন বাবু ও মালয়েশিয়া থেকে মাহবুব আলম শাহ যোগ দেন।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে সিলেটে নুরজাহান হোটেলে বৃটেনপ্রবাসী তরুণীকে যৌন নির্যাতন ও দুইজন বৃটিশ বাঙালি চ্যারিটি ওয়ার্কারকে জরিমানা ও ৭ দিনের জেলদ–ের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়। সভা থেকে অভিযো করা হয় যে, কোয়ারেন্টিনে ওই দুই যুবককে ৭ দিনের পরিবর্তে ১০দিন হোটেলে আটকিয়ে রাখা এবং তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের চেষ্টাসহ হোটেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাদানুবাদের প্রেক্ষিতে হোটেল কর্তৃপক্ষ প্রশাসনের যোগসাজশে হয়রানি ও নিবর্তনমূলক কারাদণ্ডের জুলুম চাপিয়ে দেয়। এছাড়া করোনার মিথ্যা সার্টিফিকেট দিয়ে হাসপাতালে আটকিয়ে রাখা, একদিনের নোটিসে বার বার কোয়ারিন্টিনের মেয়াদ পরিবর্তন ও অযথা হয়রানীর এসব আলোচিত ঘটনা জরুরী ভিত্তিতে তদন্তের জন্য প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রীর প্রতি জোর দাবী জানানো হয়। একই সাথে সম্প্রতি জর্ডানের রাজধানী আম্মানে প্রবাসী গার্মেন্টস শ্রমিকদের দুর্দশা লাঘবে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে সেখানে সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী ইমরান আহমেদকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয় সভায়।

ভয়েস ফর জাস্টিস ও গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের মানববন্ধন:

সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া এসব ঘটনার প্রতিবাদে ভয়েস ফর জাস্টিস ইউকে ও গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল সাউথ ইষ্ট রিজিয়নের যৌথ উদ্যোগে গত ৩ এপ্রিল, শনিবার পূর্ব লণ্ডনের আলতাব আলী পার্কে পৃথক কর্মসুচি অনুসারে এক মানব বন্ধনের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে সিলেট বিদ্বেষী অফিসারকে সিলেট থেকে প্রত্যাহার ও বরখাস্ত, দুই যুবককে জেলদণ্ড প্রদানসহ প্রবাসী বাংলাদেশীদের ক্রমাগত হয়রানীর তীব্র নিন্দা ও হোটেল নুরজাহানে যৌন নির্যাতনকারী যুবককে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবী জানানো হয়। বক্তারা করোনার মিথ্যা রিপোর্ট প্রদানকারী ক্লিনিকের লাইসেন্স বাতিলেরও আহ্বান জানান।

কমিউনিটি নেতা ও সাংবাদিক কেএম আবু তাহের চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও জিএসসি সাউথ ইষ্ট রিজিয়নের সেক্রেটারী ফজলুল করিম চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন – গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল ইউকের চেয়ারম্যান ব্যারিষ্টার আতাউর রহমান, সাবেক ডেপুটি মেয়র আ ম ওহিদ আহমদ, বাংলাপোষ্ট পত্রিকার অনারারী চেয়ারম্যান শেখ মো. মফিজুর রহমান, জিএসসি সাউথ ইষ্ট রিজিয়নের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইছবাহ উদ্দিন, জালালাবাদ প্রবাসীকল্যাণ সংসদের সভাপতি আশিকুর রহমান, জিএসসি সাউথ ইষ্টের ট্রেজারার সুফি সুহেল আহমদ, মুক্তিযাদ্ধা এম এ আজিজ, মাওলানা রফিক আহমদ, কমিউনিটি নেতা আলহাজ্ব নুর বকশ, সাংবাদিক আব্দুল মুনিম ক্যারল জাহেদী, খান জামাল নুরুল ইসলাম, স্কুল গভর্ণর মিসেস ঝরনা চৌধুরী, আব্দুল মালিক কুটি, এম এ গফুর, সাবেক কাউন্সিলার মামুনুর রশীদ, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হাজী কলা মিয়া, রাইট কনসারনের আহ্বায়ক শফিক খান, মাওলানা আনিসুল হক, মাওলানা আব্দুস কুদ্দুস প্রমুখ।

ইংল্যাণ্ডে ১২ এপ্রিল

শপ বা অনিত্য-প্রয়োজনীয় দোকানপাট খোলার অনুমতি রয়েছে। এদিকে, বাংলাদেশকে করোনার লাল তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করেছে যুক্তরাজ্য। এর ফলে এ তালিকা থেকে বাংলাদেশের নাম বাদ দেয়ার আগ পর্যন্ত কোনো বাংলাদেশী যুক্তরাজ্যে আসতে পারবে না। বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ার কারণে এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে বৃটেন। গত ২ এপ্রিল এমন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। এদিন বাংলাদেশের পাশাপাশি পাকিস্তান, কেনিয়া ও ফিলিপাইনকেও করোনা ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে লাল তালিকায় যুক্ত করে বৃটেন।

বিদেশ থেকে করোনা আসা ঠেকাতে ব্রিটিশ সরকার করোনার প্রকোপ বেশী – এমন দেশগুলোর নাগরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেশগুলোর একটি তালিকা তৈরী করে। গত ২ এপ্রিল সেই তালিকায় বাংলাদেশ সহ আরও তিনটি দেশের নাম যুক্ত করা হয়। এ নিয়ে মোট ৩৯ দেশের নাগরিকদের যুক্তরাজ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ হলো। ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৯ এপ্রিল বৃটেন সময় ভোর ৪টা থেকে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। ওই সময়ের পর কোনো বাংলাদেশি নাগরিক যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবেন না। যাত্রার আগের ১০ দিনে বাংলাদেশ সফর করেছেন কিংবা ট্রানজিট করেছেন, এমন কোনো যাত্রী অন্য দেশের নাগরিক হলেও সমান নিষেধজ্ঞার শিকার হবেন। তবে ব্রিটিশ কিংবা আইরিশ পাসপোর্টধারী যাত্রী এবং যাদের বৃটেনে বসবাসের অনুমতি রয়েছে তারা এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ছেন না। সেক্ষেত্রে বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী তাদের নিজ খরচে যুক্তরাজ্যে পৌছার পর ১০ দিনের বাধ্যতামূলক হোটেল কোয়ারেন্টাইন করতে হবে। দুইবার করোনা পরীক্ষা করতে হবে। সরকারের বেঁধে দেয়া খরচ অনুযায়ী হোটেল কোয়ারেন্টাইনে একজনের খরচ পড়বে প্রায় ১৮শ পাউণ্ড। বৃটেনে টিকাদান কর্মসূচি পুরোদমে চলছে। এরই মধ্যে করোনাভাইরাসের নতুন ধরন যাতে সে দেশে ঢুকতে না পারে, সে জন্যই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সরকার। জানা গেছে, বাংলাদেশ বা অন্য তিনটি দেশ থেকে সরাসরি ফ্লাইট বাতিলের কোনো পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত নেই বলে যুক্তরাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের এমন সিদ্ধান্তের পর ৯ এপ্রিল নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার আগেই বৃটেনে ফিরতে মরিয়া হয়ে পড়েছেন বৃটেনপ্রবাসীরা। নিষেধাজ্ঞার খবর চাউর হওয়ার সাথে সাথেই বিমানের টিকিটের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন সবাই। কিন্তু টিকিট মিলছে না। এই অবস্থায় এসোসিয়েশন অব ট্র্যাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশের (আটাব) পক্ষ থেকে অতিরিক্ত তিনটি ফ্লাইট চেয়ে বিমানকে পত্র দেয়া হয়েছে। সিলেটে বিমানের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন – এখনো অতিরিক্ত ফ্লাইট চালুর কোনো সিদ্ধান্ত তাদের কাছে আসেনি। তবে অতিরিক্ত একটি ফ্লাইট বাড়ানোর চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। সিলেটের ট্র্যাভেলস এজেন্সির মালিকরা জানিয়েছেন অন্তত পাঁচ হাজার যাত্রী বৃটেনে ফেরত যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। তারা অতিরিক্ত দামেও টিকিট নিতে আগ্রহী। কিন্তু বিমানের টিকিট মিলছে না।

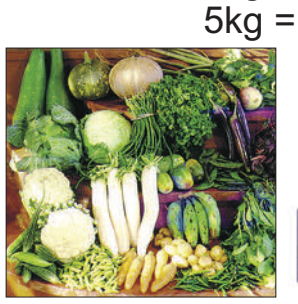

HM Government
NHS
COVID-19
Seeing friends again?
Stay outdoors.
We're much safer in the fresh air because Covid-19 particles are blown away, so meet outside and keep a safe distance.
Let's take this next step safely.
HANDS
FACE
SPACE
FRESH AIR

মামুনুল হকের বিরুদ্ধে

(১ম পৃষ্ঠার পর)
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। মামলায় মামুনুল হককে হুকুমের আসামি করা হয়েছে।
অন্য আসামিরা হলেন- ২. মাওলানা ফলায়েদ আল হাবিব (যুগ্ম-মহাসচিব), ৩. মাওলানা লোকমান হাকিম (যুগ্ম-মহাসচিব), ৪. নাসির উদ্দিন মনির (যুগ্ম-মহাসচিব), ৫. মাওলানা বাহাউদ্দিন জাকারিয়া (নয়েবে আমির), ৬. মাওলানা নুরুল ইসলাম জেহাদী (মাথজান, ঢাকা), ৭. মাজেদুর রহমান (নায়েবে আমির, ব্রাহ্মণবাড়িয়া), ৮. মাওলানা হাবিবুর রহমান (লালবাগ, ঢাকা), ৯. মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ আইয়ুবী, ১০. মাওলানা জসিম উদ্দিন (সহকারী মহাসচিব, লালবাগ), ১১. মাওলানা মাসুদুল করিম (টঙ্গী, সহ-সাংগঠনিক), ১২. মুফতি মনির হোসাইন কাশেমী (অর্থ সম্পাদক), ১৩. মাওলানা যাকারিয়া নোমান ফয়েজী (প্রচার সম্পাদক) ১৪. মাওলানা ফয়সাল আহমেদ (মোহাম্মদপুর, ঢাকা), ১৫. মাওলানা মুশতাকুন্নবী (সহকারী দাওয়াহ সম্পাদক), ১৬. মাওলানা হাফেজ মো: জোবায়ের (ছাত্র ও যুব সম্পাদক) এবং ১৭. মাওলানা হাফেজ মো. তৈয়ব (দফতর সম্পাদক)।
মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, ২৬ মার্চ বায়তুল মোকাররমে মামুনুল হকের নির্দেশে ১৭ হেফাজত নেতার নেতৃত্বে দেশী-বিদেশী আগ্নেয়াস্ত্রসহ দা, ছোরা, কুড়াল, কিরিচ, হাতুড়ি, তলোয়ার, লাঠিসোটাসহ অতর্কিত হামলা চালানো হয়। এ হামলায় আরিফ-উজ-জামান গুরুতর আহত হন।
মামলার এজাহারে আরিফ-উজ-জামান লিখেছেন, ২৬ মার্চ দুপুরে বায়তুল মোকাররম মসজিদে জুমার নামাজ পড়তে যান। নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে মসজিদের বাইরে উত্তর গেটের সিঁড়িতে কয়েক হাজার জামায়াত-শিবির-বিএনপি-হেফাজতের উগ্র মৌলবাদী ব্যক্তির বিশাল জমায়েত দেখতে পান।
হেফাজতে ইসলামের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হকের নেতৃত্বে শীর্ষস্থানীয় জামায়াত-শিবির-বিএনপি-হেফাজত নেতারা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে দেশী-বিদেশী সরকারপ্রধান ও নারীপ্রধানদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিকে বানচাল করা এবং ঢাকাসহ সারাদেশে ব্যাপক নৈরাজ্য সৃষ্টির পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র করেন। সেই লক্ষ্যে সেখানে রাষ্ট্র ও সরকারবিরোধী নানা স্লোগান দেয়া হয়।
এর ফলশ্রুতিতে ১নং আসামির প্রত্যক্ষ নির্দেশনায়, ষড়যন্ত্র ও পরিচালনায় ২নং থেকে ১৭নং আসামিসহ অজ্ঞাতনামা দুই থেকে তিন হাজার হেফাজত, জামাত-শিবির-বিএনপি জঙ্গি কর্মীরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম হাটহাজারীসহ সারা দেশে রাস্তাঘাট, হাটহাজারী থানা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলস্টেশন, ভূমি অফিস, সরকারি পাঠাগার, মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান ও যাত্রাবাড়িসহ দেশের নানাস্থানে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও লুটতরাজ চালায়।
১নং আসামির নেতৃত্বে ২-১৭নং আসামিসহ অজ্ঞাতনামা আসামিগণ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে অবমাননা করে সংবিধান লঙ্ঘন, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংস, মসজিদ ভাংচুর করে দেশকে অস্থিতিশীল, অকার্যকর, মৌলবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করার মাধ্যমে অবৈধ পথে সরকার উৎখাতের হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে।
সাক্ষীগণ ঘটনা প্রমাণ করিবে এবং তদন্তকালীন সময় বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করা হবে।
উল্লেখ্য, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরকে কেন্দ্র করে ২৬ মার্চ বায়তুল মোকাররমে বিক্ষোভ করে হেফাজতে ইসলাম। সেখানে পুলিশ ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সাথে সংঘর্ষ বাঁধে তাদের। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে চট্টগ্রামে হাটহাজারী মাদরাসার ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল করেন। সেখানে পুলিশের গুলিতে চার ছাত্রের মৃত্যু হয়। এটিকে কেন্দ্র করে শুক্রবার বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিক্ষোভ হয়। সেখানেও সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু হয়। হামলা ও হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২৭ মার্চ বিক্ষোভ ও ২৮ মার্চ হরতাল পালন করে ইসলামি সংগঠনটি। হরতালে দেশব্যাপী হামলা, ভাঙচুর ও সড়ক অবরোধ করে হেফাজতের নেতাকর্মীরা।

সালথায় পরিস্থিতি শান্ত, পুলিশের গুলিতে নিহত হাফেজের দাফন সম্পন্ন:
ফরিদপুরের সালথায় পুলিশের গুলি ও টিয়ারসেল বর্ষণের পর গভীর রাতে পরিস্থিতি শান্ত হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশের গুলিতে একজন হাফেজ নিহত হয়েছেন। ওই মাদরাসাছাত্র নিহতের সত্যতা নিশ্চিত করে ফরিদপুরের পুলিশ সুপার আলিমুজ্জামান জানিয়েছেন, হামলার সময় র‍্যাব ও পুলিশের আটজন সদস্য আহত হয়েছেন। ঘটনার সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করতে সিআইডির ক্রাইম টিম কাজ শুরু করেছে। এছাড়া হামলার ঘটনায় অংশ নিয়েও অনেকে গুলিবিদ্ধ ও আহত হয়েছেন যাদের পরিচয় জানা যায়নি।
এদিকে, সোমবার সন্ধ্যা হতে সারারাতের সংঘর্ষের পর মঙ্গলবার সকালে সালথা উপজেলা সদরে যেয়ে দেখা গেছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ভবনের বিভিন্ন সরকারি অফিস ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত হয়েছে উপজেলা ত্রাণের গুদাম ও কৃষি অফিস।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বাসভবন ও উপজেলা চেয়ারম্যানের বাসভবনেও ভাংচুর করা হয়েছে। দুটি বিলাসবহুল সরকারি ও দুটি মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সাতটি মোটরসাইকেল ভাংচুর করা হয়েছে। দুটি মোটরসাইকেল হামলাকারীরা নিয়ে গেছে।
হামলার সময় নিহত ওই মাদরাসাছাত্রের নাম হাফেজ মো: জুবায়ের হোসেন (২২)। তিনি সালথা উপজেলার রামকান্তপুর ইউনিয়নের রামকান্তপুর গ্রামের আশরাফ আলী মোল্লার বড় ছেলে। মাদারিপুর জেলার শিবচরের একটি মাদরাসা হতে হাফেজি সম্পন্ন করে হাফেজ জুবায়ের সেখানে চার জামাতে পড়াশুনা করছে। তারা তিন ভাই ও এক বোন।
ফরিদপুরের পুলিশ সুপার মঙ্গলবার সকালে সালথা থানা কার্যালয় চত্বরে উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, সোমবার যে ঘটনা ঘটেছে পুরো ঘটনাটি নিয়ন্ত্রণে রাত ১২টা পর্যন্ত কাজ করেছি। যেই ধ্বংসযজ্ঞ তারা চালিয়েছে সেসব আলামত সংগ্রহ করেছে সিআইডির ক্রাইম টিম। মামলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সংশ্লিষ্টদের ধরার চেষ্টায় জড়িতদের গ্রেফতারে আমাদের অভিযান চলমান রয়েছে। হামলায় পুলিশ ও র‍্যাবের আটজন আহত হয়েছেন। তারা বিভিন্নভাবে চিকিৎসা নিয়েছেন। সংঘর্ষে জড়িতদের মধ্যে একজন মারা গেছেন এবং চারজন আহত হয়েছেন।
প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য নেয়া হচ্ছে। পুরো বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে আনতে পর্যাপ্ত সংখ্যক গুলিবর্ষণ করতে হয়েছে। থানা পুলিশ ৫৫২ রাউ– রাবার বুলেট, টিয়ার সেল ব্যবহার করেছি। লেট বুলেট ও সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করা হয়েছে। সর্বোপরি আমরা শেষ মুহূর্তে চায়না রাইফেল ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি।
সালথা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ হাসিব সরকার এ ব্যাপারে বলেন, সম্প্রতি তিনি করোনা আক্রান্ত। ঘটনার সময় তিনি সরকারি বাসভবনে ছিলেন না। তিনি বলেন, ফেইসবুক ও স্থানীয় বিভিন্ন লোকজন গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, পুলিশ এবং প্রশাসন ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করছে। তারা একজন হুজুরকে ধরে নিয়ে গেছে। তারা পুলিশ এবং উপজেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দিতে উপজেলা অফিসের দিকে আসতে থাকে।

সেই ‘ছোট হুজুর’

(১ম পৃষ্ঠার পর)
তিনি নেত্রকোনার পশ্চিম বিলাশপুর সাওতুল হেরা মাদরাসার পরিচালক।
রফিকুল ইসলাম রাজধানীর বারিধারায় মাদানী এভিনিউয়ের পাশে অবস্থিত জামিয়া মাদানীয়া বারিধারা মাদরাসায় দাওরায়ে হাদিস পড়েছেন।
এছাড়া তিনি বিএনপি-জামায়াত জোটের শরিক দল জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের অঙ্গ সংগঠন যুব জমিয়তের নেত্রকোনা জেলার সহ-সভাপতি। রফিকুল ইসলামের বয়স নিয়ে বিতর্ক শুরু হলে এক ওয়াজ মাহফিলে তিনি বলেন, আমি ১৯৯৫ সালে জন্মগ্রহণ করেছি।

মুক্তির দাবী হেফাজতের:
উদীয়মান আলোচিত বক্তা মাওলানা রফিকুল ইসলাম মাদানীকে র‍্যাব পরিচয়ে গভীর রাতে নিজ বাড়ি থেকে তুলে নেয়ার প্রতিবাদ করে তার নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করেছে হেফাজত। ৭ এপ্রিল, বুধবার বিকেলে নেত্রকোনা জেলা হেফাজতে ইসলাম ও মাদানীর পরিবারের লোকজনের উপস্থিতিতে নেত্রকোনা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবী করা হয়।
সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন হেফাজতে ইসলামের অন্যতম নেতা জামিয়া হুসাইনিয়া মালনী মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম, রফিকুল ইসলাম মাদানীর বড় ভাই রমজান মিয়া, চাচাতো ভাই নজরুল ইসলাম, হেফাজত নেতা মাওলানা আসাদুর রহমান, মাওলানা মাজহারুল ইসলাম, যুবনেতা আব্দুর রহিম প্রমুখ।
সংবাদ সম্মেলনে রফিকুল ইসলমের বড় ভাই রমজান মিয়া জানান, রফিকুল ইসলাম মাদানী গত সোমবার ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের লেটিকান্দা গ্রামে আসেন। পরদিন মঙ্গলবার ময়মনসিংহের হালুয়াঘটে এক ওয়াজ মাহফিলে বক্তব্য শেষে নিজ বাড়িতে চলে আসেন। রাত আড়াইটার দিকে ১৯টি গাড়ি নিয়ে চারদিক থেকে তাদের বাড়ি ঘিরে ফেলা হয়। কালো পোশাক পরিধানরতরা নিজেদের র‍্যাব পরিচয় দিয়ে রফিকুল ইসলাম মাদানী, তার বড় ভাই বকুল মিয়া (৩৭) ও তার দূর সম্পর্কের ভাতিজা এনামুল হককে (২৮) তুলে নিয়ে যায়। পরে বকুল মিয়াকে রাতেই ছেড়ে দেয়া হয়।
পরিবারের দাবি, রফিকুল ইসলাম মাদানীর ব্যবহৃত দুটি মুঠোফোনসহ তাদের পরিবারের ছয়টি মুঠোফোন জব্দ করে নিয়ে যায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। সকালে রফিকুল ইসলামের আটকের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে জেলা জুড়ে গভীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়। সংবাদ সম্মেলনে সরকারের কাছে মাদানীর নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবি জানানো হয়। অন্যথায় বৃহস্পতিবার মাবনবন্ধনসহ লাগাতার আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেয়া হয়।

সাংবাদিক মোয়াজ্জেম

(১ম পৃষ্ঠার পর)
আন্দোলনের অন্যতম নেতা, চট্টগ্রাম বিদ্যুৎশ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি জাহিদুল হক ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাহি রাজিউন। গত ১লা এপ্রিল বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে তিনি চট্টগ্রামের এক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হওয়ার পর গত দুই সপ্তাহ ধরে তিনি চট্টগ্রামের ইম্পেরিয়াল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি একই সঙ্গে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস এবং অন্যান্য বার্ধক্যজনিত জটিলতায় ভুগছিলেন। ওইদিন, বৃহস্পতিবার রাতেই তাঁকে চট্টগ্রামের কর্ণফুলি উপজেলার দৌলতপুরের কাজী বাড়ীর পারিবারিক গোরস্থানে সমাহিত করা হয়েছে।

লণ্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের শোক:
লণ্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সিনিয়র সদস্য মোয়াজ্জেম হোসেনের পিতার মৃত্যুত ক্লাবের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করে মরহুমের স্বজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে।
এক শোক বিবৃতিতে ক্লাব সভাপতি মোহাম্মদ এমদাদুল হক চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জুবায়ের ও কোষাধ্যক্ষ আ স ম মাসুম বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় সংগঠক এবং আজীবন শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে সংগ্রামী এই কৃতী পুরুষের মৃত্যুত দেশ এবং জাতি একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমী এবং মানবপ্রেমীক হারালো। তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ এবং প্রগতিশীল রাজনীতির বর্ণাঢ্য সংগ্রামী জীবনের দিকে তাকালে দেখা যায়, সারাটা জীবনই তিনি উৎসর্গ করেছিলেন দেশ এবং মানুষের কল্যাণে। আর দেশমাতৃকার প্রতি অঙ্গীকার রক্ষায় নানা আন্দোলন ও প্রতিরোধে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতেও পিছপা হননি। তাঁর কর্ম, নিষ্ঠা এবং ন্যায়পরায়ণতা দেশ এবং সমাজের জন্য যুগ যুগ ধরে অনুসরণীয় হয়ে থাকবে। নেতৃবৃন্দ মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

সাপ্তাহিক পত্রিকার শোক:
সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মোহাম্মদ বেলাল আহমদ সাংবাদিক মোয়াজ্জেম হোসেনের পিতার মৃত্যুতে পত্রিকা পরিবারের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক শোক বিবৃতিতে তিনি বলেন, বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় সংগঠক জনাব জাহিদুল হকের প্রয়াণ আমাদের জন্য বিরাট ক্ষতি। তাঁর মতো সমাজহিতৈষী ও কল্যাণকামী ব্যক্তি বর্তমান সমাজে বিরল। এই শূণ্যতা মরহুমের পরিবারের জন্যই শুধু নয় বৃহত্তর সমাজের জন্যও সহজে পূরণ হবার নয়। তবে তাঁর রেখে যাওয়া মূল্যবোধ, আদর্শ, কর্ম এবং বর্ণাঢ্য জীবন সব সময় আমাদের প্রেরণা যোগাবে।
পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মরহুমের বিদেহী রূহের মাগফেরাত কামনা করে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

সুরমা পরিবারের শোক:
বিবিসি বাংলায় কর্মরত সাংবাদিক মোয়াজ্জেম হোসেনের পিতা, বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় সংগঠক, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা জনাব জাহিদুল হকের ইন্তেকালে সাপ্তাহিক সুরমা পরিবারের পক্ষ থেকে শোক প্রকাশ করা হয়েছে। সুরমার প্রধান সম্পাদক ফরীদ আহমদ রেজা, সম্পাদক শামসুল আলম লিটন, সাবেক সম্পাদক আহমদ ময়েজ এবং বার্তা সম্পাদক আবদুল কাইয়ূম শোক প্রকাশ করে মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

IMRAN TRAVELS
ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996
273A Whitechapel Road, London E1 1BY
ATOL PROTECTED 79159
IATA
Appointed Agent
bangladesh বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স
QATAR AIRWAYS القطرية
Emirates
السعودية SAUDIA
Low Cost Travel Agent.
Hajj & Umrah Specialist
Worldwide offers: www.imrantravels.co.uk
Please Contact
0207 375 0800 or 0207 375 0500
Mob: 07984 959885 / 07828 235600
Email: imrantravels@hotmail.com

লকডাউন শিথিলের সাথে সাথে আমাদের করণীয়

বেশি বেশি হাত ধুয়ে, মাস্ক পরিধান করে, অন্যের সাথে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে এবং খোলা হাওয়াতে অন্যদের সাথে দেখা করার মাধ্যমের আমরা সবাই মিলে সত্যিকার অর্থেই একটি পরিবর্তন আনতে পারি

ড. শ্যান ফিটজারেল্ড

প্রফেসর ব্রুক রজার

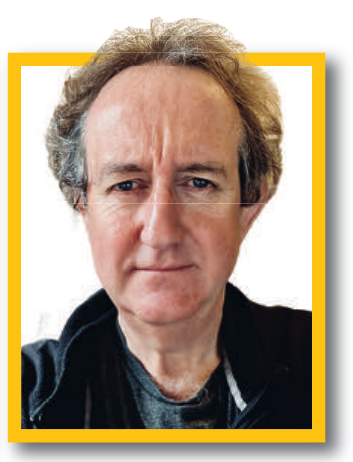

প্রফেসর টিম শ্যার্প

ডাইরেক্টর অব সেন্টার ফর ক্লাইমেট রিপেয়ার এট ক্যামব্রিজ এবং ফেলো অব ইঞ্জিনিয়ারিং এট গ্যারটন কলেজ, ক্যামব্রিজ, ড. শ্যান ফিটজারেল্ড বলেন, কোভিড সংক্রমণের তিনটি মাধ্যম রয়েছে যেগুলো আমাদের জানা প্রয়োজন। এর একটি হলো – কাছাকাছি অবস্থানের কারণে কারো শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে ড্রপলেট এসে সরাসরি অন্যের উপর পড়ার কারণে আক্রান্ত হওয়া অথবা কারো কফ থেকে মিউকাস বের হয়ে সংক্রমিত হওয়া।

দ্বিতীয়টি হলো– সংক্রমিত ব্যক্তি কাছ থেকে নিঃসৃত কোন পদার্থ আসবাবপত্রের উপর পড়া এবং দুঃভাগ্যক্রমে কেউ তা স্পর্শ করলে বা মিউকাসের ড্রপলেটে হাত রাখলে এবং পরবর্তীতে সেই হাত নিজের নাকে–মুখে লাগলে সংক্রমিত হতে পারে।

আর তৃতীয়টি হলো– পাবলিক ট্রান্সপোর্টে দীর্ঘ ভ্রমণের সময় সংক্রমিত ব্যক্তির শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে বেরিয়ে আসা কণাগুলো পরিবহন মাধ্যমটির ভেতরেই থেকে যায় এবং অন্যরা শ্বাস নেওয়ার সময় তা নিজের ভেতরে নিয়ে নেয়।

ড. শ্যান ফিটজারেল্ড বলেন, তৃতীয় সংক্রমণ প্রক্রিয়া যা বায়ুবাহিত রুট থেকে হয় তা ভাবার বিষয়। আপনি যখন বাইরে থাকেন, বিশেষত যদি আপনি কারও কাছ থেকে দুই মিটারের বেশি দূরে থাকেন, তবে আপনার আশেপাশে থাকা যে কোনও ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব। পক্ষান্তরে এই দূরত্বের বজায় না থাকলে সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। এমনকি ভাইরাসের কোন লক্ষণ নেই অথচ জানেন না যে তিনি আক্রান্ত, এমন ব্যক্তি থেকেও দুই মিটারের দূরত্বে থাকলে সংক্রমণের ঝুঁকি কমে আসে। তবে লক্ষণ রয়েছে এমন ব্যক্তি অবশ্যই বাইরে আসবেন না।

বন্ধ স্থানের তুলনায় বাতাস চলাচলের স্থানে বাতাসের পরিমাণ বেশি থাকায় ভাইরাসটি থেকে সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস পায়।

লণ্ডন কিংস কলেজের বিহেভিয়ার সাইন্স এণ্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর ব্রুক রজার বলেন, সংক্রমণের তিনটি মাধ্যমগুলোকে অনুধাবনের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি আরও বলেন, আপনি ভ্যাকসিন নিয়ে থাকলে আপনি খুবই ভাগ্যবান। যখন দেখি বন্ধুবান্ধব বা পরিবারের কোন ব্যক্তি ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন, আমি আনন্দিত হই। কারণ এটা আমাকেও নিরাপদ করছে, আমাদের সবাইকে নিরাপদ করছে।

ইউকে গভর্ণমেন্ট সাইন্স এডভাইজারী গ্রুপ ফর ইমার্জেন্সিস সংক্ষেপে সেইজ–এর সদস্য এবং ইউনিভার্সিটি অব স্ট্রেথক্লাইডের আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টের প্রধান প্রফেসর টিম শ্যার্প বলেন, অধিকাংশ সংক্রমণ বিভিন্ন কারণে আবদ্ধ ঘরেই হয়ে থাকে। মানুষ একত্রিত হয় এমন স্থান যেমন কর্মক্ষেত্র, যেখানে কাছাকাছি অবস্থান করতে হয়, কথোপথন হয় এমন জায়গাতে ঝুঁকি থেকে যায়। দ্বিতীয় সমস্যাটি হল– ভাইরাস সময়ের সাথে সাথে জমে যায় এবং নিঃশ্বাসের মাধ্যমে এর কণাগুলো ভেতরে ঢুকে পড়ে। যদি দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয় তবে ঝুঁকির মাত্রা কমে আসে। আবার কম বায়ুচলাচলের স্থানে বেশিক্ষণ থাকলে ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে।

- যদিও কোভিড–১৯ এ মৃত্যু হ্রাস পেয়েছে এবং ভ্যাকসিনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে তাই আমাদের এখনও সতর্ক থাকা দরকার। কারণ ভাইরাস এখনও মানুষের মাঝে ছড়াচ্ছে এবং যুক্তরাজ্য জুড়ে সকল বয়সের জনসাধারণকে আক্রান্ত করছে।
- প্রতি ৩ জনের ১ জন এখনও ভাইরাস বহন করছেন অথচ তাদের মাঝে বিদ্যমান কোনও লক্ষণ নেই এবং অজান্তেই তারা এটি ছড়িয়ে দিতে পারেন।
- ঘরে অবস্থান করার পরামর্শে শিথিলতা আসায় সবাই বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সাথে দেখা করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে। এতে করে কোভিড–১৯ কেইস বৃদ্ধি পেতে পারে এবং আপনার পরিচিতজনদের কাছ থেকে আপনি ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
- বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সাথে সাক্ষাত করা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি বহন করে, তাই আমাদের হাত ও মুখ ধৌত করা, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে এবং ঘরের বাইরে মিলিত হয়ে আমরা সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি কমিয়ে কমিয়ে আনতে পারি।
- যদি আপনার হাউজহোল্ডের বাইরে পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে বা বন্ধুবান্ধদের সাথে দেখা করতে চান তবে শুধুমাত্র ছয় জন একসাথে জড়ো হতে পারবেন। বাইরের মুক্ত বাতাসে দেখা করাটা অনেক বেশি নিরাপদ, কারণ মুক্ত বাতাস কোভিড–১৯ কণা উড়িয়ে নিয়ে যাবে।
- নিয়মিত হাত ধোয়া, মাস্ক পরিধান করা এবং দূরত্ব বজায় রেখে নুষকে ঘরের বাইরে সময় কাটাতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।
- ভাইরাসের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করতে এবং নিজের এবং আমাদের চারপাশের লোকদের সুরক্ষার জন্য আমাদের সকলকে যথাসম্ভব সচেতন থাকা প্রয়োজন।
- উষ্ণ আবহাওয়া শুরু হওয়ায় এবং বিধিনিষেধ শিথিল হয়ে আসায় দৈনন্দিন কিছু নিয়ম মেনে চলে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা ভাইরাসকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে এবং বিস্তার বন্ধ করতে পারব।

২৯ মার্চের পর নিয়মগুলো কী কী:

- ভিন্ন হাউজহোল্ডের ৬ জন ঘরের বাইরে দেখা করতে পারবেন
- শুধুমাত্র একই হাউজহোল্ডের ৬ জন ঘরের ভেতরে একত্রিত হতে পারবেন
- বাইরে খেলাধুলা এবং শরীর চর্চা কেন্দ্র খুলে দেওয়া হবে
- সবাইকে যথাসম্ভব পাবলিক ট্রান্সপোর্টের ব্যবহার সীমিত রাখতে হবে এবং সম্ভব হলে ঘর থেকে কাজ করতে হবে।

ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার প্রধান তিনটি মাধ্যম কী:

- কাছাকাছি অবস্থানকালে অন্যের থেকে আসা ভাইরাসের ড্রপলেট শ্বাসপ্রশ্বাসের ভেতরে প্রবেশ করা
- সংক্রমিত ব্যক্তির ছোঁয়া লেগেছে বা ড্রপলেট পড়েছে এমন কোন স্থানে স্পর্শ করা
- ভাইরাস বহনকারী বাতাসে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়া।

Let's keep staying safe

Always remember hands, face, space and fresh air.
For information visit gov.uk/coronavirus

All together

কীভাবে নিরাপদ থাকা যায় এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন https://www.gov.uk/coronavirus

সুরমা

FOUNDER: Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed

BOARD OF ADVISORS

Ayesha Ahmed
Thufayel Ahmed

EDITORIAL TEAM

Chief Editor: Farid Ahmed Reza
Editor: Shamsul Alam Liton
English Section Editor: Syed Mamnun Murshed
News Editor: Abdul Quaium
Diplomatic Editor: Sheikh Akhlaque Ahmed
Literary Editor: Syed Rumman
Sports Reporter: M. Sharifuzzaman
SPL Correspondent: K M Abu Taher Choudhury
Special Contributor: Dr. M Mujibur Rahman
Akbar Hussain, Shamsul Islam

MANAGEMENT

Managing Director: Md. Emadur Rahman

SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6)
85 Myrdle Street, London E1 1HL

Editorial: 020 7041 9494
Advertising: 07946 112 633

www.surmanews.com
EDITORIAL: news@surmanews.com
ADVERTISING: advert@surmanews.com

সিলেটী মন্ত্রীরাও কি সিলেট বিদ্বেষী?

সিলেট হচ্ছে বাংলাদেশের রূপকথার সোনার ডিম পাড় রাজহাঁস। সেই রাজহাঁসকে না খোঁচালে যেন বাংলাদেশের এক ধরনের মন্ত্রী-আমলার ভাত হজম হয়না। কোয়রেন্টাইন নিয় কি একটা অবস্থা চলছে সারাদেশে, কোন লকডাউন কার্যকর করা যাচ্ছে না। সর্বত্র যখন এই অবস্থা তখন একমাত্র সিলেটেই দুই প্রবাসী যুবককে জরিমানা করেও ক্ষান্ত হয়নি প্রশাসনের দন্ডমুন্ডের কর্তারা। তাদের জেলে পাঠিয়ে লন্ডনীদের উপর একশ' ভাগ ক্ষমতার তাপ দেখালেন। কারণ কি? সারাদেশের জন্য এক আইন আর সিলেটের প্রবাসীদের জন্য কি আরেক আইন? দুঃখজনক হলেও সত্য চ্যারিটি কাজ করতে গিয়েছিলেন যুক্তরাজ্যে সিলেটী মা-বাবার ঘরে জন্ম নেয়া ওই দুই মানবতাবাদী যুবক আব্দুর নুর ও আলম হাসান রফি। আর বাংলাদেশ ওদের দুজনকে দিয়ে করোনা জেলখানা উদ্বোধন করলো। অত্যন্ত দুঃখজনক ও লজ্জাস্কর ঘটনা।

সিলেটিরা আজ ক্ষমতার শীর্ষের আশেপাশে। মানুষ আশায় বুক বাঁধে। ক্ষমতাধর মানুষগুলো প্রবাসীদের কষ্ট আর তাদের উপর জুলুমের অবসান করতে পারবেন। মরহুম আব্দুস সামাদ আজাদ, হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সাইফুর রহমান ও এ এস এম কিবরিয়ার কারণে প্রবাসীদের অনেক মনের আশা পূর্ণ হয়েছে এবং সিলেটও অনেক এগিয়ে গেছে। কিন্তু হালের সিলেটের নেতৃত্ব দেখলে মনে হয় না তারা সিলেটিদের সমস্যা সমাধানে আন্তরিক। বরঞ্চ তাদের চলনে-বলনে আচরণে কথনে সিলেটিদের প্রতি এক ধরনের বিদ্বেষ ভাবই প্রকট ভাবে ধরা পড়ে। কে না জানে বাংলাদেশের প্রবাসীদের এক বড় অংশই বৃহত্তর সিলেটের এবং স্বাধীনতা পূর্বকালে বাংলাদেশের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রবাসী বলতে কেবলমাত্র সিলেটিদের বোঝাত। এমনকি স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় সবচাইতে বড় অনুদান সংগ্রহ করে দিয়েছিল এই লন্ডন প্রবাসী সিলেটের কমিউনিটি, যেটা ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বপ্রথম অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা। কিন্তু এই সিলেটিরা বিমানবন্দরে গিয়ে নির্মমভাবে নিহত হয়, হয়রানির শিকার হয় যত্রতত্র। আর অন্য সময় লাঠিপেটা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন তো আছেই। জায়গা জমি বাড়ীঘর দখল সেখানেও সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী। মামলা মোকদ্দমা শুরু হয়, আর শেষ হয়না। সিলেটের থানাগুলো নাকি এখন ঢাকার চেয়ে ও অনেক দামি। কারণ কি? এসবের প্রতিকার চাইতে গেলে কোনো কোনো মন্ত্রী উল্টো প্রবাসীদের সম্পর্কে নানা অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করেন, সমস্যা সমাধান তো দূরের কথা।

প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক, সিলেট প্রবাসীদের এসব অপমান আর নিপীড়ন কি সিলেট থেকে মনোনীত, তাঁদের আবার কেউ কেউ আবার নিজেরাও প্রবাসী; সামান্যতম লজ্জিত করে না? নাকি তাঁরাও চেয়ার রক্ষার তাগিদে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সিলেট বিদ্বেষী অথবা প্রবাসী বিদ্বেষী? সময় থাকতে এটা বোঝা দরকার। প্রবাসীরা তাঁদের আত্মমর্যাদা আর ভূমিকা দেখার জন্য হয়তো অনন্তকাল অপেক্ষা করবে না।

মুসলিমদের ইতিহাস পাঠ ও জাতীয় চোখ

মুসা আল হাফিজ

'ইতিহাস হলো বর্তমান ও অতীতের মধ্যে এক অন্তহীন সংলাপ।' কথাটি এডওয়ার্ড হালেট কারের। এই সংলাপ আমাদেরকে বর্তমান থেকে অতীতে হারাতে বলে না। বরং অতীতকে বর্তমানে এনে ভবিষ্যতের দিশা নির্দেশ করে। কারণ আমাদের বর্তমান অতীতের নিঃশ্বাস থেকে বেরিয়ে বিশেষ অবয়ব লাভ করেছে। ফলে বর্তমানকে বুঝে তার লাগাম হাতে নিতে হলে অতীতকে না বুঝে এগোনো যায় না। আর ভবিষ্যৎ আপন হাতে তারাই সাজাতে পারে, বর্তমানের উত্থান-পতনের শাহরগে যাদের হাত! ডাচ ইতিহাসবিদ জন হুজিংগা অতএব বলেন, 'ইতিহাস হলো সেই বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলন, যাতে কোনো সভ্যতা নিজেই তার উত্থান-পতনের অতীত ব্যাখ্যা প্রদান করে।'

এর মানে সত্যিকার ইতিহাস ভুলে গেলে আমাদের 'আজ' যেমন 'আমাদের' হবে না, তেমনি হারাব আগামীকালকে। ইতিহাস নিজেই এক বারুদ এবং বারুদের গুদামঘর। এ কোনো প্রাচীন ইতিবৃত্তের প্রত্নতত্ত্ব নয়। এ এক অনিরুদ্ধ স্রোত, এক স্বাধীনতা ও জীবনের নবনির্মাণ। কিন্তু সে কেবল মানুষের যাপনের বয়ান নয়। সে সময়ের, স্থানের এবং মানুষের সমন্বিত চিত্র ও চরিত্রের স্মরক। তার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়, মানুষ, সভ্যতা ও মানুষের পৃথিবী। ফলে মানুষ ও তার কর্মকাণ্ড এখানে হাজির হয় নিরন্তর। সমাজ-সভ্যতা, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিত্তকলা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, দর্শন, স্থাপত্য, যুদ্ধ, আইন প্রভৃতির ধারাক্রম ভেসে উঠতে থাকে সেলুলয়েডের ফিতার মতো। ইতিহাস এসবের শুধু অবগতি দেয় না, বরং এসবের ভালো-মন্দ পার্থক্য করা এবং বিচার-বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাও সরবরাহ করে। সেই ক্ষমতার সাথে সম্পর্ক দৃষ্টি উন্মোচনের। যে দৃষ্টি খুলে গেলে কালের দেহকে শুধু নয়, আত্মাকেও প্রত্যক্ষ করা যায়। যারা সেটি পড়তে ও ধরতে ও সেই আলোকে উচিত করণীয় সম্পাদন করতে পারে, কাল তাদের জন্য উচ্চাসনের দরজা খুলে দেয়।

ইতিহাসের একান্ত প্রয়োজন যথার্থতা, বস্তুনিষ্ঠতা। যার মধ্যে থাকবে অতীতে প্রকৃতই যা ঘটেছিল, তারই ইতিবৃত্ত। মানব সভ্যতার ধারাবাহিক ও সত্যনিষ্ঠ ঘটনাচক্রের ভেতর-বাইরের স্বরূপ প্রকটিত হবে তাতে। আরবিতে ইতিহাসকে বলে তারিখ। এর মানে হলো, সময়ের পরিচয়দান, সময় বিষয়ক তথ্যদান। আরব ঐতিহাসিকরা একে দেখেন এমন এক শাস্ত্র হিসেবে, যাতে বিভিন্ন গোত্র, বংশ, ভূখণ্ড ও ব্যক্তিদের ঘটনাবলির বিবরণ ও বিশ্লেষণ থাকে বা বিশ্বের ঘটনাচক্রের দিনকাল যাচাই ও বিবৃত হয়।

জানা কথা যে, গ্রিক শব্দ ঐরংঃড়ৎরধ থেকে এসেছে ঐরংঃড়ুু। গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৬০-৫৪৬) তার গবেষণাকর্মের শিরোনামে শব্দটি ব্যবহার করেন প্রথমে। এর অর্থ হলো সত্যের অনুসন্ধান ও তদন্ত। বাংলায় ইতিহাস শব্দটির উৎপত্তি 'ইতিহ' শব্দ থেকে, যার অর্থ 'ঐতিহ্য'। ইতিহ-এর সাথে আস মিলে হয়েছে ইতিহাস। এর মানে হলো, এমনই ছিল বা এরূপ ঘটেছিল। অর্থাৎ ইতিহাস হচ্ছে, অতীতের এমন বিবরণী, যা আসলে এমনই ছিল, যেমন আছে বিবরণে। ঐতিহ্য বা সুকৃত অতীত ও এর পক্ষ-প্রতিপক্ষের কালো-ধলো, রূপ-রূপান্তর দৃশ্যমান হবে সেই বিবরণে। আধুনিক ইতিহাসের জনক বলে পরিচিত লিউপোল্ট ভন রাঙ্ক তাই ইতিহাসকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, 'যা আসলেই ঘটেছিল, তাকে খুঁজে বের করা এবং তার সঠিক বিবরণই হচ্ছে ইতিহাস।'

ইতিহাসের পাঠকমাত্র জানেন যে, ইতিহাসের অধ্যয়ন দুই ভাগে হতে পারে। একটি ভৌগোলিক অবস্থানগত, অপরটি বিষয়বস্তুগত। ইতিহাসের উপাদান হচ্ছে সেসব লিখিত-অলিখিত তথ্য-প্রমাণ, যার ওপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক সত্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

যেভাবেই বলি না কেন, ইতিহাস আসলে এক অনুসন্ধানী ধারা। আই, আর ফ্লিন্ট এবং সি এইচ ওমানের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলা যায়, এ এক সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, যার উদ্দেশ্য মানুষের কার্যাবলি লিপিবদ্ধ করা। এ প্রচেষ্টা যেকোনো জাতি ও সভ্যতার জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ইতিহাস আমাদের কিভাবে সমৃদ্ধ করে? ইবনুল আসির লিখেন, পূর্ববর্তী লোকদের জীবন ও কর্মকে মনে করিয়ে দেয় ইতিহাস। ক্ষতিকর দিকগুলোকে ধরিয়ে দেয়, কল্যাণকর বিষয়গুলোকে অবলম্বন করতে শেখায়। ব্যবসা-বাণিজ্যসহ নানা ক্ষেত্রে অতীতের অভিজ্ঞতা দিয়ে সে সমৃদ্ধ করে আমাদের। বস্তুত সে বিকাশ ঘটায় বুদ্ধিবৃত্তির। এর মাধ্যমে জমিয়ে রাখা যায় মানুষের মজমা।

এই যে মানুষের মজমা জমিয়ে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটানো, অতীতের বহু প্রজন্ম ও শতাব্দীর অভিজ্ঞতা দিয়ে নিজেদের সমৃদ্ধ করা, এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইতিহাস নিজেদের পরিচয় ও শেকড়কে সংরক্ষণ করে। আধিপত্যবাদী প্রতিটি জাতি ও রাষ্ট্র চায় অন্য জাতিগুলোর পরিচয় ছিনতাই করতে, শেকড় কেটে ফেলতে। এটি করতে পারলে সংশ্লিষ্ট জাতি যেমন প্রাণশক্তি হারাবে, তেমনি সে মনের দিক থেকে হতে থাকবে অন্যের অধীনস্থ। এদের দাস বানানোর জন্য আর যুদ্ধ করতে হয় না, স্বেচ্ছায় তারা বরণ করে নেয় অন্যের দাসত্ব, গোলামি। এর মধ্যে কত্তনা করে মুক্তি ও আরাম। নিজেদের ইতিহাসের সত্যিকার রূপ প্রজন্মের সামনে হাজির না থাকার বিপদ হলো, তারা কেবল অজ্ঞতার মধ্যে থেকে যায়, তা নয়, তারা পরাণুকরণ ও হীনম্মন্যতায় ডুবে যায়। ফলত ইতিহাসের সত্যিকার অনুসন্ধান কেবল জ্ঞানগত প্রয়োজনে অপরিহার্য, তা নয়, দেশ ও মিল্লাতের মুক্তি ও অগ্রগতির জন্যও এটি আবশ্যক।

এ বহুমাত্রিক প্রয়োজন পূরণে ইতিহাসের চর্চায় মুসলিম মনীষীদের বিচরণ কোনোকালেই সীমিত থাকেনি। সেই হিজরি প্রথম শতকে ওরওয়া ইবনে যুবাইর (৭১২), আবান বিন ওসমান ইবনে আফফান (৭২৩), ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ (রা:) (৭৩৫) ছিলেন এ ধারার নেতৃত্বে। এর পরে দেখব ইবনে শিহাব যুহরি (৭৪১), মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (৭৬১), আবু মিখনাফ (৭৭৪), হিশাম ইবনে কালবি (৮১৯), আল ওয়াকিদি (৮২৩), ইবনে হিশাম (৮৩৫), ইবনে সাদ (৮৪৫), খালিফা ইবনে খাইয়াত (৮৫৪), ইবনু আবদিল হাকাম (৮৭১), ইবনে কুতাইবাহ (৮৮৯), আদ দিনাওয়ারি (৮৯১), বালাজুরি (৮৯২) ইয়াকুবি (৯০০), ইবনে ফাদলান (৯২২ এর পরে), মুহাম্মদ ইবনে জারির আত তাবারি (৮৩৮-৯২৩), আবু মুহাম্মদ হাসান আল হামদানি (৯৪৫), আবু বকর ইবনে ইয়াহইয়া আসসুলি (৯৪৬), আলী আল মাসউদি (৯৫৫), সিনান ইবনে সাবিত (৯৭৬), কাযি আন নুমান (৯৭৪), ইবনুল কুতাইয়া (৯৭৭), আসসাগানি (৯৯০)... এগুলো প্রথম দিককার বিভিন্ন ধারার মুসলিম ঐতিহাসিকদের সব নাম নয়, কিছু অগ্রগণ্য কিছু নামমাত্র।

পরবর্তী অগ্রগণ্যদের মধ্যে দেখব আল মুকাদ্দাসি (১০০০), ইবনুল ফারাদি (১০১২), ইবনে মিশকাওয়াহ (১০৩০), আল উতবি (১০৩৬), আল মুসাব্বিহি (১০৩০), আল বেরুনি (১০৪৮), হিলাল ইবনে আল মুহাসসিন আস সাবি (১০৫৬), ইবনে হাযম উন্দুলুসি (১০৬৩), ইউসুফ ইবনু আবদিল বার (১০৭১), খতিবে বাগদাদি (১০৭১), আবুল ফজল বায়হাকি (১০৭১), জাহিরুদ্দিন নিশাপুরি (১১৭৫), ইবনে হাইয়ান (১০৭৫), আল উরদি (১০৮৫), আবু উবাইদ আবদুল্লাহ আল বাকরি (১০৯৪), কাযি ইয়াজ (১১৪৯), ইবনুল কালানিসি (১১৬০), মুহাম্মদ আল বাইদাক (১১৬৪), ইবনে আসাকির (১১৭৬), উসামা ইবনে মুনকিয (১১৮৮), ইবনে রুশদ (১১৯৮), ইমামুদ্দিন ইসফাহানি (১২০১), আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি (১২০১), আবদুল লতিফ বাগদাদি (১২৩১), ইয়াকুত হামাবি (১১৭৯-১২২৯), ইবনুল আসির (১১৬০-১২৩১), বাহাউদ্দিন ইবনে শাদ্দাদ

ইতিহাস আমাদের কিভাবে সমৃদ্ধ করে? ইবনুল আসির লিখেন, পূর্ববর্তী লোকদের জীবন ও কর্মকে মনে করিয়ে দেয় ইতিহাস। ক্ষতিকর দিকগুলোকে ধরিয়ে দেয়, কল্যাণকর বিষয়গুলোকে অবলম্বন করতে শেখায়। ব্যবসা-বাণিজ্যসহ নানা ক্ষেত্রে অতীতের অভিজ্ঞতা দিয়ে সে সমৃদ্ধ করে আমাদের। বস্তুত সে বিকাশ ঘটায় বুদ্ধিবৃত্তির। এর মাধ্যমে জমিয়ে রাখা যায় মানুষের মজমা।

(১২৩৫), মিনহাজ উস সিরাজ (১২৬০ পরবর্তী), ইবনুন নাদিম (১২৬৯), আবু শামা (১২০৩ থেকে ১২৬৮ এর মধ্যে), ইমাম কুরতুবি (১২৭৩), আবদুল আজিজ আল মালজুযি (১২৯৮), ইবনে খাল্লিকান (১২৮২), ইবনু আবদিল জাহির (১২৯৩), মুহাম্মদ ইবনে আলী রাওয়ান্দি (১১৭৯-১২২৯), যাহিরুদ্দিন নসর মুহাম্মদ আওফি (১২৪৯), সিবত ইবনুল জাওযি (১২৫৬), হামদুল্লাহ মুস্তাওফি (১২৮১), ইবনে বিবি (১২৮১ এর পরে), আতা মালিক জুওয়াইনি (১২৮৩), ইবনুত তিকতাকা (১৩০২), ইবনে ইবহারি (১৩১২), ইবনে বতুতা (১৩৬৯), ইবনুল খাতিব (১৩৭৪), ইবনে আবি যার (১৩২০), ইবনুল ফুওয়াতি (১৩২৩), ওয়াসসাফ (১৩২৩), আমির খসরু (১৩২৫), আবুল ফিদা (১৩৩১), আন নুওয়াইরি (১৩৩২), আল মিযযি (১৩৪১) আযযাহাবি (১৩৪৮), জিয়াউদ্দিন বারানি (১৩৫৭), ইবনে খাতির (১৩৭৩), রাশিদুদ্দিন হামদানী (১৩৯৮), ইবনুল ফুরাত (১৪০৫), আল মাকরিযী (১৪৪২), ইসমাইল ইবনে আল আহমার (১৪০৬), ইবনে খালদুন (১৪০৬), ইবনে হাযার আসকালানি (১৪৪৯), শরফুদ্দিন আল ইয়াজদি (১৪৫৯), বদরুদ্দিন আইনি (১৪৫১), ইবনে তাগরিবিরদি (১৪৭০), আশিকপাশা যাদে (১৪৮১), তুরশুন বেগ (১৪৮৮ পরবর্তী), মীর খোন্দ (১৪৯৮), ইমাম সাখাবি (১৪৯৭), জালালুদ্দিন সুয়ুতি (১৫০৫), ইদরিস-ই বিতলিসি (১৫২০), ইবনে ইয়াস (১৫২২), মুজিরুদ্দিন উলাইমি (১৫২২), জহিরুদ্দিন বাবর (১৫৩০), মুহাম্মদ খাওয়ান্দা মীর (১৫৩৫), মাতরাকই নাসুহ (১৫৬৪), হুকা সাদেদ্দিন এফেন্দি (১৫৯৯), মোস্তাফা আলী (১৬০০), মোস্তাফা সেলানিকি (১৬০০), আবুল ফজল আল্লামি ইবনে মুবারক (১৬০২), আবদুল কাদির বাদায়ুনি (১৬১৫), আবুল কাশেম ফেরেশতা (১৬২০), নিযামুদ্দিন আহমদ (১৬২১), আহমদ মুহাম্মদ আল মাক্কারি (১৬৩২), ইস্কান্দার বেগ মুনশি (১৬৩২), খাতিব চেলেবি (১৬৪৭), ইবরাহিম পেচেবি (১৬৫০), মোস্তফা বিন আবদুল্লাহ হাজ্জি খলিফা (১৬৫৬), ইনায়েত উল্লাহ কামবুহ (১৬৭১) মুহাম্মদ সালেহ কামবুহ (১৬৭৫), ইভিলিয়া চেলেবি (১৬৮২ পরবর্তী), আবুল ফজল মামুরি (১৭০০), মোস্তাফা নাইমা (১৭১৬), সিলাহদার ফিন্দিকলিলি মেহমেদ আগা (১৭২৩), মুহাম্মদ আল ইফরানি (১৭৪৭), মির্জা মেহদি খান আস্তারাবাদি (১৭৬০), মুহাম্মদ আল কাদেরি (১৭৭৩), আহমেদ রেশমি এফেন্দি (১৭৮৩), খলিল আল মুরাদি (১৭৯১), গোলাম হোসাইন সলিম (১৮১৭), আবদুর রহমান আল জাবারতি (১৮২৫), আহমেদ চেভদেত পাশা (১৮৯৫), আহমদ ইবনে খালিদ আন নাসির (১৮৯৭), থেকে নিয়ে শিবলি নোমানি (১৯১৪), স্যার

১০ পৃষ্ঠায়

বিভিন্ন খবর ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশের জন্য সাপ্তাহিক সুরমা বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক প্রথম আলো, ইত্তেফাক, সমকাল, যুগান্তর, কালের কণ্ঠ, মানবজমিন, ভোরের কাগজ, নয়াদিগন্ত, জনকণ্ঠ, যায়যায়দিন ও অন্যান্য পত্রিকার প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ

দ্বিতীয় দিনের মতো শনাক্ত ৭ হাজারের উপরে

ঢাকা, ৬ এপ্রিল - দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন সাত হাজার ৭৫ জন। আগের দিন রোববার শনাক্ত হয়েছিলেন সাত হাজার ৮৭ জন। একদিনে শনাক্তের হিসেবে এটাই এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ। নতুন শনাক্ত হওয়া সাত হাজার ৭৫ জনকে নিয়ে দেশে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছয় লাখ ৪৪ হাজার ৪৩৯ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত মারা গেছেন ৫২ জন, এ পর্যন্ত সরকারি হিসেবে করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৯ হাজার ৩১৮ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন দুই হাজার ৯৩২ জন, এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন পাঁচ লাখ ৫৫ হাজার ৪১৪ জন।

গতকাল সোমবার বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা: মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় রোগী শনাক্তের হার ২৩ দশমিক ৪০ শতাংশ। আর এখন পর্যন্ত শনাক্তের হার ১৩ দশমিক ৩৯ শতাংশ। শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৮৬ দশমিক ১৮ শতাংশ। শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক ৪৫ শতাংশ।

গত ২৪ ঘণ্টায় করোনার নমুনা সংগ্রহ করা হয় ৩১ হাজার ৯৭৯টি। পরীক্ষা হয়েছে ৩০ হাজার ২৩৯টি। দেশে এখন পর্যন্ত করোনার মোট নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৪৮ লাখ ১৩ হাজার ৬২৪টি। দেশে বর্তমানে ২২৭টি পরীক্ষাগারে করোনার নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এর মধ্যে আরটি-পিসিআরের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হচ্ছে ১২০টি পরীক্ষাগারে, জিন এক্সপার্ট মেশিনের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হচ্ছে ৩৪টি পরীক্ষাগারে এবং র‍্যাপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হচ্ছে ৭৩টি পরীক্ষাগারে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে স্বাস্থ্য অধিদফতর আরো জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া ৫২ জনের মধ্যে পুরুষ ৩৪ জন, নারী ১৮ জন। এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে সাত হাজার চারজন পুরুষ এবং দুই হাজার ৩১৪ জন নারী মারা গেছেন। মৃতদের মধ্যে পুরুষের হার পুরুষ ৭৫ দশমিক ১৭ শতাংশ আর নারীর হার ২৪ দশমিক ৮৩ শতাংশ।

গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া ব্যক্তিদের বয়স বিবেচনায় দেখা গেছে, ষাটোর্ধ্ব রয়েছেন ৩২ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে আছেন ৯ জন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ছয়জন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে তিনজন, ১১-২০ বছরের মধ্যে একজন, আর ০-১০ বছরের মধ্যে মারা গেছে একজন। এদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৪০ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে সাতজন। এ ছাড়া রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগে একজন করে পাঁচজন রয়েছেন। এদের মধ্যে হাসপাতালে মারা গেছেন ৫০ জন, বাড়িতে দু'জন।

এতে আরো জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে এসেছেন ৫৯০ জন ও আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন ২৬১ জন। এ পর্যন্ত আইসোলেশনে এসেছেন এক লাখ সাত হাজার ২২৬ জন।

আইসোলেশন থেকে ছাড়পত্র নিয়েছেন ৯৪ হাজার ২৭ জন। বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন ১৩ হাজার ১৯৯ জন।

২০২০ সালের ৮ মার্চ দেশে করোনাভাইরাসের প্রথম রোগী শনাক্ত হয়। এর ১০ দিন পর ১৮ মার্চ করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

এ দিকে গত ৫ এপ্রিল বেলা আড়াইটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় করোনার ভ্যাকসিন নিয়েছেন ৪৫ হাজার ৫৩৮ জন। এ পর্যন্ত মোট ভ্যাকসিন নিয়েছেন ৫৪ লাখ ৯৮ হাজার ১৭২ জন। আর ভ্যাকসিন নেয়ার জন্য গতকাল পর্যন্ত নিবন্ধন করেছেন ৬৯ লাখ ৪০ হাজার ২০৮ জন।

সোনারগাঁওয়ে আরো ২১ জন আক্রান্ত

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪০ জনের করোনার নমুনা সংগ্রহ করে ২১ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে সোনারগাঁওয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৩৯ জন।

গত ৫ এপ্রিল, সোমবার দুপুরে সোনারগাঁও উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা: পলাশ কুমার সাহা এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, সোমবার পাওয়া তথ্য অনুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় ৪০ জনের করোনাভাইরাসের নমুনা সংগ্রহ করে ২১ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে।

বর্তমানে সোনারগাঁওয়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৯৩৯ জন, সুস্থ হয়েছেন ৮০২ জন ও মৃত্যুবরণ করেছেন ৩০ জন।

সোনারগাঁও উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. পলাশ কুমার সাহা জানান, স্বাস্থ্যবিধি ও নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করার কারণে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চট্টগ্রামে করোনায় ২ জনের মৃত্যু

চট্টগ্রাম ব্যুরো জানায়, চট্টগ্রামে করোনায় প্রতিদিন মারা যাচ্ছেন মানুষ। লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যাও। গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছেন দু'জন। এ সময় এক হাজার ৭৩৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করে করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন ৩০৭ জন। নতুন শনাক্তদের মধ্যে ২৮৩ জন নগরীর ও ২৭ জন উপজেলার বাসিন্দা। গত ৫ এপ্রিল, সোমবার সিভিল সার্জন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত রিপোর্টে এ তথ্য জানা গেছে।

সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানান, ফৌজদারহাটের বিআইটিআইডিতে নমুনা পরীক্ষায় ৪৬ জন, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ল্যাবে ৬৯ জন, কক্সবাজার মেডিক্যাল কলেজে চট্টগ্রামের দু'জন, ইমপেরিয়াল হাসপাতালে ১২০ জন, আগ্রাবাদের মা ও শিশু হাসপাতালে ২৫ জনের ও আরটিআরএলে ৪৫ জনের শরীরে করোনাভাইরাস ধরা পড়েছে।

নোয়াখালীতে করোনায় ব্যবসায়ীর মৃত্যু

নোয়াখালীর কবিরহাটে করোনায় আক্রান্ত হয়ে সাইফুদ্দিন (৬৫) নামে এক ব্যবসায়ী মৃত্যু হয়েছে।

তিনি কবিরহাট পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ডাক্তার বাড়ির সিরাজ মিয়ার ছেলে।

গত ৫ এপ্রিল, সোমবার বেলা আড়াইটার দিকে নিজ বাড়িতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

কবিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. বিদ্যুৎকুমার বিশ্বাস এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, জ্বর ও শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হয়ে গত ১ এপ্রিল কবিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এসে নমুনা দিয়ে যান ওই ব্যবসায়ী। গত রোববার রিপোর্টে তার করোনা পজিটিভ আসে।

গতকাল দুপুরে তিনি নিজ বাড়িতে হোম আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। পরে পরিবারের সদস্যরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত ডাক্তার মৃত ঘোষণা করে।

নোয়াখালী সিভিল সার্জন ডা. মাসুম ইফতেখার জানান, এনিয়ে নোয়াখালী জেলায় করোনায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৯৩ জন।

বগুড়ায় টিকা নেয়ার পরও আক্রান্ত ইউএনও

বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকায় বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পিসিআর ল্যাবের করোনা শনাক্তে নমুনা পরীক্ষার ফলাফল জানা যায়নি। রোববার বিকেলে কালবৈশাখী ঝড়ের পর হাসপাতালের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল। তবে রোববার একই হাসপাতালের জিন এক্সপার্ট মেশিনে এবং বেসরকারি টিএমএসএস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাবে ২৫টি নমুনা পরীক্ষার ফলাফলে ৫ ব্যক্তি করোনা শনাক্ত হয়েছেন। আক্রান্তের হার ২০ শতাংশ। এদিকে করোনা ভ্যাকসিন নেয়ার পরেও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আসিফ আহমেদ। একই সাথে আক্রান্ত হয়েছেন উপজেলার সহকারী প্রোগ্রামার মোস্তাফিজার রহমান। আক্রান্তরা উপজেলা ক্যাম্পাসে সরকারি বাসভবনে কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন।

শাজাহানপুর উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, উন্নয়ন মেলার শেষ দিন ২৮ মার্চ করোনা উপসর্গ দেখা দিলে ইউএনও আসিফ আহমেদ এবং সহকারী প্রোগ্রামার মোস্তাফিজার রহমান নমুনা পরীক্ষার করতে দেন। ৩০ মার্চ তাদেরকে করোনা পজিটিভ রিপোর্ট দেয়া হয়। এরপর থেকেই তারা হোম কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন। এর আগে ২২ ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন এর প্রথম ডোজ নিয়েছিলেন ইউএনও আসিফ। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষায় স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত লিফলেট ও মাস্ক বিতরণ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, নো মাস্ক নো সার্ভিস নীতি বাস্তবায়নে কাজ করছিলেন তিনি।

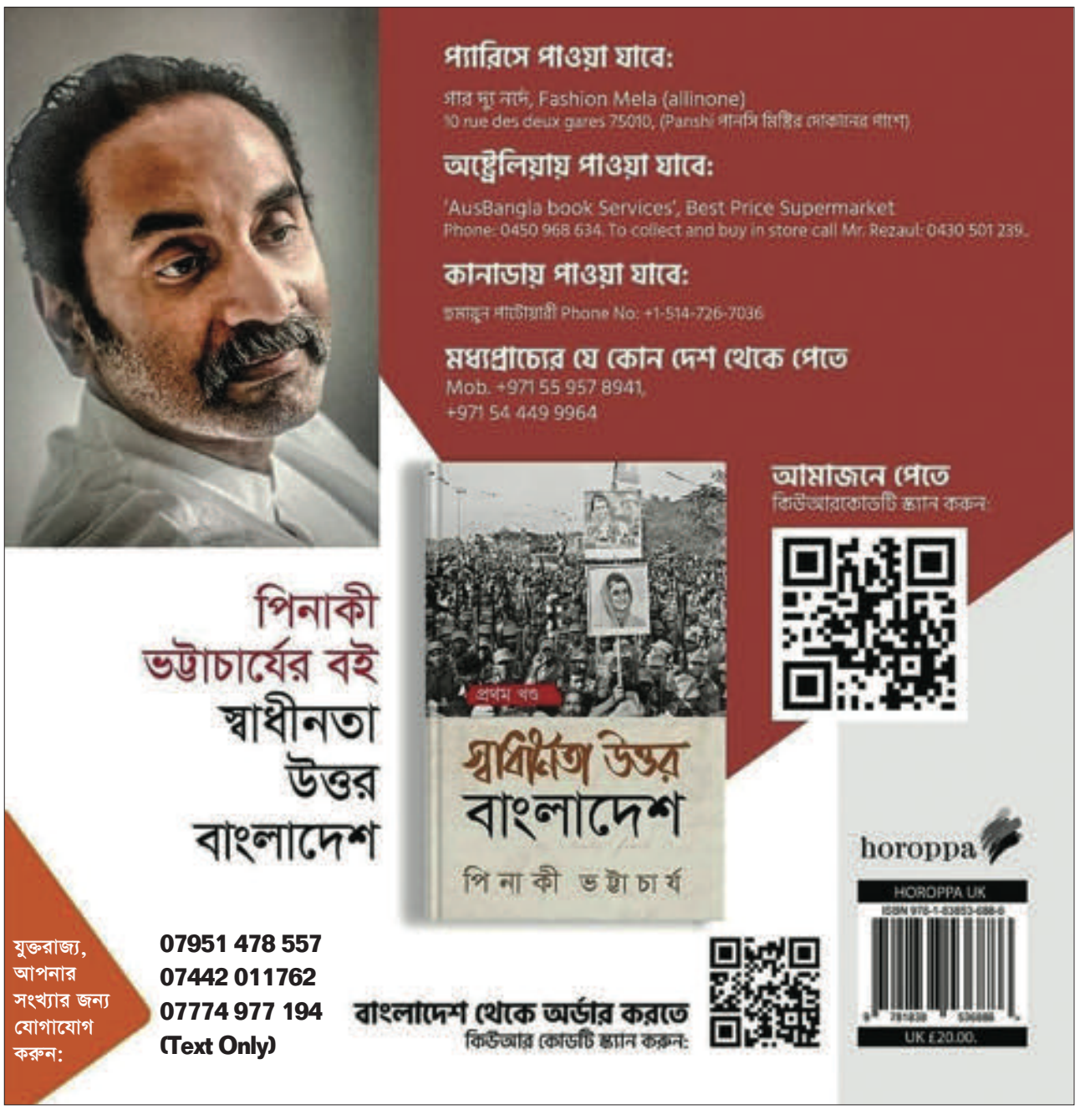

এ কান্না যেন থামার নয়

শীতলক্ষ্যায় লঞ্চডুবি: ২৯ লাশ উদ্ধার, ২টি তদন্ত কমিটি

ঢাকা, ৬ এপ্রিল - সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টা। বিআইডব্লিউটিএর উদ্ধারকারী জাহাজ 'প্রত্যয়'-এর শিকলে আটকানো ডুবে যাওয়া লঞ্চ রাবিত আল হাসান। ১৮ ঘণ্টা চেষ্টার পর নদী থেকে তুলে নিয়ে আসা হয় শীতলক্ষ্যার তীরে। এর পরের দৃশ্য হৃদয়বিদারক। এক এক করে লাশ বের করে নিয়ে আসছেন ফায়ার সার্ভিস আর কোস্টগার্ডের কর্মীরা। নদীর তীরে স্বজনদের আহাজারি। আকাশ বাতাস ভারী করা কান্না। এ কান্না যেন থামার নয়।

রোববার সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জে শীতলক্ষ্যার চর সৈয়দপুরের কয়লাঘাট এলাকায় ডুবে যাওয়া যাত্রীবাহী লঞ্চ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ২৯টি লাশ। এসব লাশের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। গতকাল ২৪টি এবং রোববার রাতে উদ্ধার করা হয় পাঁচটি লাশ।

লঞ্চ দুর্ঘটনার পর নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসনকে স্বজনদের দেয়া তালিকা অনুযায়ী নিখোঁজ ৩৩ জনের মধ্যে ইতোমধ্যে ২৯ জনের জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত দু'জন নিখোঁজ রয়েছেন। ইতোমধ্যে শনাক্তের পর কয়েকজনের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। উদ্ধার অভিযানও সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের তালিকায় নিখোঁজ ও মৃতরা :

লঞ্চডুবিতে নিখোঁজ ৩১ জনের নাম দিয়েছিলেন স্বজনেরা। এদের মধ্যে মারা গেছেন ২৯ জন। তারা হলেন– মুন্সীগঞ্জ সদরের নুড়াইতলী এলাকার মুখলেছের মেয়ে রুনা আক্তার (২৪), মোল্লাকান্দি চৌদ্দামোড়া এলাকার সমর আলী বেপারীর ছেলে সোলেমান বেপারী (৬০) ও তার স্ত্রী বেবী বেগম (৫৫), মালপাড়া এলাকার হারাধন সাহার স্ত্রী সুনিতা সাহা (৪০) এবং তার দুই ছেলে বিকাশ সাহা (২২) ও অনিক সাহা (১২), উত্তর চর মসুরা এলাকার অলিউল্লাহর স্ত্রী সখিনা (৪৫), একই এলাকার আরিফের স্ত্রী বিথি (১৮) ও তার মেয়ে আরিফা (১), মুন্সীগঞ্জ সদরের প্রীতিময় শর্মার স্ত্রী প্রতিমা শর্মা (৫০), মোল্লাকান্দি চর কিশোরগঞ্জের শামসুদ্দিন (৯০) ও তার স্ত্রী রেহেনা বেগম (৬৫), সিরাজদীখান তালতলা এলাকার মুছা শেখের ছেলে মো: জাকির (৪৫), উজিরপুরের খায়রুল হাওলাদারের ছেলে হাফিজুর রহমান (২৪) এবং তার স্ত্রী তাহমিনা (২০) ও ছেলে আব্দুল্লাহ (১), দক্ষিণ কেওয়ার দেবীন্দ্র চন্দ্র দাসের ছেলে নারায়ণ দাস (৬৫) ও তার স্ত্রী পার্বতী রানী দাস (৪৫), নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার কল্যান্দী স্কুল এলাকার সোলেমানের ছেলে সাইফুল (৪৫), একই এলাকার সোহাগের ছেলে আজমীর (১৫), মুন্সীগঞ্জ সদরের রিকাবিবাজার নূরপুর এলাকার মুশকে আলম মৃধার ছেলে শাহআলম মৃধা (৫৫), টুঙ্গীবাড়ি বেতকা এলাকার মুছা শেখের ছেলে জাকির হোসেন (৪৫), রতন পাতরের স্ত্রী মহারানী (৩৭), শনিরআখড়া এলাকার রশিদ হাওলাদারের ছেলে আনোয়ার হোসেন (৪৫), তার স্ত্রী মাকসুদা বেগম (৩০) ও মেয়ে মানসুরা (৭), মুন্সীগঞ্জ সদরের অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ ইসলামপুরের মো: নুরুল আমিনের ছেলে মো: তানভীর হোসেন হৃদয়, মালপাড়া এলাকার সিরাজের ছেলে রিজভী (২০), নয়াগাঁও পূর্বপাড়া এলাকার মিঠুনের স্ত্রী ছাউদা আক্তার লতা (১৮), মধ্যকোনডগাও এলাকার মতিউর রহমান কাজীর ছেলে ইউসুফ কাজী, মিরপুর-১১ এর বাসিন্দা সিরাজুল ইসলামের ছেলে মো: সোহাগ হাওলাদার।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে শীতলক্ষ্যা নদীর চর সৈয়দপুর এলাকার ব্রিজ সংলগ্ন স্থানে কোস্টার ট্যাংকারের ধাক্কায় অর্ধশতাধিক যাত্রী নিয়ে ডুবে যায় সাবিত আল হাসান নামে মুন্সীগঞ্জগামী লঞ্চটি। রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত পাঁচজন নারীর লাশ উদ্ধার করেন ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকারীরা। রাতেই ঘটনাস্থলে উদ্ধারকারী জাহাজ প্রত্যয় পৌঁছলেও বৈরী আবহাওয়ার কারণে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছিল। গতকাল সকাল থেকে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করে প্রত্যয়। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে লঞ্চটি উদ্ধার করে তীরে নিয়ে আসা হয়। এরপর একে একে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে লাশ। সে সময় স্বজনদের আহাজারিতে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সহকারী পরিচালক (ঢাকা) সালাহউদ্দিন জানান, আমরা খবর পাওয়ার সাথে সাথে ঘটনাস্থলে এলেও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে শুরুতে উদ্ধার তৎপরতা ব্যাহত হয়। রোববার রাত থেকেই আমাদের তিনটি ডুবুরি ইউনিট কাজ শুরু করে।

রোববার উদ্ধার হওয়া পাঁচজনের মধ্যে চারজনের লাশ রাতেই স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বাকি একটি লাশ অজ্ঞাতনামা হিসেবে রয়েছে নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের (ভিক্টোরিয়া) মর্গে। রোববার রাত ২টায় লাশ তীরে আনার পর স্বজনরা শনাক্ত করলে তাদের কাছে হস্তান্তর করে উপজেলা প্রশাসন। যাদের লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে, তারা হলেন– মুন্সীগঞ্জ সদরের উত্তর চরমসুরা এলাকার অলিউল্লাহর স্ত্রী সখিনা বেগম (৪৫), একই এলাকার প্রীতিময় শর্মার স্ত্রী প্রতিমা শর্মা (৫০), মালপাড়া এলাকার হারাধন সাহার স্ত্রী সুনিতা সাহা (৪০) ও সদরের নয়াগাঁও পূর্বপাড়া এলাকার মিথুন মিয়ার স্ত্রী সাউদা আক্তার লতা (১৮)। এ ছাড়া অন্যদের লাশ গতকাল বিকেল পর্যন্ত হস্তান্তর চলে।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর নির্মাণাধীন তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতুর ১৬ নম্বর পিলারের নিরাপত্তাকর্মী মোহাম্মদ হালিম বলেন, এসকেএল-৩ (এম ০১২৬৪৩) নামের একটি কোস্টার জাহাজ পেছন থেকে লঞ্চটিকে ধাক্কা দিয়ে অন্তত ২০০ মিটার টেনে নিয়ে যায়। এরপর লঞ্চটি যাত্রীসহ ডুবে যায়। লঞ্চটিকে ধাক্কা দিয়ে কোস্টার জাহাজটি দ্রুত পালিয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শী লঞ্চের যাত্রী আবুল কালাম জানান, সন্ধ্যা ৬টার দিকে যাত্রী নিয়ে নারায়ণগঞ্জ লঞ্চ টার্মিনাল থেকে এমএল রাবিত আল হাসান নামে লঞ্চটি মুন্সীগঞ্জের উদ্দেশে রওনা হয়। প্রায় ১৫ মিনিট পর লঞ্চটি বন্দর থানার মদনগঞ্জে নির্মাণাধীন শীতলক্ষ্যা সেতু-৩-এর কাছে পৌঁছালে পেছন থেকে একটি বালুবাহী জাহাজ লঞ্চটিকে ধাক্কা দেয়। সাথে সাথে লঞ্চটি নদীতে ডুবে যায়। দুর্ঘটনার পরপরই জাহাজটি দ্রুতগতিতে পালিয়ে যায়। লঞ্চটি নিমজ্জিত হলে ১৫-২০ জন যাত্রী সাঁতরে তীরে উঠতে সক্ষম হলেও ভেতরে থাকা যাত্রীদের ভাগ্যে কী ঘটেছে তা বলা যাচ্ছে না।

২টি তদন্ত কমিটি :

লঞ্চডুবির ঘটনায় রাতেই দু'টি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। রোববার রাতে নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক মোস্তাইন বিল্লাহর নির্দেশে সাত সদস্যবিশিষ্ট এবং বিআইডব্লিউটিএর চেয়ারম্যান কমোডর গোলাম সাদেকের নির্দেশে চার সদস্যবিশিষ্ট আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাহিদা বারিক জানান, নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের নির্দেশে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) খাদিজা তাহেরা ববিকে প্রধান করে সাত সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া মানবিক সহায়তার অংশ হিসেবে নিহতদের দাফন কাফন ও সৎকারে জনপ্রতি ২৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বিআইডব্লিউটিএ নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরের উপপরিচালক মোবারক হোসেন জানান, বিআইডব্লিউটিএ চেয়ারম্যানের নির্দেশে চার সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত কমিটির প্রধান করা হয়েছে বিআইডব্লিউটিএর পরিচালক (নৌনিরাপত্তা) রফিকুল ইসলামকে।

নতুন আঙ্গীক ও ভিন্ন মাত্রায়

গ্রাম GRAAM বাংলা BANGLA
HOMESTYLE DESHI DINING

সভ্যতার মূলকাঠামো থেকে ওঠে আসা গ্রামীন জীবন। গ্রামীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান অনুষঙ্গ খাবার সভ্যতা। গ্রাম বাংলা আবারও নতুন মাত্রায় নিয়ে এসেছে তার ঐতিহ্যবাহী খাবার। নতুন অঙ্গসজ্জায়, ভিন্ন সাজের এক অনন্য প্রসরা ব্রিকলেইনের গ্রাম বাংলা রেষ্টুরেন্ট। এ কি কেবলই রেষ্টুরেন্ট? না, গ্রাম বাংলা আপনাকে দিচ্ছে ঘরের পরিবেশ। বাইরে বসে পাবেন নিজের পারিবারিক রান্নার ছোঁয়া যা গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য।
বন্ধু-বান্ধব নিয়ে কিংবা একাকি সময় কাটানো ও গল্পের ফাঁকে ঝাঁল-মিষ্টি অথবা মূলখাবারের নতুন নতুন ডিস আপনার এক পেশে জীবনকে করে তুলবে প্রাণবন্ত।
গ্রাম বাংলায় আসুন, জীবনকে ভিন্নমাত্রায় উপভোগ করুন।

GRAAM BANGLA, 68 BRICKLANE, LONDON E1 6RL

পাত্রী চাই
Bride Wanted

Looking for a Islamic, educated Bride

About Groom:
Living since 2006
College graduated
Age: 28, Height, 5.8"

Working in London with Charity Organisation

Origin: Bangladeshi

Contact:
07985 441 770
fuad_ahmeed@hotmail.co.uk

BANGLATOWN CASH & CARRY

Supplying all your catering needs with quality and better price

Brick Lane Branch: **67-77 Hanbury Street, London E1 5NP**
Barking Branch: **21 Thames Rd, Barking IG11 0HN**
Tel: 020 7377 1770 Fax: 020 7247 1545 || www.banglatown-uk.com

আহলান সাহলান
মাহে রমজান

RAMADAN
◆ KAREEM ◆

Fasting Intention / রোজার নিয়ত

وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

ওয়া বিছাওমি গাদিন নাওয়াইতু
মিন শাহরি রামাদ্বান

I intend to fast tomorrow for the month of Ramadan

হে আল্লাহ, আমি আগামীকাল রামাদ্বান শরীফের ফরয রোজা রাখার নিয়ত করলাম।

Dua for Iftar / ইফতারের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنّى لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ
تَوَكَّلْتُ وَ عَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

আল্লা-হুম্মা ইন্নী লাকা ছুমতু ওয়াবিকা আ-মানতু ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া আলা- রিযক্বিকা আফতোয়ারতু

O Allah, I fasted for You and I believe in You and I put my trust in You and I break my fast with Your sustenance

হে আল্লাহ, আমি তোমার আদেশে রোযা রেখেছি এবং তোমার উপরে ঈমান এনেছি ও তোমার উপরে ভরসা করেছি। আর তোমার দেয়া রিযিক দ্বারা ইফতার করেছি।

Please note: For the safety of Ramadan Sehri should end 5 minutes before beginning of fajr.

ZAKATUL FITRA £5

Please pay your Fitra before Eid Jamat.
You can pay your Fitra to our Fitra Fund.

BANGLATOWN CASH & CARRY

RAMADAN TIMETABLE 2014 CE / 1435 AH
Sehri & Iftar Time for London

Ramadan		Apr / May	Sehri Ends	Fajr Jama'ah	Zuhr Jama'ah	Asr Jama'ah	Iftar	Maghrib Jama'ah	'Isha Jama'ah
(29)	Sun	April 11	04:38	04:48	1:30	6:00	7:54	8:09	10:00
(30)	Mon	12	04:36	04:46	1:30	6:00	7:56	8:11	10:00
1	Tue	13	04:34	04:44	1:30	6:15	7:57	8:12	10:00
2	Wed	14	04:32	04:42	1:30	6:15	7:59	8:14	10:00
3	Thu	15	04:30	04:40	1:30	6:15	8:01	8:16	10:00
4	Fri	16	04:27	04:37	1:30	6:15	8:02	8:17	10:00
5	Sat	17	04:25	04:35	1:30	6:15	8:04	8:19	10:00
6	Sun	18	04:22	04:32	1:30	6:15	8:06	8:21	10:00
7	Mon	19	04:20	04:30	1:30	6:15	8:07	8:22	10:00
8	Tue	20	04:18	04:28	1:30	6:15	8:09	8:24	10:00
9	Wed	21	04:15	04:25	1:30	6:15	8:11	8:26	10:00
10	**Thu**	**22**	04:13	04:23	1:30	6:15	8:12	8:27	10:00
11	Fri	23	04:11	04:21	1:45	6:30	8:14	8:29	10:00
12	Sat	24	04:08	04:18	1:30	6:30	8:16	8:31	10:00
13	Sun	25	04:06	04:16	1:30	6:30	8:17	8:32	10:00
14	Mon	26	04:04	04:14	1:30	6:30	8:19	8:34	10:00
15	Tue	27	04:01	04:11	1:30	6:30	8:21	8:36	10:00
16	Wed	28	03:59	04:09	1:30	6:30	8:22	8:37	10:15
17	Thu	29	03:57	04:07	1:30	6:30	8:24	8:39	10:15
18	Fri	30	03.54	04:04	1:45	6:30	8:25	8:40	10:15
19	Sat	May 1	03:51	04:01	1:30	6:30	8:27	8:42	10:15
20	**Sun**	**2**	03:49	03:59	1:30	6:30	8:29	8:44	10:15
21	Mon	3	03:46	03:56	1:30	6:30	8:30	8:45	10:15
22	Tue	4	03:45	03:55	1:30	6:30	8:32	8:47	10:15
23	Wed	5	03:42	03:52	1:30	6:30	8:34	8:49	10:15
24	Thu	6	03:40	03:50	1:30	6:30	8:35	8:50	10:15
25	Fri	7	03:37	03:47	1:45	6:30	8:37	8:52	10:15
26	Sat	8	03:36	03:46	1:30	6:30	8:38	8:53	10:15
27	Sun	9	03:33	03:43	1:30	6:30	8:40	8:55	10:15
28	Mon	10	03:31	03:41	1:30	6:30	8:42	8:57	10:15
29	Tue	11	03:29	03:39	1:30	6:30	8:43	8:58	10:15
30	**Wed**	**12**	03:27	03:37	1:30	6:30	8:45	9:00	10:15
(1)	Thu	13	03:25	03:35	1:30	6:45	8:46	9:01	10:15

*Beginning and ending of Ramadan are subject to the sighting of the Moon.
This Timetable is based on East London Mosque Ramadan times table.

মুসলিমদের ইতিহাস

(৬ পৃষ্ঠার পর)

সৈয়দ আমির আলী (১৯২৮), আল্লামা সোলায়মান নদবি (১৯৫৩), মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ মিয়া (১৯৭৫), মেহের আবদুল হক (১৯৯৫), সৈয়দ শামসুল্লাহ কাদরি (১৯৫৩), রহমত ফরুখাবাদি (১৯৯৩), খালিক আহমদ নেযামি (১৯৯৭), বাহিত ইতিহাসবিদদের যে ধারা, তা এখন জারাফুল ইসলাম ইসলাহি, ইরফান হাবিব, এহসানুল করিম, মোবারক আলী, ইসমাইল রেহান, আলী আল সাল্লাবি, রাগিব সারজানি, গোলাম আহমদ মোর্তজাসহ বিপুলসংখ্যক সৃষ্টিশীল হাতের বিচিত্র বুননে ঋদ্ধ ও গতিমান।

বাংলাদেশে মুসলিমদের ইতিহাসচর্চার ধারা কম গতিমান নয়। তেমন পেছনে না গেলেও আমরা দেখি, ক'দিন আগেই এখানে ইতিহাসচর্চা করেছেন মোহাম্মদ আবদুর রহিম (১৯৮১), আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ (১৯৮৪), কে আলী (১৯৯৯), এম আকবর আলী (২০০১), মুহাম্মদ ইসহাক (২০০৫), আবদুল করিম (২০০৭), মোহাম্মদ মোহর আলী (২০০৭), আহমদ হাসান দানি (২০০৯), ড. আশকার ইবনে শাইখ (২০০৯), আবদুল মান্নান তালিব (২০১১), এ এফ সালাহুদ্দিন আহমদ (২০১৪), মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (২০১৪), এ বি এম হোসেন (২০২০), এ কে এম মোহসিন (২০২১)।

এসব ঐতিহাসিকের বাইরে রয়ে গেছে গুরুত্ববাহী বহু নাম। যাদের গ্রন্থাবলি কালোত্তর বিভার অধিকারী। কিছু ইতিহাসলেখক এখনো কাজ করছেন আমাদের মধ্যে দায়িত্ব ও ব্যাকুলতাসহ। সেসব নামও গুরুত্ববহ।

এই বিপুল, বিস্তর লেখকদের কলম বিচিত্র রচনারাজির যে সঞ্চয় তৈরি করেছে, এ নিয়ে হতে পারে বহুমাত্রিক গবেষণা। এর নানা দিক ও দিগন্তকে পর্যালোচনার আলোতে এনে আজকের পাথেয় নির্দেশ একান্ত প্রয়োজন। এ প্রয়োজন পূরণে তরুণ মেধা ও প্রত্যয়গুলোর এগিয়ে আসা এমন এক কর্তব্য, যা সম্পাদিত হওয়ার সাথে যুক্ত আছে মুসলিমদের অতীতের সাথে বর্তমানের সংলাপের সিলসিলা। এই সিলসিলা দেখিয়ে দেয়, আমরা কোথায় আছি, কোথায় থাকা উচিত ছিল? এর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে সময়ের সঙ্কটপাঠের এমন চক্ষু, যা কেবল ঘটমান চক্রকে দেখে না, এর আড়ালের স্বরূপকেও প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়। এতে তৈরি হয় সামাজিক চিন্তার ব্যক্তিত্ব। যার শেকড় থাকে অতীতের গহিনে, আত্মপরিচয়ের জমিতে সে বিস্তার করে ডালপালা। এবং ক্রমে ক্রমে সেগুলো জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক হিসেবে আকাশের দিকে মাথা উত্তোলন করে।

এই অবনমনের শতাব্দীগুলোতে মাথা উত্তোলনের প্রয়াস মুসলিম দুনিয়ায় কম হচ্ছে না। কিন্তু ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে বার্তা নিয়ে জাতীয় চোখ দিয়ে কালের মর্মপাঠে ভুল করলে অতীতের হাতে যেমন মার খেতে হয়, তেমনি মার খেতে হয় বর্তমান ও ভবিষ্যতের হাতেও!

স্বাধীনতার 'মাঠজরিপ'

(১৫ পৃষ্ঠার পর)

দিনমজুর মনে হয়েছিল। লোকটি আমার কাছে এসে অফিসে কেউ আছে কি না জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, অফিসের বড় কর্তাসহ মিটিং করছেন।

বিকেল ৪টার আগে তাদের দেখা পাওয়া যাবে না। শুনে লোকটির কপালে ভাঁজ পড়ল। তাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, ৩০ কিলোমিটার পথ তিনি সাইকেল চালিয়ে এসেছেন এবং আজকেই তার প্রথম আসা নয়; এর আগে আরো পাঁচ-ছয় দিন এ অফিস ঘুরেছেন। আমরা কথা বলছি বেলা আড়াইটার সময়। ভাবলাম, লোকটি কাজের খোঁজখবর করে যখন বাড়ি পৌঁছাবেন, তখন নিশ্চয় রাত সাড়ে সাত-আটটা বাজবে। এমন বৃদ্ধ মানুষের জন্য এসব অফিসের কাজ করানো বাংলাদেশে সহজ নয়।

জানা গেল, তিনি মাধ্যমিক স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও একজন মুক্তিযোদ্ধা। তার নাকি আত্মসম্মানে বাধে মুক্তিযোদ্ধার পরিচয় দিতে। বললাম, কেন? তিনি বললেন, সরকারি দফতরে সেবার মান দেখছেন না? হত্যা, খুন, ধর্ষণ, লুটপাট আর পরিবারতন্ত্রের জন্য কি দেশ স্বাধীন করেছিলাম? অস্ত্র জমা দিয়েছি, কিন্তু প্রশিক্ষণ তো আর জমা দেইনি। বয়স থাকলে আরেকবার অস্ত্র হাতে নিতাম। দেখলাম, কথা বলতে বলতে মানুষটি ক্রোধে লাল হয়ে উঠলেন। ক্ষোভে কষ্টে তার ঠোঁট থর থর করে কেঁপে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি ইতিহাসের প্রসঙ্গ টেনে বললেন, ১৭৫৭ সালে আমরা ইংরেজদের কাছে স্বাধীনতা হারিয়েছিলাম; একবার সাতচল্লিশে এসে সে স্বাধীনতা; পুনরুদ্ধার হলো একাত্তরে আমরা আমাদের স্বাধীনতা ফিরে কতটা বাস্তবে পেয়েছি? ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাকে আমাদের হারাতে হয়েছে। আমি অবাক হলাম তার মূল্যায়ন দেখে। বললাম, আপনি না একজন মুক্তিযোদ্ধা? তবুও এভাবে বলতে পারলেন? তিনি বললেন, এ জন্য আমরা মুক্তিযুদ্ধ করিনি।

পাল্টে গেছে গ্রামীণ

(১৭ পৃষ্ঠার পর)

প্রযুক্তির বদৌলতে অন্যের জৌলুশপূর্ণ যাপিত জীবন দেখে আত্মগ্লানিতে ভোগার এই বোধ ভোঁতা। ইন্টারনেট, ডিশ, স্মার্টফোনের মাধ্যমে যে আড়ম্বরপূর্ণ জীবন দেখে ধাঁধায় পড়েছে তারা, তার অভিঘাতে অবধারিতভাবে নিজেকে বঞ্চিত ভাবাই স্বাভাবিক। না পাওয়ার যাতনায় মনে জন্ম নিয়েছে অন্যের প্রতি ঈর্ষা ও ঘৃণা। ফলে জ্যামিতিক হারে বেড়েছে সামাজিক অস্থিরতা। সেই বিষবাষ্পে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে সম্পর্কের বাঁধন। প্রতিক্রিয়ায় গ্রামীণ নিস্তরঙ্গ জীবনকে গ্রাস করছে হিংসার সংস্কৃতি। ফলে জীবনের অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে হাঙ্গামা। এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার জনক প্রযুক্তি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রযুক্তি এখানে অভিশাপ হয়ে হাজির। এ থেকে মুক্তি সুদূরপরাহত।

মূলত গ্রামের মানুষ বৈষয়িক যোগ্যতা অর্জন না করেও ভোগী জীবনের প্রত্যাশী। সেই কাঙ্ক্ষিত ভোগের উপাদান আয়ত্তে আনতে অন্যকে ঠকিয়ে যেনতেনভাবে হাতিয়ে নিতে চায় অর্থ। নীতিনৈতিকতা সেখানে অবান্তর। যেন ফালতু বিষয়। অবশিষ্ট থাকে শুধু আকাঙ্ক্ষা পূরণের তীব্র বাসনা। অবশ্য এই উপসর্গ গ্রামে অনুপ্রবেশ করেছে লুটেরা অর্থনীতির হাত ধরে। এর জন্য বর্তমান দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতিই দায়ী। রাজনীতির করাল গ্রাসে গ্রামীণ জীবনও বহুধাবিভক্ত। কায়েমি স্বার্থ ঠাণ্ডা মাথায় নিজেদের স্বার্থ টিকানোর পাকাপোক্ত ব্যবস্থায় মত্ত। এতে অবশ্য, গোষ্ঠী স্বার্থ শতভাগ সংরক্ষণ করতে পারছে শাসক শ্রেণী। যাতে সারা দেশে লুটেরা অর্থনীতির সুবিধা ষোলোআনা ঝোলায় তোলা যায়। ভোগে কোনো টান না পড়ে। ফলে গ্রামেও তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক টাউট-বাটপাড় শ্রেণী। গ্রামীণ জনপদে বিষবাষ্প ছড়াতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। যেহেতু বাংলাদেশ এখনো আক্ষরিক অর্থেই একটি বৃহদায়তন গ্রাম; সেহেতু গ্রামীণ মানুষের চৈতন্যের পরিবর্তন সামগ্রিক অর্থে বাংলাদেশের পরিবর্তন। এই পরিবর্তন ইতিবাচক হলে সাদরে গ্রহণ করতে কোনো দোষ নেই। সঙ্কোচেরও কিছু নেই। কিন্তু পরিবর্তনটা মোটা দাগে নেতিবাচক। ফলে এটি জনমানসের বিকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। এতে করে আগে যেখানে জমিজমা নিয়ে গ্রামে রক্তারক্তি, হাঙ্গামার ঘটনা ঘটত। চর দখলে লাঠিয়াল বাহিনীর প্রয়োজন পড়ত। এখন তা নেই। কিন্তু রাজনৈতিক লাঠিয়ালদের দাপটে সবার ত্রাহি অবস্থা। অন্যকে দেখানোর প্রবণতা গ্রামীণ জীবনে মহামারী হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে করে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা কালবৈশাখীর গতি পেয়েছে। বিপজ্জনক এ প্রবণতা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ; ঐতিহ্যগত সাদামাটা জীবনে ফেরা। সেই পথে চলার শক্তি জোগাবে শুধু জ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রটির সাধারণীকরণ। সবাই যাতে জ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ হয় এমন আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। কাজটি সহজ নয়।

করোনা আমাদের

(২০ পৃষ্ঠার পর)

আল্লাহ পাক প্রতিটি দেশের নাগরিকের স্বাস্থ্য উপযোগী ফলমূল সে দেশে উৎপাদনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমাদের দেশে সর্বত্র আম, কাঁঠাল, আনারস, কলা, পেঁপে, তরমুজ, বরই, বেল, পেয়ারা, বাতাবিলেবু, লটকন প্রভৃতি ব্যাপক উৎপন্ন হয়। এসব পণ্য দেশের সম্পূর্ণ চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রফতানি হয়। আমাদের দেশের কৃষকরা কমলা, মাল্টা, আপেল, আঙ্গুর, ড্রাগন ফল, সৌদি খেজুর প্রভৃতি উৎপাদনে সফলতা পেলেও এ পণ্যগুলোর চাহিদার বড় অংশ আমদানির মাধ্যমে মেটানো হয়। এখন আমাদের নীতিনির্ধারকদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা এ পণ্যগুলো আমদানির মাধ্যমে অবশিষ্ট চাহিদা পূরণ করব নাকি দেশজ ফলের ভোগের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে এগুলোর ভোগ সীমিত করব যাতে আমদানি নির্ভরশীলতায় হ্রাস ঘটে অথবা ছেদ পড়ে।

যে সেতুর ওপর নৌযান চলে

প্রকৃতিতে ছড়িয়ে রয়েছে মানুষের জন্য অপার বিস্ময়। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষের নির্মাণও আমাদের কম বিস্মিত করে না। তেমনই একটি সেতু 'ম্যাগডেবারগ ওয়াটার ব্রিজ'। আমরা জানি, সেতু তৈরি হয় মানুষ অথবা যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে। কিন্তু ম্যাগডেবারগ ওয়াটার ব্রিজের বিষয়টি একেবারেই ভিন্ন। এই ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছিল নৌযান চলাচলের জন্য। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, যে নদীর ওপর এই ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছিল তার ওপর আড়াআড়ি বয়ে গেছে আরেকটি নদী!

জার্মানির রাজধানী বার্লিন হতে ১০০ মাইল পশ্চিমে ম্যাগডেবারগ শহরের অবস্থান। এই শহরের কোল ঘেঁষে বয়ে চলেছে স্বচ্ছ জলধারার মিডেল অ্যান্ড নদী। এই নদীর ওপর সেতুটি তৈরির মূল উদ্দেশ্য বার্লিনের সাথে রিনল্যান্ডের যোগাযোগ সহজ করা। এবং সে উদ্দেশ্যেই সেতুটি নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয় ১৮৭০ সালে। তবে পরিকল্পনা হলেও আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবে তখন সেতুটি নির্মাণ করা যায়নি। এরপর ১৯৩০ সালের দিকে আবার সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বন্ধ হয়ে যায় কাজ। এরপর ১৯৯৭ সালে তৃতীয়বারের মতো সেতুর কাজ পুনরায় শুরু হয়। এবং সব বাধা পেরিয়ে কাজ শেষ হয় ২০০৩ সালে। সেতুটির দৈর্ঘ্য ৯১৮ মিটার, উচ্চতা ৬৯০ মিটার। এটি মোটেই কোনো সাধারণ সেতু নয়। এর উপর দিয়ে পানি প্রবাহের জন্য একটি কৃত্রিম খাল রয়েছে। খালের দৈর্ঘ্য ৩৪ মিটার এবং গভীরতা ও ৪.২৫ মিটার। এর নির্মাণযজ্ঞও বিশাল। বলা হয়ে থাকে, সেতু তৈরিতে প্রায় ২৪ হাজার মেট্রিক টন স্টিল এবং ৬৮ হাজার ঘনমিটার কংক্রিট ব্যবহার করা হয়েছিল। খরচ পড়েছে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ইউরো। সেতুটি মূলত এলবি এবং মিডেল অ্যান্ড নামক দু'টি নদীকে সংযুক্ত করেছে। এটি রিনল্যান্ড ও বার্লিনের মধ্যে পণ্যবাহী জাহাজ চলাচল করার অন্যতম মাধ্যম। অর্থাৎ এই সেতু দিয়ে ভারী কোনো যানবাহন নয়, চলাচল করে বাণিজ্যিক জাহাজ, স্টিমার, লঞ্চ ইত্যাদি। 'ওয়াটার ব্রিজ' মূলত যেসব নৌপথে বিভিন্ন মালামাল পরিবহন করা হয় সেগুলোকে বলে। সেদিক দিয়ে ম্যাগডেবারগ ওয়াটার ব্রিজ কিছুটা ভিন্ন। কারণ এর নিচ দিয়ে বয়ে গেছে আরেকটি নদী। তবে গুরুত্বপূর্ণ এই সেতু শুধু বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে না, ভূমিকা রাখছে পর্যটন খাতেও। দেশী-বিদেশী পর্যটক এই সেতু দেখতে ভিড় জমান এবং বিষয়টি উপভোগ করেন। অজান্তেই তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে বিস্ময়বোধক শব্দ ওয়াও! ইন্টারনেট।

সড়কপথে নৌকা!

সড়কপথে নৌকা! এমনই ঘটনা ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার প্যানহ্যান্ডলে ওকালোসা কাউন্টিতে। স্থানীয় হাইওয়ে টহলদারি দলের সদস্য লেফটেন্যান্ট জেসন কিং জানান, হাইওয়ে ধরে যাচ্ছিল একটি পিকআপ ট্রাক। পিকআপটিতে ছিল গোলাপি রঙের ৩৮ ফুট দৈর্ঘ্যর একটি নৌকা। বিপত্তি বাধে একটি ওভারপাস পার হতে গিয়ে। তুলনামূলক নিচু ওভারপাসটিতে সজোরে ধাক্কা খায় পিকআপে থাকা নৌকাটি। ধাক্কা খেয়ে নৌকাটি হাইওয়ের মাঝে আড়াআড়িভাবে ছিটকে পড়ে। আর পিকআপটি সড়কের পাশে জমিতে গিয়ে থামে।

এর ফলে ব্যস্ত সড়কে প্রায় ৩ ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে। তীব্র যানজটে আটকে পড়ে গাড়ি। এরপর নৌকাটি রাস্তা থেকে সরানো হয়। ইন্টারনেট।

হতাশ হয়ে ৫০ ফুট গাছে স্বামী

বউ বাবার বাড়িতে গেছে, আর স্বামী তাই বেশ আনন্দের সঙ্গে যা খুশি তাই করছে, এমন নানান মজাদার মিম ভিডিও বা ছোট কৌতুক মেসেজ ইন্টারনেটে প্রায়ই ঘুরতে দেখা যায়। কিন্তু বউ বাবার বাড়ি চলে গেছে বলে ৫০ ফুট উঁচু গাছে স্বামী উঠে বসেছেন! এমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন ভারতের রাজস্থানের এক যুবক। জানা গেছে, তার বউ বাবার বাড়িতে গিয়ে গত ২ বছর ধরে সেখানেই থাকছিল। এরপর ক্ষোভে ও হতাশায় যুবক উঠে পড়লেন একটি গাছের ৫০ ফুট উঁচুতে। তার গাছে ওঠার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গাছের নিচে প্রচুর মানুষ ভিড় জমান। খবর দেয়া হয় পুলিশেও। পুলিশ এলে তাকে বুঝিয়ে নিচে নামানো হয়। এরপর ওই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। গত মঙ্গলবার রাজস্থানের ধোলপুর জেলার ভাদোরিয়া পাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তার অশ্বত্থ গাছে ওঠার খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়তেই ছোট্ট গ্রামে একেবারে আলোড়ন পড়ে যায়। কেউ তাকে বুঝিয়ে নামানোর চেষ্টা করে, কেউ আবার সহানুভূতিপূর্ণ কথাও বলেন। পরে খবর দেয়া হয় পুলিশকে।

পুলিশ এলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়ার কাজ শুরু হয়। একদল লোক ওই যুবককে বোঝানোর চেষ্টা করতে থাকে। অন্য দিকে প্রশাসনের অপর টিম সিঁড়িসহ ক্রেন নিয়ে আসে। এ ছাড়া যেকোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে না ঘটে সে জন্য গাছের চারদিকে গদিও পেতে দেয়া হয়। যদিও সবশেষে অনেক বোঝানোর পরে নিচে নেমে আসেন ওই যুবক।

জানা গেছে, ওই যুবকের নাম লোররাম ভদোরিয়া। তার স্ত্রীর নাম সংগীতা বালা। সে গত দুই বছর ধরে তার বাপের বাড়িতেই থাকছে। আর এই ব্যাপারেই কোনো উপায় না পেয়ে এই কাণ্ড ঘটান ওই যুবক। যুবকের দাবি, তার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা তার স্ত্রীকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে এখন আর আসতে দিচ্ছে না। সে এই ব্যাপারে আগে পুলিশের দ্বারস্থও হয়েছিল বলে খবর। কিন্তু কোনো আশাই তিনি পাননি। ফিরে আসেনি তার বউ। আর তাই ক্ষোভে ও হতাশায় শেষমেশ ৫০ ফুট উঁচু গাছে চড়লেন ওই যুবক। ইন্টারনেট।

চুল-দাড়ি কাটায়

চুল-দাড়ি কেটে ফেলার কারণে চাকরি চলে গেছে বলে অভিযোগ করলেন এক উবার চালক। দীর্ঘ এক মাসেরও বেশি সময় ধরে তিনি কর্মহীন হয়ে পড়েছেন বলে দাবি তার। ভারতের হায়দরাবাদের বাসিন্দা শ্রীকান্ত নামে ওই ব্যক্তি দীর্ঘ দিন ধরে অ্যাপ ক্যাব সংস্থার সাথে যুক্ত। ২০১৯ সাল থেকে উবারের হয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ইতোমধ্যে ১৪২৮টি ট্রিপও সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন। তাকে দেয়া যাত্রীদের রেটিংও অনেক ভালো। তবে সম্প্রতি তিরুপতি গিয়ে নিজের চুল-দাড়ি কেটে ফেলেন তিনি। এর ফলে তার চেহারা বদলে যায়। এরপরই শুরু হয় বিপত্তি।

পরবর্তী সময়ে নিজের উবার অ্যাকাউন্টে লগ ইন করার সময় ব্যর্থ হন তিনি। কারণ অ্যাকাউন্টটি ফেসিয়াল রিকগনিশনের মাধ্যমে খোলে। আর চুল-দাড়ি কেটে ফেলায় শ্রীকান্তকে চিনতেই পারেনি অ্যাপটি। এরপর চারবার চেষ্টা করেও সফল হননি ওই উবার চালক। শেষ পর্যন্ত তাকে বাদ দেয়া হয়। এরপর উবারের অফিসে গিয়েও বিষয়টির সুরাহা করতে পারেননি শ্রীকান্ত। তিনি জানান, এই কারণেই গত এক মাস ধরে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন তিনি। তবে উবার ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, লগ ইন করতে না পেরে শ্রীকান্ত উবার পার্টনার সেবা কেন্দ্রে গিয়েছিলেন। তবে যেহেতু তিনি সংস্থার নিয়মকানুন লঙ্ঘন করেছেন, তাই উবার অ্যাপ থেকে তাকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। নিরাপত্তার কারণেই এ কাজ করা হয়েছে। ইন্টারনেট।

দৃষ্টিহীনকে ফেরানোয়

তার দৃষ্টিশক্তি নেই। শুধু এ কারণেই লিসা আর্ভিং নামে ওই মহিলাকে গাড়িতে তুলতে অস্বীকার করেন ক্যাব চালকরা। 'ক্যান্সেল' করে দেয়া হয় তার 'রাইড'। ঘটনাটি একবারের নয়, বার ১৪ একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় লিসাকে। এবার যার মাশুল হিসেবে ওই অ্যাপ ক্যাব সংস্থাটিকে বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে সান ফ্রান্সিসকোর এক বিচারক। বাংলাদেশী মুদ্রায় যে অঙ্কটি প্রায় ১৫ লাখ টাকা। ২০১৮ সালে অ্যাপ ক্যাব সংস্থাটির বিরুদ্ধে আইনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সান ফ্রান্সিসকো বে অঞ্চলের বাসিন্দা লিসা। সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন তিনি। চলাফেরা করতে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত কুকুর বার্নির উপরেই পুরোপুরি নির্ভরশীল। আর এ পরিস্থিতিরই সুযোগ নেন একাধিক ক্যাব চালক। লিসার অভিযোগ, কখনো বার্নিকে গাড়িতে তুলতে আপত্তি জানায় চালকরা। কখনো আবার তাকে তুলতেই মানা করে দেন। এমনকি একাধিকবার গালাগালিও শুনতে হয়েছে তাকে। এ পরিস্থিতির জেরে অনেক বারই কাজের জায়গায় পৌঁছাতে দেরি হয়েছে তার। এর ফলে কাজটিও হারাতে হয়েছে তাকে, দাবি লিসার। সংস্থাটি অবশ্য এক বিবৃতিতে জানায়, 'উবারের প্রযুক্তি ব্যবহারে দৃষ্টিহীনদের রাইড খুঁজে পাওয়া এবং তা বুক করা সহজ তার জন্য আমরা গর্বিত। চালকরা যাতে এই যাত্রীদের ফিরিয়ে না দেন তার জন্য আমরা প্রতিনিয়ত তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। তা সত্ত্বেও যদি এ ধরনের অভিযোগ ওঠে, তা হলে তা খতিয়ে দেখার বিশেষ দল রয়েছে আমাদের।'

তবে বিচারক জানান, এ বিষয়ে অন্তত সংস্থার দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। চালকরা তাদের সাথে চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করেন, সংস্থার কর্মী নন তারা, উবারের তরফে অবশ্য ক্ষতিপূরণ এড়ানোর এই শেষ চেষ্টা চালানো হয়। যদিও সেই আবেদন এক বাক্যে খারিজ করে দিয়ে জরিমানা বহাল রেখেছেন বিচারক। ইন্টারনেট।

SULTAN
EVENT CATERERS
THE ULTIMATE EVENT PLANNING & CATERING COMPANY
GETTING MARRIED? CONGRATULATIONS!

VENUES • CATERING • DÉCOR
AND EVERYTHING IN-BETWEEN
The ALL IN ONE Wedding Company
Unit 10, Abbey Trading Point, Canning Road
Stratford, London E15 3NW
Tel: 0208 522 4528
Mob: 07545 881 924 / 07956 237 128
info@sultancaterers.co.uk
www.sultancaterers.co.uk

All together〉

যুক্তরাজ্য সরকারের সাথে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে প্রকাশিত

COVID-19 Vaccine

ভ্যাকসিন সম্পর্কে আপনার প্রশ্নের উত্তর

কোভিড–১৯ ভ্যাকসিন সম্পর্কে সচরাচর জিজ্ঞাসিত কিছু প্রশ্নোত্তরে বিশেষজ্ঞদের অভিমত

যুক্তরাজ্য জুড়ে কয়েক মিলিয়ন মানুষ কোভিড–১৯ ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছেন। কোভিড–১৯ এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে আপনার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে তৈরী করার মাধ্যমে এই ভ্যাকসিন আপনাকে প্রকৃষ্ট সুরক্ষা দেয়। বর্তমানে যুক্তরাজ্যে যে দুটি ভ্যাকসিন প্রদান করা হচ্ছে সেগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেডিসিন এবং হেলথ কেয়ার প্রোডাক্ট রেগুটেরি এজেন্সি (এমএইচআরএ) কর্তৃক নির্ধারিত সুরক্ষা, গুণগতমান এবং কার্যকারিতার কঠোর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে। তবে, নতুন কোন ঔষধের মতোই, মানুষের অনেক জিজ্ঞাসা থাকতে পারে যেগুলোর উত্তর তারা জানতে চায়। নিচে বিশেষজ্ঞরা বেশ কয়েকটি সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

আমি তরুণ এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, আমার এটি নেয়ার দরকার কি? আমি ফ্লু–জেব নেবো– এ আশা কেন করা হবে? এটি কেন অন্যরকম?

পূর্ব লণ্ডনের নিউহামের জিপি ডা. ফারজানা হোসেন: কোভিড ফ্লু এর মত নয়। ফ্লু এর কারণে তরুণদের দীর্ঘস্থায়ী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় না এবং ফ্লু'র কারণে তাদের মৃত্যুও ঘটে না; মূলত বয়োবৃদ্ধরাই ফ্লুতে মারা যায়। তবে কোভিডের ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা। আপনি যদি কম বয়সী হন তবে আপনার মৃত্যুর সম্ভাবনা কম তবে অন্যান্য কারণগুলো আপনাকে আরও ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, সর্বশেষ প্রামাণিক তথ্য অনুযায়ীএথনিক মাইনোরিটি বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা কোভিড–১৯ এর কারণে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব এবং দুর্বল পরিণতিতে ভোগার সম্ভাবনা বেশি।

আমার কোভিড হয়েছিল, আর তাই আমার মধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতা বা এন্টিবডি তৈরী হয়ে গেছে। আমার কেন জেব লাগবে?

ডা. হোসেন: আপনি আক্রান্ত হওয়ার পর কত দিন আপনার ইমিউনিটি স্থায়ী থাকবে তা আমরা জানি না এবং আমরা অবশ্যই জানি যে, এ ভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্ট বা ধরণ যুক্ত হয়েছে। তাই ভ্যাকসিন নেয়াটা সকলের জন্য অত্যন্ত জরুরী – এটি আপনাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য আরও ভাল ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদান করবে।

আমাকে ভ্যাকসিনের জন্য ডাকা হয়েছিল, তবে আমি চাই এটি নিরাপদ কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য আরও বেশি মানুষ এটা গ্রহণ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। এটি কি একটি বিচক্ষণ কাজ?

ডা. রাগিব আলি, ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এমআরসি এপিডেমিওলজি ইউনিটের সিনিয়র ক্লিনিক্যাল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট এবং এনএইচএস এর প্রথম সারির বা ফ্রন্ট লাইনের ডাক্তার: বিশ্বজুড়ে কয়েক মিলিয়ন মানুষ এই ভ্যাকসিন নিয়েছে। আমাদের আর অপেক্ষা করার দরকার নেই – আমরা জানি এটি নিরাপদ। কিছু মানুষের স্বল্প–মেয়াদী পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয়েছে, যেমন জ্বর, অবসাদ বা ক্লান্তি। আমার ক্ষেত্রে, দু'একদিনের জন্য এগুলোর কয়েকটি হয়েছিল। আমি বিকল্পও দেখেছি, যেমন কোভিড হওয়ার পরে ইনটেনসিভ কেয়ার পর্যন্ত গিয়েছে অথবা মারা গিয়েছে।

এই ভ্যাকসিন কি সকলের জন্য নিরাপদ কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমাজের সকল স্তেরে পরীক্ষা করা হয়েছিল? এই ট্রায়ালে কি কোন এথনিক মাইনোরিটির লোক ছিল?

ড. আলী: গোটা বিশ্বে, এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, চীন এবং আফ্রিকাতে ভ্যাকসিনের ট্রায়াল পরিচালিত হয়েছে। সুতরাং যুক্তরাজ্যের এথনিক মাইনোরিটির লোকজন সহ প্রতিটি সম্প্রদায়ের লোক এই ট্রায়ালে অংশ নিয়েছে। আমরা জানি যে এটি সকল জাতি গোষ্ঠির জন্য কার্যকর। অন্য বিষয়টি হলো– আমাদের ইমিউন সিস্টেম সত্যিকার অর্থে জাতিগোষ্ঠির ভিত্তিতে পরিবর্তিত হয় না।

আমি পত্রপত্রিকায় দেখেছি সত্যিকার অর্থেই কিছু তীব্র এলার্জিক প্রতিক্রিয়া হয়েছে। আমি কিভাবে বুঝব যে আমার বেলায় এটি ঘটবে না?

ডা. আলী: মারাত্মক এলার্জির প্রতিক্রিয়া খুব বিরল – কেবলমাত্র হাতে গোনা কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। যতক্ষণ এ উপাদানগুলিতে আপনার এলার্জিক প্রতিক্রিয়া না থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত টিকা নেওয়া নিরাপদ।

ডায়াবেটিস, হৃদরোগ বা হাঁপানির মতো স্বাস্থ্যগত সমস্যায় ভ্যাকসিন কি নিরাপদ এবং এটি আমার ঔষধের সাথে কি কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া করবে?

ডা. আলী: ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং হাঁপানিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এটি পুরোপুরি নিরাপদ – কোনও বাড়তি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই এবং এসব রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত কোনো ঔষধের সাথে এর কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া করে না। আপনি যদি এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন হোন তবে আপনার ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞাসা করুন।

আমি কি আমার ডাক্তারকে একটি নির্দিষ্ট কোভিড জেব এর জন্য জিজ্ঞাসা করতে পারি? এটি কি সঠিক যে কার ক্ষেত্রে অন্যদের চাইতে কিছু বেশি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়েছে? টেস্টিং কি একটি অন্যটির চেয়ে বেশি কঠিন ছিল?

ডা. আলী: না – ফাইজার বা বায়োনটেক এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি বা অ্যাস্ট্রজেনেকা ভ্যাকসিন সমানভাবে পরীক্ষিত এবং সমানভাবে নিরাপদ ও কার্যকর। একটি ভ্যাকসিনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অন্য যে কোনটির চেয়ে খারাপ বলেও কোন প্রমাণ নেই।

দুই ডোজ ভ্যাকসিন প্রয়োগের মাঝখানে সময়ের এত ব্যবধান কেন?

ডা. আলী: এই ব্যবধানটি টিকাদান ও টিকাদান সম্পর্কিত যৌথ কমিটি এবং যুক্তরাজ্যের প্রধান মেডিকেল অব চিফের পরামর্শের ভিত্তিতে করা হয়েছে। ক্লিনিকেল ট্রায়ালগুলোর ডেটা থেকে দেখা যায় যে অক্সফোর্ডের দুই ডোজ ভ্যাকসিনের জন্য ১২ সপ্তাহের ব্যবধান সবচেয়ে ভাল এবং এটি ফাইজার ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রেও খুব ভাল। অর্ধেক লোককে দু'বার দ্রুত ডোজ দিয়ে আমরা যা করতে পারি তার থেকে এটি সামগ্রিকভাবে আরও বেশি জীবন বাঁচায়।

ভ্যাকসিনটি এত তাড়াতাড়ি তৈরী করা হয়েছে যে আমি বুঝতে পারি না যে তারা কীভাবে এ জাতীয় কোনও নতুন রোগের জন্য একটি ভ্যাকসিন এত দ্রুত তৈরী করতে পেরেছেন?

খ্রিস্টান গির্জা হাউজ অন দ্য রক লণ্ডনের আবাসিক যাজক ও একজন সুযোগ্য ডাক্তার টেমি ওডেজাইড: এই ফিল্ডের কারও সাথে কথা বললে আপনি বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ ভ্যাকসিনগুলো খুব দ্রুত তৈরী করা হয়েছিল, তবে কোনও সুরক্ষা প্রক্রিয়া নিয়ে আপস করা হয়নি। ইতিমধ্যে তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে, একযোগে ট্রায়ালগুলো পরিচালিত হয়েছে, আর প্রযুক্তিও উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত, তাই তুলনামূলকভাবে আগের চেয়ে অনেক দ্রুত আমরা একটি ভ্যাকসিন তৈরী করতে পারি।

আমি স্বীকার করি যে ট্রায়ালগুলো ভ্যাকসিনটি নিরাপদ হিসেবে দেখিয়েছে, তবে কীভাবে আমি জানব যে বিপজ্জনক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো কয়েক বছরের মধ্যে প্রতীয়মান হয় না?

সাউথওয়েস্ট লণ্ডনের জিপি এবং প্রাইমারী কেয়ার ফর এনএইচএস ইংল্যান্ডের মেডিকেল ডাইরেক্টর ডা. নিকি কানানী: অন্যান্য ভ্যাকসিনের আচরণ দেখে আমাদের আত্মবিশ্বাস তৈরী হয়। শৈশবকালে বা বিদেশে যেতে হলে আমাদের সব সময় টিকা দিতে হয়। কখনও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তা সাধারণ ২৪ ঘন্টা বা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ঘটে, কয়েক বছর পর নয়। এছাড়াও বিজ্ঞানীরা কয়েক মাস পরীক্ষার পর এগুলো বাস্তবে পুরো বিশ্বজুড়ে গত ডিসেম্বর থেকে ব্যবহার করা হচ্ছে। সমস্ত তথ্য–উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে গুরুতর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া খুবই বিরল।

ভ্যাকসিনগুলো কি কোভিডের নতুন ভ্যারিয়েন্ট বা ধরণের বিরুদ্ধে কার্যকর?

ডা. কাননী: আমরা এখন পর্যন্ত যা কিছু দেখেছি তা থেকে বলা যায় যে এটা কার্যকর, সম্ভবত ভিন্ন ধরণের ক্ষেত্রেও। আমরা এও জানি যে, সময়ের সাথে সাথে সব ভাইরাসই পরিবর্তিত হয়, যা প্রতি বছরই ফ্লু'র ক্ষেত্রে হয়ে থাকে এবং বিজ্ঞানীরা সেগুলি তুলনামূলকভাবে দ্রুত টুইক করতে সক্ষম হন।

ধর্মীয় জাতিগোষ্ঠি কি ভ্যাকসিনকে অনুমোদন করে?

ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশনের সহযোগী মেডিকেল ডিরেক্টর ডা. সোনিয়া বাবু–নারায়ণ: মানুষ জিজ্ঞেস করে যে এই ভ্যাকসিন তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না এবং অনেক ধর্মীয় নেতা হ্যাঁ বলেছেন। ব্রিটিশ ইসলামিক মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন সব ধরণের ভ্যাকসিনকে যথাযথ হিসেবে বিবেচনা করে, যেমনটি করে মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেন, ব্রিটিশ শিখ সম্প্রদায়, চার্চ অব ইংল্যাণ্ড এবং ক্যাথলিক চার্চ। যুক্তরাজ্যের ৮০ জন ইহুদি ডাক্তারের দেয়া এ চিঠিতে নিশ্চিত করা হয়েছে যে ভ্যাকসিনে কোশার হিসেবে বিবেচিত উপাদান নেই।

সাউথ লণ্ডনের ৩৪ বছর বয়সী অডিটর মেরি অ্যাডসন তার মায়ের কেয়ারার। তিনি বলেন, ভ্যাকসিনটি আমার জন্যে জীবন–পরিবর্তনকারীর মতো ছিল। আমার উদ্বেগ মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আমি আমার মায়ের একজন কেয়ারার, যার মানসিক–স্বাস্থ্য ব্যাধি রয়েছে। আমি আমার ভাইবোনদের সাথে এই দায়িত্বটি ভাগ করি। আমি দীর্ঘদিন ধরে মায়ের যত্ন নিচ্ছি এবং আমার নিজের সুস্থতা নিয়ে আমি অত্যন্ত সচেতন। এগুলো ছাড়াও, আমার একটি আগুরলাইয়িং স্বাস্থ্য সমস্যা আছে – যা আমাকে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে সমস্যা করে। কোভিডের লক্ষণগুলো যে জানা যায় যে আমি আক্রান্ত হলে আমার জন্য খুব কষ্টকর হবে এবং আমার মৃত্যুও হতে পারে।

নিউক্যাসলের ঠিক বাইরে বসবাস করেন ৬৫ বছর বয়সী জেনা ফোস্টার। তিনি ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশনের একজন সাপোর্টার। তার হৃদরোগ আছে এবং ২০১৬ সালে তার স্ট্রোক করেছিল। তিনি বলেন, আমি আমার প্রথম ডোজ ভ্যাকসিনটি নিয়েছি কয়েক সপ্তাহ আগে। এটা পেয়ে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ এবং আনন্দিত। এটি নিজেকে রক্ষার করার বিষয়, এমনকি আপনার পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং প্রিয়জনদেরকেও। অন্য কারো ভাইরাস সংক্রমণের জন্য আমি দায়ী হলে ভীষণ অনুসূচনা বোধ করতাম। আমরা এখন যুক্তরাজ্যের প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি ভ্যাকসিন নিয়েছি। এই অভূতপূর্ব কৃতিত্বটি সারা দেশে এনএইচএস এবং জিপিদের প্রচেষ্টার প্রমাণ হিসেবে প্রমাণিত হয়, তবে প্রত্যেকের সময় আসার সাথে সাথে একটি ভ্যাকসিন গ্রহণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমার দ্বিতীয় ডোজটি নেয়া কেন গুরুত্বপূর্ণ?

সময় আসার পরে আপনার দ্বিতীয় ডোজটি গ্রহণ করা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজটি একটি উচ্চ স্তরের সুরক্ষা সরবরাহ করে, তবে সেই সুরক্ষাটি দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার জন্য, প্রত্যেককে দ্বিতীয় ডোজ নেওয়া প্রয়োজন।

ভ্যাকসিনগুলো কতটা কার্যকর?

'পাবলিক হেলথ ইংল্যাণ্ড' কর্তৃক অতি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, ভ্যাকসিনগুলো অনেক উচ্চতর সুরক্ষা দেয়, কোভিড আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করে। কোভিড–১৯ দ্বারা আক্রান্তের সংখ্যা এবং হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা হ্রাস করে এবং কোভিড–১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যাও হ্রাস করে।

ডা. ফারজানা হোসেন
জিপি, নিউহ্যাম, পূর্ব লণ্ডন

ডা. রাগিব আলি
এনএইচএস-এর ফ্রন্ট লাইনের ডাক্তার ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র ক্লিনিক্যাল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট

ডা. নিকি কানানী
জিপি, সাউথওয়েস্ট লণ্ডন ও মেডিকেল ডাইরেক্টর, প্রাইমারী কেয়ার ফর এনএইচএস ইংল্যাণ্ড

ডা. সোনিয়া বাবু–নারায়ণ
সহযোগী মেডিকেল ডিরেক্টর ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশনের

ডা. টেমি ওডেজাইড
খ্রিস্টান গির্জা হাউজ অন দ্য রক লণ্ডনের আবাসিক যাজক

মেরি অ্যাডসন
সাউথ লণ্ডন

জেনা ফোস্টার
নিউক্যাসল

COVID-19 Vaccine

For further information visit nhs.uk/covidvaccine

All together〉

বাংলাদেশে করোনার আক্রমণ ও মিয়ানমারে জান্তা

সৈয়দ আবদাল আহমদ

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেস ক্লাব

বাংলাদেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণ আবার জেঁকে বসায় সরকার এক সপ্তাহের লকডাউন ঘোষণা করেছে। অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বাংলাদেশে এখন করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশি। হাসপাতালের সাধারণ ও আইসিইউ বেডগুলো ইতোমধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। মানুষের স্বাভাবিক চলাচল ও কাজকর্ম আবার থমকে যাচ্ছে। নতুন করে অজানা শঙ্কা দেখা দিচ্ছে সবার মাঝে।

বাংলাদেশে যখন করোনাভাইরাস নিয়ে এ অবস্থা, তখন পাশের দেশ মিয়ানমারে চলছে হত্যাযজ্ঞ। দেশটিতে কিছু দিন হলো নিয়ন্ত্রিত গণতান্ত্রিক সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে সেনাবাহিনী। জনগণ এর বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছে করোনা মহামারীকে উপেক্ষা করেই। কিন্তু জান্তা সরকার জনগণের এই প্রতিবাদ ও বিক্ষোভকে দমন করার জন্য নির্বিচারে গুলি চালাতে কুণ্ঠিত হচ্ছে না। পাখির মতো মানুষ মারছে। তবুও জনগণের বাঁধভাঙা প্রতিবাদ অব্যাহত আছে।

বাংলাদেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ও মৃত্যু

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি মাসে স্বাস্থ্য অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী আগের টানা ১০ দিন ধরে করোনা রোগী শনাক্তের হার ছিল ৩ শতাংশের নিচে। অর্থাৎ ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নতুন সংক্রমিত করোনা রোগীর সংখ্যা ছিল ৫০০ এর কম। সবার মনে একটা আশা জন্মেছিল যে, বাংলাদেশে করোনা মহামারীর অবসান হতে যাচ্ছে। করোনা নিয়ে আর লিখতে হবে না, এমন আশা করেছিলাম। কিন্তু এক মাসের ব্যবধানে আবার সব ওলট-পালট হয়ে গেল। মার্চ মাসের শুরু থেকেই করোনা সংক্রমণ আবার বাড়তে শুরু করে। শীতে করোনাভাইরাস সংক্রমণ বাড়ে, গরমে কমে যায়– এ ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে দিয়ে বাংলাদেশে করোনাভাইরাস ভয়ানক মূর্তি ধারণ করে একের পর এক সংক্রমণ ঘটিয়ে চলেছে এবং গত এক বছরের রেকর্ড পেছনে ফেলে দিয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদফতর নতুন করোনাভাইরাসের এ সংক্রমণকে করোনার 'দ্বিতীয় ঢেউ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, করোনার এ দ্বিতীয় ঢেউ বাংলাদেশকে কোথায় নিয়ে যায়!

কারণ দেশে এখন প্রতিদিনই করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্তের রেকর্ড সৃষ্টি হচ্ছে। ২ এপ্রিল শুক্রবার বিকেলে দেয়া স্বাস্থ্য অধিদফতরের রিপোর্টে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা শনাক্ত হয়েছে ছয় হাজার ৮৩০ জনের। এটি এক দিনে সর্বোচ্চ শনাক্তের রেকর্ড। মৃত্যুও বাড়ছে। টানা তিন দিন অর্থাৎ ১, ২ ও ৩ এপ্রিল দিনে ৫০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সংক্রমিত হয়েছে ছয় হাজারের বেশি। গত বৃহস্পতিবার ১ এপ্রিল ৫৯ জন এবং ৩ এপ্রিল শনিবার ৫৮ জন মারা গেছে। করোনার সংক্রমণের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে মৃত্যুও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। এ অবস্থায় হাসপাতালগুলোতে প্রচণ্ড চাপ দেখা দিয়েছে। রাজধানী ঢাকায় করোনার জন্য নির্ধারিত হাসপাতালগুলোতে আইসিইউর পাশাপাশি হাসপাতালের সাধারণ শয্যার ধারণক্ষমতাও প্রায় শেষ। প্রায় একই অবস্থা ঢাকার বেসরকারি হাসপাতালেও।

২০২০ সালের ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছিল। ওই বছরের ১৮ মার্চ করোনায় মৃত্যু প্রথম রেকর্ড হয়। মার্চ ২০২০ সালে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু রেকর্ড হয়েছে। ওই মাসে গড়ে ৪১ জন মানুষ করোনায় মারা যায়। অথচ সাত দিন ধরে দেশে দৈনিক মৃত্যু হচ্ছে ৪৬ জন। অর্থাৎ বাংলাদেশে আগের সব রেকর্ড ভঙ্গ।

গত বছরের জুন-জুলাইয়ে করোনা সংক্রমণের প্রথম ঢেউয়ে সংক্রমণ ছিল তীব্র। এ বছরের মার্চ মাস থেকে করোনার 'দ্বিতীয় ঢেউ' শুরু হয়েছে। প্রথম ঢেউয়ের চেয়ে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে সংক্রমণ বেশি তীব্র। প্রথমবারের চূড়ার (পিক) চেয়ে দ্বিতীয় ঢেউয়ে দৈনিক শনাক্ত বেশি হচ্ছে। গত বছরের মে মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত করোনা রোগী শনাক্তের হার ২০ শতাংশের উপরে ছিল। এরপর সেটি কমতে থাকে। ডিসেম্বরের ১৯ তারিখ পর্যন্ত শনাক্তের হার ১০ শতাংশের নিচে নামে। ফেব্রুয়ারি মাসে তা ৩ শতাংশের নিচে নেমে যায়। তিন মাস পর ১৮ মার্চ শনাক্তের হার আবার ১০ শতাংশের উপরে উঠে গেছে। ৩ এপ্রিল ২৪ ঘণ্টায় ২৯ হাজার ৩৩৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। নমুনা পরীক্ষা বিবেচনায় রোগী শনাক্তের হার ২৩ দশমিক ২৮ শতাংশ। ঢাকার ১০টি হাসপাতালের ১১৮টা আইসিইউ বেডের মধ্যে ১০৮টি বেডেই রোগী ছিল। আর সাধারণ দুই হাজার ৫১১টি বেডের মধ্যে দুই হাজার ৩৪২টি বেডেই রোগী ছিল। এবার করোনার সংক্রমণই শুধু তীব্র নয়; নতুন জাতের করোনাভাইরাস বা নিউ ভ্যারিয়েন্টের সংক্রমণ হচ্ছে যেটি দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ডে সংক্রমণ ঘটিয়েছে। এখন আর সাধারণ সর্দি-কাশিতে ভুগতে হচ্ছে না। অনেক সময় পেট খারাপ, মাথাব্যথা, শ্বাসকষ্ট হয়ে তিন-চার দিনেই মানুষ মারা যাচ্ছে। সরকারের তথ্য অনুযায়ী, ৩ এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত মোট ছয় লাখ ২৪ হাজার ৫৯৪ জনের করোনা সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। মারা গেছে ৯ হাজার ১৫৫ জন। মৃত্যু যে হারে বাড়ছে, অচিরেই হয়তো তা ১০ হাজারের ঘর অতিক্রম করতে পারে।

করোনা মোকাবেলায় অবহেলা

নতুন করে তীব্র আকারে করোনাভাইরাস সংক্রমণের জন্য অনেকেই সরকারের অবহেলাকে দায়ী করেছেন। পাশাপাশি, জনগণের উদাসীনতাও দায়ী। বিশেষ করে বিমানবন্দরের প্রতি নজর না দেয়াটাই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাজ্য, ইউরোপ ও আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে করোনাভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্টের খবর প্রায় প্রতিদিনই বাংলাদেশসহ বিশ্ব মিডিয়ায় প্রচারিত হচ্ছে। এ অবস্থায় সরকারের উচিত ছিল বাংলাদেশের বিমানবন্দরগুলোতে কড়া নজরদারি করা; যারা বাইরে থেকে দেশে প্রবেশ করছেন, তাদেরকে সঠিকভাবে কোয়ারেন্টিনে রাখা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এ ধরনের কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। সদর দরজার মতো বিদেশ থেকে যাত্রীরা বিমানবন্দর দিয়ে দেশে প্রবেশ করেছেন, কোনো নিয়ন্ত্রণ ছাড়া। এর আগে করোনা মহামারী দেখা দেয়ার সময়ও বিমানবন্দর নিয়ে আমরা অবহেলা করেছি। অনেক পরে বিমানবন্দর বন্ধ করা হয়েছে। অথচ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছিল। শুরুতেই বিমানবন্দর বন্ধ করে দিলে বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণ ভালোভাবেই নিয়ন্ত্রণে রাখা যেত। আমাদের পাশে ব্যাংকক সিঙ্গাপুরের অবস্থা দেখুন। সেখানে এখনো জরুরিভাবে কেউ গেলে তাকে নির্ধারিত হোটেলে ১৪ দিন কঠোরভাবে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়; হোটেল কক্ষের বাইরে আসতে দেয়া হয় না। এমনকি খাবার হোটেল কক্ষের ভেতরে নয়, দরজার সামনে রেখে এসে জানিয়ে দেয়া হয়। আবার খাবার শেষ করে দরজার বাইরে তা রেখে দিতে হয়। কিন্তু হায়! বাংলাদেশে এসব পদক্ষেপ কল্পনাও করা যায় না।

সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় সরকার ১৮ দফা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এগুলোকে 'সাদামাটা পদক্ষেপ'ই বলা যায়। সরকার পর্যটন বন্ধ করেছে নির্ধারিত কিছু জায়গায়। সারা দেশের সব পর্যটনই বন্ধ হওয়া উচিত ছিল। গণজমায়েত বা সমাবেশ না করার পরামর্শ দেয়া হলেও ঢাকায় ৩ এপ্রিল মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষা উপলক্ষে যে জমায়েত হয়েছে তা কল্পনাতীত। একজন পরীক্ষার্থীর সাথে মা-বাবা, ভাইবোনসহ তিন-চারজন করে এসেছেন। এতে শুধু পরীক্ষা কেন্দ্রই নয়, বাস, রিকশাসহ যানবাহনেও চাপ পড়েছে। এ পরিস্থিতিতে পরীক্ষা নেয়া কি এতই জরুরি ছিল? পরীক্ষা পিছিয়েও দেয়া যেত। বাংলা একাডেমির অমর একুশের বইমেলা ফেব্রুয়ারিতে হয়নি। মেলা যেহেতু নির্ধারিত সময়ে হয়নি, তা এ বছর বন্ধ রাখা যেত। মুষ্টিমেয় কিছু প্রকাশকের চাপে কেন এ দুঃসময়ে বইমেলা করা হচ্ছে? ফেব্রুয়ারি ছাড়া অন্য মাসে মেলা তেমন জমেও না। মুষ্টিমেয় প্রকাশক কিছু প্রজেক্টের বই বিক্রির জন্য এ মেলার জন্য চাপ দিয়েছেন। মেলায় বিক্রয় তাদের মূল বিষয় নয়। তাদের কাছে সরকার জিম্মি হওয়া উচিত হয়নি। মেলার বেশির ভাগ প্রকাশকই বলেছেন তাদের বারোটা বাজিয়ে দেয়া হয়েছে। এক ইউনিটের স্টলের জন্য ন্যূনতম খরচ ৬০ হাজার টাকা। অথচ পুরো মাসে ১০ হাজার টাকার বই বিক্রয় হবে কি না, সন্দেহ; যদিও লকডাউন ঘোষিত হওয়ায় মেলা আর চলবে না।

সরকার ইউরোপ ও অন্য ১২টি দেশ থেকে যাত্রী আসার ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করেছে। এটি আগে করলে এর সুফল পাওয়া যেত। করোনার টিকা দেয়া নিয়েও হেলাফেলা করা হয়েছে। তাই অনেকেই মনে করেন, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারা, সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পরিকল্পনা না থাকা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে বাধ্য না করানোর কারণে করোনা মহামারী বাংলাদেশে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সব সময় মধ্যপন্থা অবলম্বন ভালো নয়। তাই সরকারকে করোনা মহামারীর ব্যাপারে প্রয়োজনে কঠোরও হতে হবে। কারণ মৃত্যুর বন্যা শুরু হয়ে গেলে তা সামলানো কঠিন হয়ে পড়তে পারে।

বিভিন্ন দেশে কড়াকাড়ি

করোনা মহামারী অন্য দেশেও ব্যাপকহারে বাড়তে শুরু করেছে। ফলে বিভিন্ন দেশ কড়াকড়ির পথে হাঁটতে বাধ্য হচ্ছে। ইতোমধ্যে ফ্রান্সসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ বিধিনিষেধ জারি করেছে। প্রতিবেশী ভারত নতুন করে বিধিনিষেধ জারি করেছে। কঠোরতা অবলম্বন করেছে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোও। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আগেই ঘোষণা করেছেন তিনি আগামী মে-জুনের মধ্যেই তার দেশের সবাইকে টিকাদান শেষ করতে চান।

দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতে দ্রুত ছড়াতে শুরু করেছে ব্রাজিলে সৃষ্টি হওয়া করোনাভাইরাসের একটি ধরন। এ পরিপ্রেক্ষিতে চিলি তার সীমান্ত বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। ব্রাজিলের সাথে বলিভিয়াও সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে। পুরো দেশ লকডাউন করে দিয়েছে পেরু। ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত দেশটি ব্রাজিল, যুক্তরাজ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সব ধরনের ফ্লাইট নিষিদ্ধ করেছে। ভারতে ৩ এপ্রিল নতুন ৮২ হাজার লোকের করোনা শনাক্ত হয়েছে। ২ অক্টোবরের পর এটি সর্বোচ্চ। ভারতের মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে কারফিউ জারি হয়েছে। সংক্রমণ এ রাজ্যেই বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, মহামারী রুখতে এখন পর্যন্ত টিকাই সেরা অস্ত্র। কিন্তু ইউরোপে এই টিকাদান অগ্রহণযোগ্যভাবে ধীরগতিতে এগোচ্ছে। উল্লেখ্য, করোনা মহামারী বিশ্বের ২২১টি দেশে বিস্তার লাভ করেছে। এখন পর্যন্ত ১৩ কোটির বেশি মানুষ আক্রান্ত এবং সাড়ে ২৮ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

সামরিক জান্তা আমাদের দক্ষিণ-পুবের দেশ মিয়ানমারে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছে। জান্তাবিরোধী বিক্ষোভ দমন করতে এখন পর্যন্ত দেশটিতে ৫৩৮ জনকে গুলি করে মেরেছে সেনাবাহিনী ও পুলিশ। শিশুরাও প্রাণহানি থেকে রেহাই পায়নি। গত ১ ফেব্রুয়ারি অং সান সু চির নেতৃত্বাধীন নিয়ন্ত্রিত গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে। এর আগে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সু চির দল বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়। কিন্তু সেনাবাহিনী নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে।

মিয়ানমারে জান্তার হত্যাযজ্ঞ

সামরিক জান্তা আমাদের দক্ষিণ-পুবের দেশ মিয়ানমারে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছে। জান্তাবিরোধী বিক্ষোভ দমন করতে এখন পর্যন্ত দেশটিতে ৫৩৮ জনকে গুলি করে মেরেছে সেনাবাহিনী ও পুলিশ। শিশুরাও প্রাণহানি থেকে রেহাই পায়নি। গত ১ ফেব্রুয়ারি অং সান সু চির নেতৃত্বাধীন নিয়ন্ত্রিত গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে। এর আগে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সু চির দল বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়। কিন্তু সেনাবাহিনী নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে। ১ ফেব্রুয়ারি নতুন সংসদ বসার কথা ছিল। কিন্তু ওই দিনই সু চির সরকারকে হটিয়ে দেয় সেনাবাহিনী। এ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

মিয়ানমারের রাজধানী ও অন্যান্য শহরে বড় বড় বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভের মাত্রা বেড়ে গেলে জান্তা সরকার কঠোরভাবে তা দমনের সিদ্ধান্ত নেয়। এক একটি কর্মসূচির দিন ৩০ জন, ৫০ জন, ৬০ জন করে মানুষ হত্যা করেছে। সর্বশেষ গত ২৭ মার্চ এক দিনেই জান্তার গুলিতে ১১৪ জনকে হত্যা করা হয়। নিষ্ঠুর দমন পীড়নের এই ভয়াবহতার মধ্যেও বিক্ষোভ থেমে নেই। সেনা শাসনের বিরুদ্ধে শহরে শহরে এখন মোমবাতি প্রজ্বলন ও পদযাত্রা চলছে। বিবিসির খবরে বলা হয়েছে মিয়ানমারে সন্ত্রাসে অসংখ্য শিশুর মৃত্যু এবং অনেকেই আহত হয়েছে। সেভ দ্য চিলড্রেন জানিয়েছে এ পর্যন্ত ৪৩টি শিশু নিহত হয়েছে।

সামরিক সরকার অং সান সু চিকে জেলে বন্দী রেখে তার বিচারকার্যক্রম চালাচ্ছে। তার বিরুদ্ধে নতুন নতুন মামলা দেয়া হয়েছে। জান্তার হত্যাযজ্ঞের কারণে করোনা মহামারী পরিস্থিতি চাপা পড়ে গেছে। করোনার আক্রমণের চেয়ে সামরিক জান্তার নৃশংস আক্রমণে দেশটির জনগণ দিশেহারা।

স্বাধীনতার ‘মাঠজরিপ’

মোজাফফর হোসেন

লেখক: বিশ্লেষক।

‘আমাদের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপনে স্বাধীন দেশে, স্বাধীনভাবে সভাসমাবেশ করা যাবে না। যদি করতেই হয়, তবে মাঠে ময়দানে নয়; ঘরের ভেতরে, স্কুল-কলেজের বারান্দায় করা যাবে।’ এরকম একটি নির্দেশ পুলিশের পক্ষ থেকে এবার দেয়া হয়েছে। সেই নির্দেশে বলা হয়েছে– ১৭ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত দেশের কোথাও উন্মুক্ত স্থানে জনসমাবেশ করা যাবে না। কিন্তু স্বাধীনতার ৫০ বছর উদযাপন খোলামেলাভাবে করা যাবে না, এ কেমন কথা।

৫০ বছর ধরে স্বাধীনতাকে ঘিরে মানুষের বুকে কত কথা জমা রয়েছে। কত স্মৃতি ভেসে বেড়াচ্ছে। কত দুঃখ, কত কষ্ট, কত সুখ নিয়ে মানুষ বেঁচে আছে। সেসব কথা, সেসব স্মৃতি মানুষ উন্মুক্ত ময়দানে প্রাণ খুলে বলবে, হাসবে, স্বপ্ন বুনবে, ভবিষ্যত সাজাবে, পরিকল্পনার কথা আদান-প্রদান করবে। কিন্তু স্বাধীনতা উদযাপনে সীমানা বেঁধে দেয়া হলো কেন?

সীমানা ও সীমাবদ্ধতার ছক আঁকা হয়েছিল পাকিস্তান আমলে। কথা বলার সীমানা, লেখার সীমানা, সভা-সমাবেশের সীমানা, গান গাওয়ার সীমানা; এসবে সীমারেখা তৈরি করে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানকে আবদ্ধ রাখা হয়েছিল। এ দেশের মানুষের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। দুঃখের বিষয়, স্বাধীন বাংলাদেশে আবার ফিরে এসেছে সেই সীমাবদ্ধতা! অথচ এ অধিকারহীনতা ও সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধেই এ দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে জীবন বাজি রেখেছিল।

স্বাধীনতা যে জন্য চাওয়া হয়েছিল, সেই চাওয়ার মতো করে স্বাধীনতা ভোগ করা গেছে কি না, তা নিয়ে তো কথা হতেই পারে। স্বাধীনতার সফলতা-ব্যর্থতা নিয়েও কথা হতে পারে। সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনে ছোট-বড় নানা ধরনের জনসমাবেশ হতে পারে। প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে, পাড়া-মহল্লায় আলোচনা-সমালোচনা, বিশ্লেষণও হতে পারে। সমাবেশ থেকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় উচ্চারিত হতে পারে ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করায় তো দোষের কিছু ছিল না। তবুও এক সপ্তাহ থেকে দেশে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হলো। তার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয় না। সুবর্ণজয়ন্তীর প্রারম্ভে এ সিদ্ধান্ত অনভিপ্রেত ও হতাশাব্যঞ্জক নয় কি?

বিগত বছরগুলোতেও কোনো না কোনো অজুহাতে সব ধরনের সভা-সমাবেশে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। এমনকি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, জন্মদিনের অনুষ্ঠানও স্বাধীনভাবে করতে দেয়া হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে খুতবা পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপনের দিনে সময়ের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। বিকেল ৫টার আগেই অনুষ্ঠান শেষ করতে বলা হয়েছে। পয়লা বৈশাখ উদযাপনে সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে। বিজয় দিবস উদযাপনের শর্ত বেঁধে দেয়া হয়েছে। থার্টিফার্স্ট নাইট উদযাপনে বিধিনিষেধ উল্লেখ করা হয়েছে। বিরোধীদলের রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ, গণজমায়েত তো করতেই দেয়া হয়নি। এ চিত্র একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের চিত্র হতে পারে না। পুলিশ মোতায়েন করে খোদ সরকারি সমাবেশকেও পাহারা দিতে হয়েছে। লক্ষ করার বিষয়, গত বছর বাংলাদেশের মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের উদ্দেশে ক্ষণ গণনার জন্য প্রতিটি জেলায় ডিজিটাল ঘড়ি স্থাপন করা হয়েছিল। সেই ঘড়ি পাহারা দেয়ার জন্য ২৪ ঘণ্টা পুলিশ নিযুক্ত রাখা হয়েছে।

পুলিশ প্রহরা রাখা একটি স্বাধীন দেশের মর্যাদাকে খাটো করার জন্য যথেষ্ট। তবুও রাজপথ থেকে গলিপথ সব পথের মোড়ে পুলিশ, গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দফতর পাহারায় পুলিশ, পাবলিক বাসস্ট্যান্ডে রেলওয়ে স্টেশনে ও বিমানবন্দরে পুলিশ। তাদের অভিযোগ, তাদের রাখা হয়েছে প্রতিপক্ষ হিসেবে বিরুদ্ধ মত যেন সংগঠিত হতে না পারে, তা প্রতিহত করার লক্ষ্যে। পুলিশ সেটি নিশ্চিত করতে পেরেছে বলে মনে হয়েছে। একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ এ রকম হতে পারা অবাঞ্ছিত। এমন দৃশ্যের অবতারণা হতে দেখা গেছে ইরাকে। যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনে ইরাক বিপন্ন হলে ইরাকের পথেঘাটে পুলিশ প্রহরায় রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। এ ছাড়াও বিশেষ করে স্বাধীনতাকামী জনপদগুলোতে পুলিশি প্রহরায় রাষ্ট্র পরিচালিত হতে দেখা গেছে। এ দেশের মানুষ সে কাতারে বাংলাদেশকে দেখতে চায় না।

দুই.

স্বাধীনতার ৫০ বছর ধরে উন্নয়ন যা ঘটেছে তা অবকাঠামোতে। অবকাঠামোর উন্নয়ন মানুষকে পুরো স্বস্তিতে রাখতে পারে না। সামাজিক স্বস্তির জন্য মানবতার উন্নয়ন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সেবা খাতে বরাদ্দ বাড়ানো জরুরি। কিন্তু রাষ্ট্রীয় এসব খাতে উন্নতি করা যায়নি তেমন। সেবা দান প্রতিষ্ঠানগুলোতে দালানকোঠায় বাহ্যত উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে এ কথা ঠিক। পক্ষান্তরে, সেবার মান হয়েছে ক্রমেই অধোগতি। সরকারি সেবা থেকে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত দিনের পর দিন। শিক্ষা, চিকিৎসা, বিচার ও আইনের শাসনে বৈষম্য বেড়েছে এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে যেভাবে অর্থের অপচয় হয়েছে তার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে আমলাদের দৌরাত্ম্য। ফলে রাষ্ট্রীয় সেবাদান প্রতিষ্ঠানে সেবার পরিবর্তে সাধারণ মানুষ অবজ্ঞা, অবহেলা ও অসম্মানের শিকার। ফলে স্বাধীনতা বাস্তবায়নকে প্রতিটি মানুষ প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে।

স্বাধীনতার ৫০ বছর ধরে উন্নয়ন যা ঘটেছে তা অবকাঠামোতে। অবকাঠামোর উন্নয়ন মানুষকে পুরো স্বস্তিতে রাখতে পারে না। সামাজিক স্বস্তির জন্য মানবতার উন্নয়ন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সেবা খাতে বরাদ্দ বাড়ানো জরুরি। কিন্তু রাষ্ট্রীয় এসব খাতে উন্নতি করা যায়নি তেমন। সেবা দান প্রতিষ্ঠানগুলোতে দালানকোঠায় বাহ্যত উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে এ কথা ঠিক। পক্ষান্তরে, সেবার মান হয়েছে ক্রমেই অধোগতি।

গত সপ্তাহে ভূমি অফিসে গিয়েছিলাম রেকর্ড সংশোধনের জন্য। কাজের জন্য দাঁড়িয়ে থাকি দীর্ঘ সময়। একজন জীর্ণ মলিন ষাটোর্ধ্ব মানুষ সাইকেল চালিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। তার সাইকেলটি এতই পুরনো যে, এ বাজারে তার দাম সর্বোচ্চ ১২ শ’ টাকা হতে পারে। লোকটির পরনে অপরিচ্ছন্ন ফুলহাতা শার্ট ও লুঙ্গি। দেখে প্রথমে

১০ পৃষ্ঠায়

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
Immigration, Family & Child Contact

ফ্যামিলি, চাইল্ড কন্টাক্টসহ যে কোনো পারিবারিক বিষয়ে আমরা আইনগত সহায়তা করে থাকি।

Tareq Chowdhury
Principal

This firm is Authorised and regulated by Solicitors Regulation Authority

M: 07961 960 650
T: 020 7650 7970

102 Cranbrook Road
Wellesley House, Second Floor, Ilford, IG1 4NH
info@kingdomsolicitors.com

UKAY
Fish & Meat Bazar

WHOLESALE
RETAIL AND
RESTAURANT
SUPPLIER

রমফোর্ড হালাল থেকে সমস্ত মাংস ডেলিভারী দেয়া হয়।

Quality food at low prices, fresh Bangladeshi vegetables, fish, fruits, Halal meats
Discounts for restaurants

OUR MEAT IS FROM ROMFORD HALAL

251 Whitechapel Road,London E1 1DB
T: 020 7247 8798 F: 020 7247 4997
E:ahfaz@ukaygroup.com

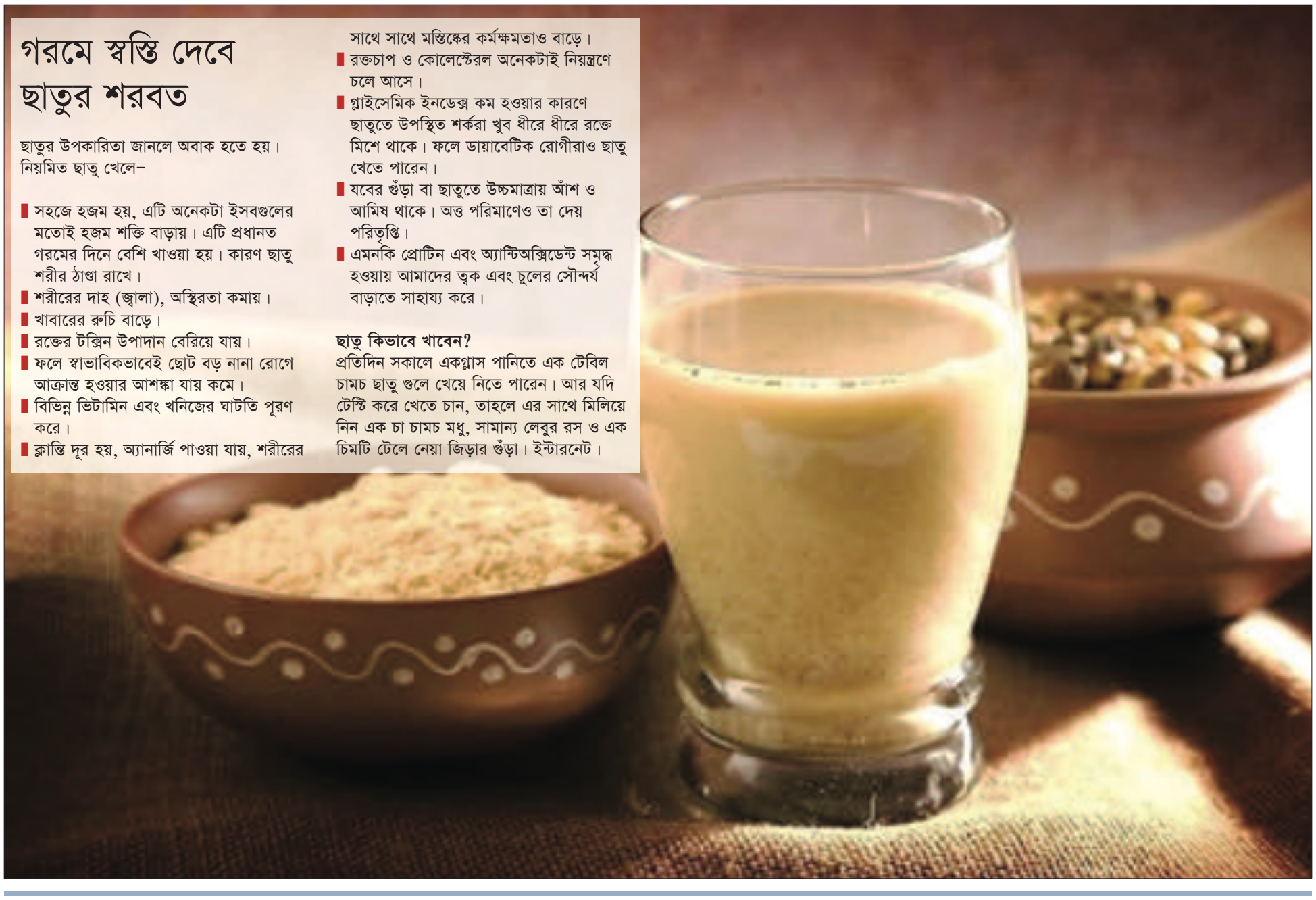

গরমে স্বস্তি দেবে ছাতুর শরবত

ছাতুর উপকারিতা জানলে অবাক হতে হয়। নিয়মিত ছাতু খেলে–

- সহজে হজম হয়, এটি অনেকটা ইসবগুলের মতোই হজম শক্তি বাড়ায়। এটি প্রধানত গরমের দিনে বেশি খাওয়া হয়। কারণ ছাতু শরীর ঠাণ্ডা রাখে।
- শরীরের দাহ (জ্বালা), অস্থিরতা কমায়।
- খাবারের রুচি বাড়ে।
- রক্তের টক্সিন উপাদান বেরিয়ে যায়।
- ফলে স্বাভাবিকভাবেই ছোট বড় নানা রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা যায় কমে।
- বিভিন্ন ভিটামিন এবং খনিজের ঘাটতি পূরণ করে।
- ক্লান্তি দূর হয়, অ্যানার্জি পাওয়া যায়, শরীরের সাথে সাথে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতাও বাড়ে।
- রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।
- গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম হওয়ার কারণে ছাতুতে উপস্থিত শর্করা খুব ধীরে ধীরে রক্তে মিশে থাকে। ফলে ডায়াবেটিক রোগীরাও ছাতু খেতে পারেন।
- যবের গুঁড়া বা ছাতুতে উচ্চমাত্রায় আঁশ ও আমিষ থাকে। অত্ত পরিমাণেও তা দেয় পরিতৃপ্তি।
- এমনকি প্রোটিন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ হওয়ায় আমাদের ত্বক এবং চুলের সৌন্দর্য বাড়াতে সাহায্য করে।

ছাতু কিভাবে খাবেন?

প্রতিদিন সকালে একগ্লাস পানিতে এক টেবিল চামচ ছাতু গুলে খেয়ে নিতে পারেন। আর যদি টেস্টি করে খেতে চান, তাহলে এর সাথে মিলিয়ে নিন এক চা চামচ মধু, সামান্য লেবুর রস ও এক চিমটি টেলে নেয়া জিড়ার গুঁড়া। ইন্টারনেট।

করোনায় আক্রান্ত হলে করণীয়

চারদিকে বাড়ছে করোনা আক্রান্ত বাড়ছে। আর করোনা হওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে অনেকে খুব দ্রুত পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠছেন। আবার কেউ কেউ লম্বা সময় নিচ্ছেন। এ জন্য প্রথম থেকেই সচেতন হতে হবে। যদি কোনো উপসর্গ থেকে মনে হয় করোনা হতে পারে, তবে যা করবেন:

- সামান্য জ্বর আর গলা ব্যথা হলেও ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সোয়াব টেস্ট করাতে হবে।
- কোভিড-১৯ পজিটিভ এলে বাড়িতে একটা বাথরুমসহ রুমে একা থাকবেন। × বাড়ির অন্য সদস্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থাকতে হবে।
- তবে বাইরের দিকে জানলা থাকলে তা খুলে রাখতে হবে।
- পালস অক্সিমিটার রাখতে হবে সাথে যদি শ্বাস নিতে কষ্ট হয় সাথে সাথে শরীরের অক্সিজেনের পরিমাণ দেখে নেয়া যাবে।
- শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা ৯৪ এর থেকে কম হলে অক্সিজেন দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- এ সময় উপুড় হয়ে শোয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। কারণ এতে শ্বাস-প্রশ্বাস বাড়ে ও ইনফেকশনের প্রবণতাও কমে।
- ফুসফুসের কার্যকারিতা বাড়াতে নিঃশ্বাসের ব্যায়াম করতে হবে।
- চিকিৎসকের পরামর্শমতো নিয়ম করে ওষুধ খেতে হবে।
- ফল ও বাড়িতে রান্না করা খাবার খেতে হবে।

করোনা আক্রান্ত হলে সাধারণত আইসোলেশনে ১৪ দিন থাকতে হবে। এ সময়ে বাড়ির অন্য সদস্যদের অনেক বেশি সাবধান থাকতে হবে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই যথাযথ মাস্ক পরে থাকা দরকার। বিশেষজ্ঞরা বলেন, কোভিড-১৯ বা করোনায় আক্রান্তের বয়স, শারীরিক সুস্থতা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। করোনায় আক্রান্ত হলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, যাদের সংক্রমণ কম হয়, তারা মাত্র এক সপ্তাহেরও কম সময়ে সুস্থ হয়ে ওঠেন। পর্যাপ্ত বিশ্রাম, বেশি করে তরল পান এবং খুব সাধারণ কিছু ওষুধের মাধ্যমে বাড়িতেই আলাদা রেখে চিকিৎসার মাধ্যমে রোগীকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব।

ত্বক ফর্সা করতে গিয়ে যেসব বিপদ ডেকে আনছেন

কথায় বলে 'প্রথমে দর্শনধারী, পরে গুণবিচারী'। আর এই কারণেই সবাই নিজেকে একটু সুন্দর করে দেখাতে চাই। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এখানকার মানুষের সৌন্দর্যের প্রতি একটু আকর্ষণ বেশি কাজ করে। তাই অনেককে রং ফর্সাকারী ক্রিমও ব্যবহার করতে দেখা যায়। এতে অনেক সময় ক্যান্সারের মতো রোগ হওয়ারও আশঙ্কা থাকে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন বিশিষ্ট অ্যাস্থেটিক ডার্মাটোলজিস্ট ডা. জাহানারা খান ঝুমু। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ডা. রুবাইয়া আলী

প্রশ্ন: আমাদের দেশে অনেক রোগী আছে যারা স্কিন হোয়াইটিনিং (চামড়ার রং ফর্সাকরণ) এর কথা বলে। একদিকে তারা স্কিন হোয়াইট করতে চাচ্ছে কিন্তু আরেকদিকে তারা আশঙ্কা করছে স্কিনে ক্যান্সার হওয়ার। এটা নিয়ে কিছু বলুন।

ডা. জাহানারা খান ঝুমু: প্রকৃতপক্ষে স্কিন হোয়াইট করা কখনই পসিবল না। আল্লাহ আমাকে যে ন্যাচারাল রংটা দিয়েছে, মেলানোসাইটস, পিগমেন্টগুলো দিয়েছে। এগুলো যে আমাদের জন্য কত উপকারি এটা আমাদের অনুধাবন করা উচিত। হোয়াইটরা কেন ব্রাউন হতে চায়, কারণ ওরা জানে, ওদের কোন সান ড্যামেজ হলে ওদের ফোসকা পড়ে যায়, ঘা হয়ে যায়, ক্যান্সার হয়ে যায়। আমাদের সেগুলো হয় না।

আমরা যদি এই মেলানোসাইটকে নষ্ট করতে থাকি তাহলে অচিরেই কিন্তু আমাদেরও এই সমস্যা হবে। আমাদের দেশে স্কিন ক্যান্সার খুবই কম। তবে আল্লাহ আমাদের যেটা দিয়েছে সেটা আমাদের অনুধাবন করা উচিত। আমাদের ন্যাচারালি সুন্দর একটা রং দিয়েছে। আমাদের দেশে ৭০% মেয়ে কিন্তু শ্যাম বর্ণের। শ্যাম বর্ণের কোন মেয়ে জন্ম নিলে প্রথমেই পরিবার থেকে বলা হবে আমাদের মেয়েটা কালো, তারপর পাশের বাড়ি থেকে বলবে- ও তো কালো, ওকে কেমনে বিয়ে দিবেন।

এই সব ধরনের যে স্টিগমা শুরু হয়, মেয়েটার ওপরে যে মানসিক টর্চার চলতে থাকে, যার কারণে ওর ন্যাচারাল সৌন্দর্যটা দেখাই যায় না। ম্যাক্সিমাম শ্যাম বর্ণের বাংলাদেশের মেয়েকে অসুস্থ, অসুখী এবং ভীষণ ডিপ্রেশনে দেখায়। এই রং ঢাকতে গিয়ে তারা বিভিন্ন ধরনের ক্রিম ব্যবহার করে যার জন্য তারা চিন্তা করে না এই ক্রিমগুলোর সাইড ইফেক্ট কী হতে পারে। এই যে ক্যান্সারের কথা বলা হয়, ওই যে ১০০ টাকার ক্রিমটা মাখল এতে ক্ষতিটা কিন্তু হতে থাকলো।

আমরা দেহে ব্রাইটনিং ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ইউজ করি। গ্লুটাথাইনটা ব্রাইটিং এজেন্ট হিসেবে খুবই ভালো। এন্টি অক্সিডেন্ট এটা ডিটক্স করে বলে ভেতর থেকে কিন্তু ব্রাইটেনিং চলে আসে। তার প্রত্যেকটার সেল পরিষ্কার হতে থাকে।

প্রশ্ন: এন্টি অক্সিডেন্স কথাটাকে একটু ব্যাখ্যা করুন।

ডা. জাহানারা খান ঝুমু: অক্সিডেন্ট আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর একটা জিনিস। উই নিড অক্সিজেন নট অক্সিডেন্স। এখনো হচ্ছে টক্সিন, আমাদের শরীরে হেভি মেটাল জমে, আমরা বিভিন্ন রকম পলিউশন ফ্রি, রেডিকেলস জমছে এগুলোকে এলিমিনেট করার জন্য কিন্তু আমরা লুটাথন দেই। মানে লুটাথনের কাজ কিন্তু মেলানোসাইট নষ্ট করে না, এটা ডিটক্সিফাইং।

আমার ভেতর থেকে যে এনার্জিটা আসবে, আমার চোখ উজ্জ্বল হয়ে যাবে, স্কিন উজ্জ্বল হয়ে যাবে, সেজন্য আমাকে ব্রাইট আর সুন্দর লাগবে। আমি হাসতে পারবো আমার মন ভালো হয়ে যাবে। বাংলা ভিডিওতে অনেক সময় দেখে থাকব একটা চেহারা সাদা হয়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে ওখানে কার্বন পার্টিকেল দেয়া হয় ফেইসে, এমনকি সুইচ সেই কার্বন পার্টিকেল তাকে এবজর্ভ করে।

ইন্সট্যান্টলি দেখা যায় কালো থেকে সাদা হয়ে গেল এটা নিয়ে মানুষের অনেক প্রশ্ন থাকে। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়, বাট আমাদের স্কিনে যে ইম্পিরিটিস আছে সেটাকে সে নিয়ে নিতে পারে। এটা ভেরি সাইন্টিফিক। দেখা যায় স্কিন সুন্দর হচ্ছে, দিস ইজ গ্লুটাথায়ান। গ্লুটাথায়ানে আমরা ভিটামিন সি ইউজ করি।

আমরা সবাই জানি ভিটামিন সি একটা পাওয়ারফুল অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। আমরা একটা গ্লুটাথায়ন দেই এটাতে কোলাইজেন থাকে, স্টেম সেল থাকে, ইটস রেইলি গুড ফর ইনার হেলথ। এটাতে আরো ইমিউনিটি বাড়ছে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ছে। এটার জন্য ক্যান্সার হওয়ার কোন ভয় নেই।

বেশি বেশি করে ভিটামিন সি খেতে হবে, বেশি বেশি করে ফলমূল শাকসবজি খেতে হবে। বাহির থেকে সানব্লক দেয়ার সাথে সাথে আপনার ভিটামিন-সি ভিতর থেকে সানব্লকের কাজ করবে।

হিট স্ট্রোকের লক্ষণ ও করণীয়

তীব্র গরমে হিট স্ট্রোকের ঘটনা বাড়ছে। গরমে এই সময়ে দেহের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক মাত্রায় বেড়ে যায়, যার ফলে হিট স্ট্রোক হয়ে থাকে। সুস্থ থাকতে ও হিট স্ট্রোক এড়াতে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে চলতে হবে।

হিট স্ট্রোকের লক্ষণ :

শরীর প্রচণ্ড ঘামতে শুরু করে আবার হঠাৎ করে ঘাম বন্ধ হয়ে যায়; নিঃশ্বাস দ্রুত হয়; নাড়ির অস্বাভাবিক স্পন্দন হওয়া অর্থাৎ হঠাৎ ক্ষীণ ও দ্রুত হয়; রক্তচাপ কমে যায়; প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায়; হাত-পা কাঁপা, শরীরে খিঁচুনি হয়; মাথা ঝিমঝিম করা; তীব্র মাথাব্যথা; ব্যবহারে অস্বাভাবিকতার প্রকাশ; কথাবার্তায় অসংলগ্ন হওয়া।

হিট স্ট্রোক হলে বা লক্ষণ দেখা দিলে :

হিট স্ট্রোকের লক্ষণ দেখা দিলেই প্রথমে শরীরের তাপ কমানোর জন্য ঠাণ্ডা বরফ পানি দিয়ে শরীর মুছে দিন; আক্রান্ত ব্যক্তিকে শীতল পরিবেশে নিয়ে আসুন; শরীরের কাপড় যথাসম্ভব খুলে নিন; প্রচুর ঠাণ্ডা পানি, ফলের শরবত অথবা স্যালাইন পান করতে দিন; হিট স্ট্রোক হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্থানীয় হাসপাতালে নিতে হবে।

যেকোনো বয়সের মানুষের হিট স্ট্রোক হতে পারে। তবে শিশু ও বৃদ্ধদের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। যাদের শরীর খুব দুর্বল তারাও হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হতে পারেন।

হিট স্ট্রোকে অনেক সময় বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে। এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। তাই আমাদের গরমের এ সময়টায় সাবধানে থাকতে হবে। বেশি বেশি তরল খাবার খেতে হবে। রোদে বাইরে গেলে ছাতা ব্যবহার করুন।

ঠাণ্ডা খাবার খেতে হবে। কিন্তু রাস্তার পাশের খোলা কাটা ফল, শরবত খাওয়া ঠিক নয়, কারণ এতে মহামারী করোনা হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। ইন্টারনেট।

করোনা আমাদের স্বাবলম্বনের পথ দেখিয়েছে

ইকতেদার আহমেদ

লেখক: সাবেক জজ, সংবিধান, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষক

কোভিড-১৯ সর্বপ্রথম ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনের হোবেই প্রদেশে শনাক্ত হয়। পরে ২০২০ সালের প্রারম্ভে ব্যাধিটি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং বৈশ্বিক মহামারীর রূপ ধারণ করে। কোভিড-১৯ একটি সংক্রামক ব্যাধি এবং এর সাধারণ উপসর্গ হিসেবে জ্বর, সর্দি এবং শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। এ ব্যাধি সংক্রমিত ব্যক্তির হাঁচি-কাশির মাধ্যমে সৃষ্ট বায়ুকণা থেকে ছড়ায়। এ ছাড়া সংক্রমিত ব্যক্তির জীবাণু হাঁচি-কাশির কারণে বা জীবাণুযুক্ত হাত দিয়ে স্পর্শ করার কারণে পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর পৃষ্ঠতলে লেগে থাকলে এবং সেই ভাইরাসযুক্ত পৃষ্ঠতল অন্য কেউ হাত দিয়ে স্পর্শ করে নাকে-চোখে-মুখে হাত দিলে করোনাভাইরাস নাক-মুখ-চোখের শ্লেষ্মাঝিল্লি দিয়ে দেহে প্রবেশ করে।

করোনাভাইরাস রোগ প্রতিরোধের জন্য ঘন ঘন হাত ধোয়া, নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখা এবং অন্য কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে ঘনিষ্ঠ, সংস্পর্শ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য মাস্ক ব্যবহার অপরিহার্য। অপর দিকে আক্রান্ত নয় এমন ব্যক্তির মাস্ক ব্যবহার অপরিহার্য না হলেও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহার করা সমীচীন। চীনে করোনাভাইরাসের প্রকোপ দেখা দেয়ার পর সে দেশের সরকার করোনায় আক্রান্ত হোবেই প্রদেশটিকে দেশের অন্যান্য প্রদেশের সাথে এবং সমগ্র বিশ্বের সাথে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এতে দেখা যায় স্বল্প সময়ের মধ্যে এ দেশটি রোগটির প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে অনেকটা সফলতা পায়। করোনাভাইরাস ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়লে সমগ্র বিশ্বের একটি দেশের সাথে অপর দেশের আকাশ, নৌ ও স্থলপথে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হয়। আক্রান্ত দেশগুলো সরকারি- বেসরকারি কার্যালয়, কলকারখানা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করে। পরে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এর প্রকোপ শিথিল হলে ধীরে ধীরে সরকারি-বেসরকারি কার্যালয় ও কলকারখানা খুলে দেয়া হলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এখনো বন্ধ রয়েছে। আক্রান্ত অনেক দেশ কারফিউ জারি করে দেশের ও শহরের অভ্যন্তরে চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করে আবার অনেক দেশ লকডাউন ঘোষণার মাধ্যমে মানুষ ও যানবাহন চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করে।

কোভিড-১৯ পূর্ববর্তী কখনো সমগ্র বিশ্বের আকাশ, নৌ ও স্থল যোগাযোগে ছেদ পড়েনি। ইতঃপূর্বে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক এবং বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ইউরোপে প্লেগ ও স্প্যানিশ ফ্লু দেখা দিলে অঞ্চলভিত্তিক সব ধরনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। পৃথিবীর সৃষ্টি হতেই মহামারীর প্রকোপ ছিল। বিভিন্ন সময়ে মহামারীতে জনপদ বিরান হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

মহামারীর প্রতিরোধে হাদিসে বর্ণিত বিচ্ছিন্নকরণ ব্যবস্থার নির্দেশনা পাওয়া যায়। বুখারি ও মুসলিম শরিফে বর্ণিত হাদিসের বাণী- 'যদি তোমরা শুনতে পাও যে, কোনো জনপদে প্লেগ বা অনুরূপ মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে তবে তোমরা তথায় গমন করবে না। আর যদি তোমরা যে জনপদে অবস্থান করছ তথায় তার প্রাদুর্ভাব ঘটে তবে তোমরা সেখান থেকে বের হবে না।' হাদিসে বর্ণিত বাণীতে বিচ্ছিন্নকরণ (কোয়ারেন্টিন) বিষয়ে যে প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে তার সাথে ১৫ শ' বছর পরের বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক প্রক্রিয়ার কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। বর্তমান বিশ্বের কোনো দেশই সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। একটি দেশের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত পণ্য অপর দেশে রফতানি করে দেশটির চাহিদা পূরণ করা হয়; অনুরূপভাবে কোনো দেশে কোনো পণ্যের ঘাটতি থাকলে অথবা কোনো পণ্য উৎপাদিত না হলে আমদানির মাধ্যমে চাহিদা পূরণ করা হয়। এভাবে পৃথিবীর একটি দেশ অপর দেশের ওপর নির্ভরশীল। আর এ নির্ভরশীলতাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্ভব ঘটিয়েছে। আবার এমন অনেক দেশ রয়েছে যে দেশের কৃষিপণ্য বা শিল্পপণ্য উৎপাদনের সক্ষমতা থাকলেও উৎপাদন খরচের আধিক্যের কারণে নিজ দেশে উৎপাদন না করে আমদানির মাধ্যমে চাহিদা মেটানো হয়। অর্থনীতির ভাষায় এটি আমদানি বিকল্প নামে অভিহিত।

জনসংখ্যা ও আয়তন উভয় দিক বিবেচনায় বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ জনবহুল দেশ। জনসাধারণের ঘনত্বের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান পৃথিবীর শীর্ষে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশকে প্রতি বছর দেশের মানুষের মূল খাদ্য চাল আমদানি করতে হতো। সে সময় গম ও ভুট্টার চাহিদার প্রায় সম্পূর্ণ অংশই আমদানির মাধ্যমে মেটানো হতো। স্বাধীনতা-পরবর্তী নিবিড় চাষাবাদ, উন্নত সার, বীজ ও কীটনাশক এবং প্রয়োজনীয় সেচ সুবিধা প্রয়োগের ফলে কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রতি বছর কৃষিজ ভূমির হ্রাস ঘটলেও তা কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধিকে ব্যাহত করেনি।

এত স্বল্প পরিমাণ কৃষিজ ভূমি নিয়ে বাংলাদেশ যে আজ ধান, চাল, আলু ও সবজি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণের পাশাপাশি রফতানিতে সক্ষম এ কৃতিত্বের দাবিদার এ দেশের কৃষক এবং কৃষিসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সবার। এমন অনেক কৃষি ও মসলাজাতীয় পণ্য রয়েছে যার একটি বড় বা ক্ষুদ্র অংশ আমদানি করে দেশের চাহিদা মেটানো হয় অথচ এ পণ্যগুলো উৎপাদনের ক্ষেত্রে আরো সচেষ্ট হলে দেশের সম্পূর্ণ চাহিদা দেশজ উৎপাদনের মাধ্যমে মেটানো সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আদা, পেঁয়াজ ও রসুন এ তিনটি পণ্য বাংলাদেশের সর্বত্র উৎপন্ন হয়। এ তিনটি পণ্যের বড় অংশের চাহিদা অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মাধ্যমে মেটানো হয়। এ তিনটি পণ্যের মধ্যে পেঁয়াজ আমদানির ক্ষেত্রে আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের ওপর নির্ভরশীল। ভারত পেঁয়াজ উৎপাদনে উদ্বৃত্ত দেশ হলেও বিগত দু'বছর দেখা গেছে আকস্মিক রফতানি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়ায় বাংলাদেশকে বিকল্প দেশের সন্ধানে যেতে হয়। এতে দেশের সাময়িক পেঁয়াজের ঘাটতি দেখা দিলে তা জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়।

অপর কিছু কৃষিজ মসলাজাতীয় পণ্য যেমন– ধনিয়া, জিরা, এলাচ, গুলমরিচ, মরিচ, দারুচিনি, জায়ফল, জয়ত্রি প্রভৃতির বড় অংশ আমদানির মাধ্যমে মেটানো হয়। এ পণ্যগুলো আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারত ও সার্কভুক্ত দেশ শ্রীলঙ্কায় প্রচুর উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশের আবহাওয়াও এ পণ্যগুলো উৎপাদনের উপযোগী। এ পণ্যগুলোর মধ্যে এলাচ, গোলমরিচ ও মরিচ আমরা প্রতিটি বাড়ির আঙিনা বা ছাদে চাষ করলে অতিসহজেই গৃহস্থালির প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত পণ্য বিক্রির মাধ্যমে আর্থিক সচ্ছলতার পথে কিঞ্চিৎ হলেও অগ্রগতি সম্ভব। এ জন্য প্রয়োজন কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতা ও ব্যক্তিবিশেষের উদ্যোগ। এ পণ্যগুলো নিজ দেশে উৎপন্ন করে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানো গেলে বিপুল অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় সম্ভব।

এত স্বল্প পরিমাণ কৃষিজ ভূমি নিয়ে বাংলাদেশ যে আজ ধান, চাল, আলু ও সবজি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণের পাশাপাশি রফতানিতে সক্ষম এ কৃতিত্বের দাবিদার এ দেশের কৃষক এবং কৃষিসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সবার। এমন অনেক কৃষি ও মসলাজাতীয় পণ্য রয়েছে যার একটি বড় বা ক্ষুদ্র অংশ আমদানি করে দেশের চাহিদা মেটানো হয় অথচ এ পণ্যগুলো উৎপাদনের ক্ষেত্রে আরো সচেষ্ট হলে দেশের সম্পূর্ণ চাহিদা দেশজ উৎপাদনের মাধ্যমে মেটানো সম্ভব।

১০ পৃষ্ঠায়

পাল্টে গেছে গ্রামীণ জীবন

আমীর হামযা

লেখক: বিশ্লেষক

যাদের ছেলেবেলা গ্রামে কেটেছে তাদের মনোজগতে গ্রামীণ জীবনের যে চিত্র গেঁথে আছে তা এক কথায় অপূর্ব আর অসাধারণ। এখনো হৃদয়ে ভেসে ওঠে সাদামাটা সহজ-সরল, নিখাদ জীবনের গল্পগাথা। যেখানে বক্রতার কোনো স্থান নেই। প্রতারণা, ভণ্ডামি আর চাতুরীর প্রবণতা বিরল। জীবন-জীবিকার তাগিদে সেই গ্রামীণ জীবনের পাট চুকিয়ে যারা শহরবাসী হয়েছেন, ডেরা বেঁধেছেন নগরে, তাদের অন্তরে অটুট রয়েছে গ্রামীণ জনপদের অম্ল-মধুর স্মৃতি, মানে নস্টালজিয়া।

ফেলে আসা গ্রামের কথা মনে হলে গ্রামছাড়া মানুষের মনের গহিনে শিহরণ জাগে। রোমাঞ্চিত হয়। এ এক অন্য রকম অনুভূতি, যা কবিতা, গল্প উপন্যাসের উপজীব্য। তাই তো দেখা যায়, আবহমান বাংলার চিরায়ত জীবনচিত্র একটা সময় ছিল বাংলা সাহিত্যের একচেটিয়া প্রধান উপজীব্য। গত শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন শাখা; কবিতা, গল্প কী উপন্যাসে সেই নিবিড় পল্লীর মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। ফেলে আসা গ্রামের ছবি আঁকতে গিয়ে জসীমউদ্দীন তার তুমুল জনপ্রিয় ও বহুল পঠিত 'নিমন্ত্রণ' কবিতায় লিখেছেন, 'তুমি যাবে ভাই যাবে মোর সাথে আমদের ছোট গাঁয়/গাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বনের বায়/মায়া মমতায় জড়াজড়ি করি/মোর গেহখানি রহিয়াছে ভরি/মায়ের বুকেতে, বোনের আদরে, ভায়ের স্নেহের ছায়/তুমি যাবে ভাই-যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গাঁয়'। কালজয়ী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায় পল্লী সমাজ উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনের নিখুঁত বয়ান তুলে ধরেছেন। আর নিসর্গের রূপকার জীবনানন্দ রূপসী বাংলার রূপে ছিলেন বিমোহিত, যেমনি করে একজন শুদ্ধ প্রেমিক তার অনন্য সাধারণ প্রেমিকার অপার সৌন্দর্য ঐশ্বর্যে সর্বদাই মুগ্ধ থাকেন। এই মুগ্ধতার সূত্র ধরে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে এই বাংলায় চিরকাল থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন : 'তোমরা যেখানে সাধ চ'লে যাও-আমি এই বাংলার পারে র'য়ে যাব/দেখিব কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে/দেখিব খয়েরী ডানা শালিকের, সন্ধ্যায় হিম হ'য়ে আসে/ধবল রোমের নিচে তাহার হলুদ ঠ্যাং ঘাসে অন্ধকারে'। জীবনানন্দ রূপসী বাংলার সৌন্দর্যের বিমুগ্ধ রূপকার। পৃথিবীর রূপ খুঁজতে তিনি মোটেই আগ্রহী নন। বাংলার প্রতি অগাধ ভালোবাসায় অনায়াসেই তিনি বলতে পারেন : 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি/তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর/ অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে/চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে ব'সে আছে/ভোরের দোয়েল পাখি- চারিদিকে/চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ/জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশ্বত্থের ক'রে আছে চুপ/ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে/ মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে/এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ দেখেছিল'। আর সমকালীন বাংলা কবিতার অন্যতম কবি আল মাহমুদ অন্য ব্যঞ্জনায় গ্রামে ফেরার তাড়া থেকে 'প্রত্যাবর্তনের লজ্জা' কবিতায় লেখেন, 'কুয়াশার শাদা পর্দা দোলাতে দোলাতে আবার আমি ঘরে ফিরবো/শিশিরে আমার পাজামা ভিজে যাবে/চোখের পাতায় শীতের বিন্দু জমতে জমতে নির্লজ্জের মতোন হঠাৎ লাল সূর্য উঠে আসবে/পরাজিতের মতো আমার মুখের উপর রোদ নামলে, সামনে দেখবো পরিচিত নদী/ছড়ানো ছিটানো ঘরবাড়ি, গ্রাম/জলার দিকে বকের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে/তারপর দারুণ ভয়ের মতো ভেসে উঠবে আমাদের আটচালা/কলার ছোট বাগান।' কবিতাটি পাঠে ভিন্ন এক দ্যোতনায় দুলে ওঠে মন।

উপরে বর্ণিত সব কবিতায় শব্দে নির্মিত শরীরে ছড়িয়ে আছে এক প্রগাঢ় ভালোবাসা, কিন্তু সে ভালোবাসা কোনো নির্বস্তুক বায়বীয় কল্পনাবিলাস নয়। যে বাংলাদেশকে ভালোবাসেন এ সব কবি, সে বাংলাদেশ শরীরী হয়ে ওঠে শুধু প্রকৃতিতে নয়, ইতিহাসেও। এ কথা ঠিক যে, সেই ইতিহাসের গায়ে আছে উপকথার আবরণ, কখনো বা অতিকথাও, কিন্তু সেই উপকথা, রূপকথা, আর অতিকথার মানুষজন নিয়েই জেগে ওঠে এক বাংলাদেশ, সে বাংলাদেশে নেই কোনো নাগরিক আকাশরেখা, তা শুধু ভরে থাকে আম কাঁঠালের গন্ধে, হিজলের ছায়ায়, সেখানে আজো যেন সপ্তডিঙা মধুকরের যাওয়া আসা। তবে সাহিত্যে যে গ্রামবাংলার যাপিত জীবনের সন্ধান মেলে, খুঁজে পাওয়া যায়, তা বিগত যৌবনা। তার শরীরে ভাটার টান পড়েছে। এমন পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে কারো কারো মন খারাপ করে। কিন্তু বাস্তব বড় নির্মম, নির্দয়। এখানে ভাবাবেগের জায়গা কোথায়?

এ কথা ঠিক, গ্রামীণ জনপদে অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাঝেও আবহমান বাংলার ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় কিছুটা হলেও জেগে রয়েছে বটে; তবে তাতে চিড় শুধু নয়, রীতিমতো বড় আকারে ফাটল ধরেছে। এ কথায় সন্দেহের অবকাশ কম। বিষয়টি বর্তমানে প্রায় ধ্রুব সত্য। মন দ্বিধাগ্রস্ত হলেও না মেনে উপায় নেই, গ্রামীণ পরিবেশ এবং সেখানে বসবাসকারীদের অন্তরাত্মা আমূল না বদলালেও খানিকটা পাল্টেছে এবং বেঁকেছে; এটি নিশ্চিত করে বলা যায়। এই বদলানো ইতিবাচক নয়, নেতিবাচক। শুধু মনে অনুভব করাই নয়, নিছক সাদা চোখে তাকালেও সেটি সহজে দৃশ্যমান। এই বাস্তবতা কবুল না করা আর নিরেট সত্য অস্বীকার সমার্থক।

বৈষয়িক উন্নতির সাথে সাথে জটিল-কুটিল আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে গ্রামের মানুষজনও। নিকট অতীতের ঐতিহ্যগত সরল জীবন সেই ঘূর্ণাবর্তে নিমজ্জমান। হলফ করে বলা যায়, প্রযুক্তির প্রভাব এর জন্য বহুলাংশে দায়ী। তবে এটিই পুরো সত্য নয়। এটি আংশিক সত্য। গোলকায়নের এই যুগে গ্রামীণ জীবনেও আছড়ে পড়েছে বৈশ্বিক ঢেউ। সেই ঢেউয়ের তোড়ে প্রভাবিত গ্রামের মানুষের যাপিত জীবন। এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় চাওয়া-পাওয়ার প্রকৃতি গেছে বদলে। গত চার দশকের ব্যবধানে চেতনার ভিত্তিভূমি অল্পে তুষ্ট থাকার মানসিকতা, মানে সাদামাটা জীবনে সবার অলক্ষ্যে আমূল পরিবর্তন এসেছে। তাদের চলন-বলনই তা বলে দেয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলেও লোপ পেয়েছে সরলতা। উল্টো দানা বেঁধেছে অর্থ উপার্জনের তীব্র বাসনা। কিন্তু তাদের জানা নেই যে, শুধু কামনা-বাসনা থাকলেই সম্পদ অর্জন সম্ভব নয়। আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে চাই যোগ্যতা-দক্ষতা। সম্পদ কুক্ষিগত করতে সমকালীন যে বিদ্যাবুদ্ধি দরকার; তাতে ঘাটতি রয়েছে তাদের।

১০ পৃষ্ঠায়

যে কারণগুলো পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুত্ববাদের উত্থান ঘটিয়েছে

শুভজিৎ বাগচী

লেখক: কোলকাতার সাংবাদিক ও সংবাদ বিশ্লেষক।

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুত্ববাদী শক্তির উত্থানের ওপরে ভিত্তি করে একটি রাজনৈতিক দলের কীভাবে দ্রুত বৃদ্ধি হলো, তা নিয়ে এই রাজ্যে নানান চর্চা কয়েক বছর ধরেই চলছে। অনেক বিশ্লেষণই এই উত্থানের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দায়ী করেছে। তাঁর ভূমিকা যে একটা রয়েছে, তা অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু সেটা অনেক কারণের একটি মাত্র, একমাত্র নয়। মমতার জায়গায় অন্য দল থাকলেও এই শক্তিকে ঠেকানো যেত কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। বিষয়টি একটু পিছিয়ে গিয়ে শুরু করা যাক।

অবিভক্ত বাংলায় বহু আগে থেকেই একটা হিন্দুত্ববাদী ধারা ছিল। কলকাতার হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক বিশিষ্টরাই উনিশ শতকের ইংল্যান্ডে গিয়ে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী ইউরোপের জাতীয়তাবাদী চেহারা দেখে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এদের অনেকেই আবার হিন্দুত্ববাদী ও সশস্ত্র জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করতেন, যার মূলে ছিল মুসলমানবিরোধিতা। এর কারণ তেরো শতকের গোড়ায় বাংলায় ইসলাম আসে এবং প্রথম দশকের মধ্যেই এখানে ইসলামের শাসন কায়েম হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে এটা ভুলে যাওয়া মুশকিল যে দীর্ঘ ৫৫০ বছর মুসলমান তাদের ওপরে প্রভুত্ব করেছে। এই শাসন আনুষ্ঠানিকভাবে চলেছিল ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশের হাতে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় পর্যন্ত। অতএব ২০২১ সালের হিন্দুত্ববাদের জন্ম হয়েছে বহু আগেই।

তবে আবার এই বাংলাতেই এমনটা দেখা গিয়েছে যে একই পরিবারের এক ভাই হিন্দুত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত আবার অপর ভাই বামপন্থী। স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ দত্ত) ও তাঁর ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কথাই ধরা যাক। বিবেকানন্দ ছিলেন হিন্দুত্বের একজন পতাকাবাহক আর ভূপেন্দ্রনাথ ভারতে বিপ্লব কীভাবে করা সম্ভব, তা নিয়ে রীতিমতো রিপোর্ট লিখে রাশিয়া গিয়ে লেনিনকে জমা দিয়ে এসেছিলেন। এই রকম উদাহরণের শেষ নেই। অতএব একদিকে খ্রিষ্টধর্ম অনুপ্রাণিত জাতীয়তাবাদ বাঙালি যুবককে অনুপ্রাণিত করেছে, আবার অন্যদিকে করেছে সাম্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুত্ববাদের বৃদ্ধির প্রধান কারণ নরেন্দ্র মোদির মতো প্রবল ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা থাকা একজন নেতার উঠে আসা। তিনি মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন, বিজেপি অবশ্যই নির্বাচনে জিততে চায়, কিন্তু শুধু নির্বাচনে জেতাটাই তাদের লক্ষ্য নয়। জেতাটা জরুরি, তবে তারপরও তাদের একটা আদর্শ আছে।

একটি তৃতীয় ধারাও রয়েছে। এই তৃতীয় ধারার নেতৃত্ব দিচ্ছেন মুসলমান সমাজের বড় কৃষক, ছোট কৃষক ও কখনো-সখনো জমিদারেরা, যাঁদের মধ্যে একজন মীর নিসার আলী বা তিতুমীর, যিনি কলকাতা থেকে মাত্র ৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে বারাসাতে এক ভয়ংকর লড়াই করেছিলেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে।

এই তিন ধারার মধ্যে স্বাধীনতার পরে পশ্চিমবঙ্গে জিতে গেল বামপন্থীরা। যদিও এটা ভুললে চলবে না ১৯৫১-৫২ সালে ভারতের প্রথম নির্বাচনে হিন্দু জাতীয়তাবাদী দলগুলো ১৩টি আসন পেয়েছিল। এখন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় বিজেপি অত আসন জেতেনি। অন্যদিকে, বামপন্থীরা ১৯৫১-৫২ সালে পেলেন ৪১টি আসন। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের স্মৃতি প্রভাবিত খাদ্য আন্দোলন, দেশভাগ-পরবর্তী সময়ে উদ্বাস্তুদের জায়গা-জমি নিয়ে সংকট ও বামেদের ইতিবাচক ভূমিকা এবং কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার নেতৃত্বে হওয়া তেভাগা আন্দোলন–মোটামুটিভাবে এই তিনের ফলে বামপন্থীরা এতটাই এগিয়ে গেলেন যে দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্ববাদীরা আর তাঁদের নাগাল পেলেন না। হিন্দুত্ববাদী ধারাটি জল না পাওয়া গাছের মতোই নুয়ে পড়ল, কিন্তু তার শিকড় অর্থাৎ হিন্দুত্ববাদী সংগঠন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) রয়েই গেল। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে, আরএসএস ভেতরে-ভেতরে নিজেদের অনেকটাই মজবুত করেছে। হিন্দুত্ববাদী শক্তির উত্থানের এটা একটা বড় কারণ।

তবে এটা ঠিক, পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুত্ববাদের বৃদ্ধির প্রধান কারণ নরেন্দ্র মোদির মতো প্রবল ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা থাকা একজন নেতার উঠে আসা। তিনি মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন, বিজেপি অবশ্যই নির্বাচনে জিততে চায়, কিন্তু শুধু নির্বাচনে জেতাটাই তাদের লক্ষ্য নয়। জেতাটা জরুরি, তবে তারপরও তাদের একটা আদর্শ আছে। আদর্শটা হলো সমাজ পরিবর্তনের, যে সমাজের ভিত্তি হবে হিন্দু জাতীয়তাবাদ। সেই অর্থে বিজেপি একটি দক্ষিণপন্থী বিপ্লবী দল, যেমন কমিউনিস্ট পার্টি একটি বামপন্থী বিপ্লবী দল। বিজেপির বিপ্লবী ও হিন্দুত্ববাদী চরিত্র মানুষ গ্রহণ করল, প্রথমে উত্তর ভারতে আর তারপর ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গে। এটাই বাংলায় বিজেপির উত্থানের প্রধান কারণ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন, কারও পক্ষেই ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে হিন্দুত্ববাদের এই সুনামিকে ঠেকানো সম্ভব হতো না। তবে মমতা যে কিছু ভুল করেছেন, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। সংক্ষেপে তিনটি ভুলের কথা বলা যায়।

এক. ২০১১ সালে ক্ষমতায় এসে তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী দল সিপিআইএমের সদস্যদের মারধর করতে শুরু করল। সিপিএমের সমর্থকেরা প্রাণে বাঁচতে বিজেপিতে চলে গেলেন আর বিরোধীশূন্য রাজনৈতিক অঙ্গন দখল করল বিজেপি।

দুই. বিজেপির মতো সংগঠনকেন্দ্রিক দলের সঙ্গে লড়াই করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দরকার ছিল একটি সংগঠনকেন্দ্রিক দলের। কিন্তু সেটার ওপরে তিনি খুব একটা জোর দেননি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথায় ঢুকে ছিল পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি না হওয়ার প্রধান কারণ সিপিআইএম দলের সংগঠনকেন্দ্রিক রাজনীতি। ক্ষমতায় এসে তিনি পার্টিকে এড়িয়ে প্রশাসনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প বণ্টনের কাজ শুরু করেন। এতে সরকারের পরিষেবা ভালো হলেও পার্টি দুর্বল হয়ে পড়ল।

রাজনৈতিক দলের কাজটা শুধুই এনজিওর মতো পরিষেবা দেওয়া নয়, দলকে চাঙা রাখতে রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রয়োজন। সেই কর্মসূচির অভাবে তৃণমূল পার্টিটা অনেকটা গুটিয়ে গেল।

একটি রাজনৈতিক দলের জন্য যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিরোধী দল সম্পর্কে খোঁজখবর রাখা, সেই কাজটা তৃণমূল প্রায় করতই না। বছর চারেক আগে আমি দেখেছি ও লিখেছি, তৃণমূলের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কিছু মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের সদস্য আরএসএসের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের হয়ে প্রচার করছে। তৃণমূল এসবের খোঁজখবর রাখেনি, রাজনৈতিকভাবে লড়াই করার চেষ্টাও করেনি। এরাই পরে বিজেপিতে যোগ দেয়।

রাজনৈতিক দলের কাজটা শুধুই এনজিওর মতো পরিষেবা দেওয়া নয়, দলকে চাঙা রাখতে রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রয়োজন। সেই কর্মসূচির অভাবে তৃণমূল পার্টিটা অনেকটা গুটিয়ে গেল। এটা ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফল দেখে বুঝলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বললেন, 'এত দিন সরকারকে সময় দিয়েছি, এবার দেব সংগঠনকে।' কিন্তু তত দিনে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, সংগঠন সামলাতে টাকা দিয়ে বাইরে থেকে রাজনৈতিক রণকৌশলনির্ধারক প্রশান্ত কিশোরকে নিয়ে আসতে হলো। কিশোরের কাজটা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনটাকে সামলে বিজেপির উত্থান নিয়ন্ত্রণ করা। তিনি এটা কতটা করতে পেরেছেন, সেটা ২০২১ সালের নির্বাচনে বোঝা যাবে।

তিন. মমতার সম্ভবত সবচেয়ে বড় ভুল তাঁর বিভ্রান্তিকর মুসলিমনীতি। বিরোধীরা বলেন তোষণের নীতি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে এটা জানতেন না যে এই রাজ্যে 'হিন্দু-মুসলিমের স্বার্থ কখনোই এক রাস্তায় হাঁটে না।' (মুসলিম পলিটিকস অব বেঙ্গল, ১৯৩৭-১৯৪৭। শীলা সেন) এটা স্বাধীনতার আগে থেকেই চলে আসছে।

মমতা ক্ষমতায় এসেই কী করলেন? তিনি রাতারাতি মুসলিম সমাজের দাওয়াতে গিয়ে মাথায় কাপড় দিয়ে প্রার্থনা করতে শুরু করলেন, সেই ছবি সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ল। কথায় কথায় তিনি নানা ধরনের আরবি বাক্যবন্ধ আওড়াতে শুরু করলেন। হিন্দু সম্প্রদায় আরও খেপে গেল। তারপর মুসলমান সমাজের ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের একটা ছোটখাটো ভাতা দিয়ে বসলেন।

এটা মমতা কেন করলেন, এর একটা ব্যাখ্যা আছে। তৃণমূলের মুসলিম নেতাদের বক্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল যে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসতে গেলে মুসলমান ভোট ছাড়া গতি নেই। আংশিকভাবে কথাটা সত্যি, কারণ পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যা ২৭ শতাংশ। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও সত্যি যে উল্টো দিকে হিন্দু ভোট ৭০ শতাংশ।

এই ৭০ শতাংশের বড় অংশ এক হয়ে গেলে হিন্দুত্ববাদী দলের জয় নিশ্চিত। সেটাই হলো ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে, যখন বিজেপি প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গে ৪২টির মধ্যে ১৮টি আসন পেল। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে যেখানে বিজেপি পেয়েছিল হিন্দু ভোটের মাত্র ২১ শতাংশ, সেখানে ২০১৯ সালে তারা পেল ৫৭ শতাংশ। ভোটের সম্পূর্ণ মেরুকরণ ঘটে গেল। এটা চিন্তায় ফেলল মমতাকে। তিনি রাতারাতি ঘুরে গেলেন। ভাতা দিতে শুরু করলেন হিন্দু পুরোহিতদের। এবারের বিধানসভায় মুসলমানদের মনোনয়ন দিয়েছেন আগের তুলনায় কম।

বিজেপি ধারাবাহিকভাবে মুসলমান নিয়ে হিন্দুদের মধ্যে ভীতি ছড়াতে থাকল। এই ভীতি হলো পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের সংখ্যা হিন্দুদের থেকে বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা। বিজেপির তাত্ত্বিকেরা বই লিখলেন, পশ্চিমবঙ্গ ভবিষ্যতে পশ্চিম বাংলাদেশ হয়ে যাবে।

আর সবচেয়ে বড় কথা, নির্বাচনী ইশতেহারে 'মুসলমান' শব্দটি ব্যবহার করলেন মাত্র দুবার (তথ্য-গবেষক সাবির আহমেদ)। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলমান সমাজের জন্য অনেক ভালো কাজ করেছেন, যা অতীতের সরকার করেনি। যেমন, ছাত্রদের স্কলারশিপ দেওয়া বা বিধানসভায় মুসলমান প্রতিনিধিত্ব ১৫ শতাংশ থেকে একবারে ২০১১ সালে ২০ শতাংশ করা, কিছুটা হলেও সমাজজীবনে মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো ইত্যাদি। কিন্তু বিভ্রান্তিকর নীতির ফলে এই কাজগুলো চাপা পড়ে গেল, লাভটা হলো বিজেপির।

বিজেপি ধারাবাহিকভাবে মুসলমান নিয়ে হিন্দুদের মধ্যে ভীতি ছড়াতে থাকল। এই ভীতি হলো পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের সংখ্যা হিন্দুদের থেকে বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা। বিজেপির তাত্ত্বিকেরা বই লিখলেন, পশ্চিমবঙ্গ ভবিষ্যতে পশ্চিম বাংলাদেশ হয়ে যাবে। এর সঙ্গে যুক্ত হলো বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের তত্ত্ব। এই তত্ত্বকে শক্ত ভিতের ওপরে দাঁড় করাতে বিজেপি সামনে নিয়ে এল নাগরিক পঞ্জির বিষয়টি, যা দিয়ে তারা চিহ্নিত করতে চাইল কে নাগরিক আর কে নাগরিক নয়। এসবের ফলে ভীতি আরও বাড়ল।

অন্যদিকে, একদল সমাজবিজ্ঞানী বারবার তথ্য দিয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যাবৃদ্ধির বা অনুপ্রবেশের তত্ত্বকে খারিজ করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। কারণ, মানুষ সেটাই বিশ্বাস করে, যেটা সে বিশ্বাস করতে চায়। এ অবস্থায় মুসলমান জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধির বিজেপির তত্ত্বটি সার্বিকভাবে মানুষ মেনে নিল। বিজেপির ভোট বাড়তে থাকল। মমতা এর দায় এড়াতে পারেন না।

তবে শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভ্রান্তিকর নীতির জন্যই এটা হলো, এমনটা বলা যাবে না। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির উত্থানের পেছেন আরও অনেক কারণ নিশ্চয়ই রয়েছে। এই উত্থান তাদের ক্ষমতায় আনার জন্য যথেষ্ট কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

মা-বাবার হক সম্পর্কে ৬ উপদেশ

মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম

আমরা একটু বড় হয়ে, যৌবনে পা রাখি; তখন মা-বাবাকে ভুলে যাই। নানা ধরনের কষ্ট দিয়ে থাকি। অনেক সময় বৃদ্ধাশ্রমে পর্যন্তও দিয়ে থাকি। এমন অনেক ঘটনা আছে যে, মাতা-পিতাকে বৃদ্ধ বয়সে রাস্তায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

যারা মাতা-পিতার প্রতি অমনোযোগী, তাদের সাথে কড়া ভাষায় কথা বলে, মাতা-পিতার কথার আওয়াজের ওপর তাদের কথার আওয়াজ থাকে, তাদের জন্য আমার আজকের এই লেখা। আল্লাহ তায়ালা পিতা-মাতার হক সম্পর্কে তাদের সন্তানাদির উদ্দেশে কুরআনি ভাষায় ছয়টি নসিহত করেছেন।

এক. পিতা-মাতার সাথে সদা সদ্ব্যবহার করো (সূরা বনি ইসরাইল)। যে মা ১০ মাস ১০ দিন নিজের গর্ভে ধারণ করে আমাদের এই পৃথিবীর মুখ দেখিয়েছেন। শুধু তাই নয়, একদম ছোট থেকে নিয়ে যে অবস্থায় আছি, এই অবস্থায় নিয়ে আসার পেছনে অনেক পরিশ্রম করেছেন।

অবুঝ থাকা অবস্থায় বিছানায় প্রস্রাব করে দিতাম। কিন্তু মা সানন্দের সাথে তা পরিষ্কার করতেন। প্রচণ্ড শীতের সময় যখন প্রস্রাব করে দিতাম, মা ওই প্রস্রাব করা জায়গায় নিজে শুয়ে আমাকে-আপনাকে শুকনো জায়গায় শোয়াতেন। এমন মাতা-পিতার প্রতি সব সময় সর্বাবস্থায় সদ্ব্যবহার করতে বলেছেন। ভালো ব্যবহার করতে বলেছেন।

দুই.

তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না (সূরা বনি ইসরাইল)। যখন তারা বার্ধক্যে উপনীত হয়, তখন তারা ছোট শিশুর মতো আচরণ করতে থাকে। বিভিন্ন ধরনের বায়না করে। বিভিন্ন দাবি-দাওয়া করে। তখন আমরা তাদের এই দাবি-দাওয়া শুনে, তাদের এই বায়না শুনে উফ শব্দটি বলব না। যাতে তারা উফ শব্দটি শুনে তাদের হৃদয় ব্যথিত না হয়। কথিত আছে, একবার এক বৃদ্ধ পিতা তার সন্তানের কাছে শিশুদের মতো বায়না করত। সন্তানটি তার পিতার শিশুসুলভ আচরণে বিরক্ত হয়ে যায়। সেটি বৃদ্ধ পিতা উপলব্ধি করতে পারে। সে একবার তার সন্তানকে নিয়ে একটি বলসহ পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যায়। বৃদ্ধ লোকটি বলটিকে নিচে নিক্ষেপ করল ছেলেটি গিয়ে বলটিকে নিয়ে আসল। বৃদ্ধ লোকটি বলটি পুনরায় ছুড়ে মারল পাহাড়ের নিচে। সন্তানটি পুনরায় বলটি কুড়িয়ে নিয়ে এলো। এভাবে পুনরায় করতে থাকায় সন্তানটি অগ্নিশর্মা হয়ে যায়। বৃদ্ধ লোকটি ত্রুটি উপলব্ধি করতে পেরে হেসে বলল, যখন তুমি ছোট ছিলে, তখন তুমি এ পাহাড়ের চূড়ায় থেকে বল নিক্ষেপ করতে; আর আমি প্রতিবারের মতো বলটি কুড়িয়ে নিয়ে আসতাম। কিন্তু আমি কখনো বিরক্ত হইনি। (এই গল্পটি আরিফ আজাদ এর লেখিত বইয়ে (মা মা মা ও বাবা) পড়েছি।

সে একবার তার সন্তানকে নিয়ে একটি বলসহ পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যায়। বৃদ্ধ লোকটি বলটিকে নিচে নিক্ষেপ করল ছেলেটি গিয়ে বলটিকে নিয়ে আসল। বৃদ্ধ লোকটি বলটি পুনরায় ছুড়ে মারল পাহাড়ের নিচে। সন্তানটি পুনরায় বলটি কুড়িয়ে নিয়ে এলো। এভাবে পুনরায় করতে থাকায় সন্তানটি অগ্নিশর্মা হয়ে যায়। বৃদ্ধ লোকটি ত্রুটি উপলব্ধি করতে পেরে হেসে বলল, যখন তুমি ছোট ছিলে, তখন তুমি এ পাহাড়ের চূড়ায় থেকে বল নিক্ষেপ করতে; আর আমি প্রতিবারের মতো বলটি কুড়িয়ে নিয়ে আসতাম।

তিন.

তাদেরকে ধমক দিও না (সূরা বনি ইসরাইল)! যেখানে উফ শব্দটি বলা পর্যন্ত নিষেধ সেখানে ধমক দেয়া তো দূরের কথা। কিছু হতভাগা সন্তান আছে, যারা মাতা-পিতাকে কথায় কথায় ধমক দেয়। পিতা-মাতার প্রতি অসন্তুষ্টি দেখায়। আল্লাহ তায়ালা এটি জানেন। তাই উফ শব্দ বলা বারণ করা সত্ত্বেও পুনরায় ধমক দিয়ে কথা বলার জন্য নিষেধ করেছেন।

কথিত আছে, এক সন্তান তার পিতাকে মারতে মারতে অনেক অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যায়। এরপর লোকটি তার সন্তানকে বলল, তুমি থামো! কেননা আমিও আমার পিতাকে মারতে মারতে এতটুকু পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলাম। আমরা আমাদের মাতা-পিতাকে কখনো ধমক দিয়ে কথা বলব না। আমাদের স্বরকে তাদের স্বরের নিচে রাখব।

চার.

এবং বলো তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা (সূরা বানি ইসরাইল)। তাদের সাথে নম্র আচরণ করো। তাদের সামনে কখনো নিজেকে কঠোর করিও না। কেননা তোমার ওপর তোমার পিতা-মাতার সন্তুষ্টি তো আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর যদি তোমার ওপর তোমার পিতা-মাতা নারাজ থাকে, তাহলে আল্লাহ তায়ালাও তোমার ওপর নারাজ থাকবে।

পাঁচ. তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও (সূরা বানি ইসরাইল)! মাতা-পিতার সামনে নিজে এমনভাবে উত্থাপন করো, যেন তুমি তাদের কাছে দুর্বল। তাদের কথার ওপর কথা বলার সামর্থ্যটুকু নেই।

ছয়.

বলো, হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম করো, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন (সূরা বনি ইসরাইল)। এটি মাতা-পিতার জন্য দোয়া করতে বলা হয়েছে। কেননা, তারা শৈশবে আমাদের জন্য খুব কষ্ট করেছেন। আমরা তাদের বিন্দুমাত্র ঋণ পরিশোধ করতে পারব না। কিন্তু আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে উভয়ের জন্য দোয়া করতে পারব। তাদের উভয়ের জন্য কল্যাণ কামনা করতে পারব।

হজরত আবদুল্লাহ রা: বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা:-এর কাছে আমি প্রশ্ন করলাম, সবচেয়ে উত্তম আমল কী? রাসূল সা: বলেন, যথাসময়ে নামাজ আদায় করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কী? রাসূল সা: বললেন, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম অতঃপর কী? রাসূলুল্লাহ সা: বলেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা (সহিহ বুখারি : ৫৯৮০)।

তাই আমরা মাতা-পিতার সাথে সবসময়ই সদ্ব্যবহার করব। বরং এটি একটি উত্তম আমলও। আল্লাহ তায়ালা আমাদের হেফাজত করুন। আমীন।

রমজানের প্রস্তুতির সময় এখন

আবু রুফাইদাহ রফিক

বছরের শ্রেষ্ঠতম ফজিলতপূর্ণ মাহে রমজান মুমিনের দরজায় কড়া নাড়ছে। অল্প ক'দিন পরই শুরু হতে যাচ্ছে এ মহিমান্বিত মাসের সিয়াম সাধনা। বছরের ১১টি মাসের ভুলত্রুটি আর নানা পাপ-পঙ্কিলতায় কলুষিত অন্তরকে তাকওয়ার অমিয় ধারায় সিক্ত ও নিষ্কলুষ করার এক মহান সুযোগ হচ্ছে এই বরকতময় মাসের সিয়াম সাধনা। প্রতিটি মুমিনের হৃদয় এ মাসের বরকত ও মহিমা লাভের জন্য উদগ্রীব। এ মাসে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে তারই নির্দেশক্রমে ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার ও জৈবিক চাহিদা পূরণ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে তাকওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য মুমিনরা নিজেদের তৈরি করে নিচ্ছেন। রমজান আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের জন্য এক মহান উপহার। এ উপহারকে নিয়ামত হিসেবে গ্রহণ করে তার যথাযথ কদর করা প্রতিটি মুসলিমের অপরিহার্য কর্তব্য। যে মুসলিম রমজানের যথাযথ কদর করবে, সে-ই পারবে তাকওয়ার অমিয় সুধা পানে নিজেকে ধন্য করতে। পক্ষান্তরে যে রমজানের প্রতি অবহেলা করে পাপ থেকে পবিত্র হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করবে, সে হতভাগা; ধ্বংস তার জন্য! (ইবনে খুজাইমা, ইবনে হিব্বান, তিরমিজি)। সুতরাং রমজান আসার আগেই মুমিনদের উচিত এ মাসের বরকত লাভের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। কীভাবে সে এ মাসের কদর করবে, কীভাবে এর পুণ্যলাভে ধন্য হবে; এখন থেকেই তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে হবে। রমজানের প্রস্তুতির জন্য আমাদের পরিকল্পনাকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি– অর্জন ও বর্জন। যেসব বিষয় আমরা অর্জন বা গ্রহণ করব, সেগুলো হচ্ছে :প্রথমত, রমজানের পূর্ববর্তী শাবান মাসে যতটা সম্ভব নফল সিয়াম পালনের মাধ্যমে নিজেকে সিয়াম পালনে অভ্যস্ত করে তোলা।

দ্বিতীয়ত, রমজান হচ্ছে কোরআন নাজিলের মাস। এ মাসের কদরের রাতে পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছিল। সুতরাং কোরআনের এ মাসকে কোরআনময় করে রাখতে কোরআনের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত এবং কোরআনের শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রচার-প্রসারে ভূমিকা রাখা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য। হাদিসে এসেছে, প্রতি রমজানে জিবরাইল (আ.) রাসুলকে কোরআন শোনাতেন এবং রাসুলের জীবনের সর্বশেষ রমজানে জিবরাইল রাসুলকে দু'বার কোরআন শুনিয়েছিলেন। এতে বোঝা যায়, রমজান মাসে কোরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব অন্যান্য মাসের চেয়ে বেশি। তাই রমজান আসার আগেই মুমিনদের উচিত নিজে কোরআন শিক্ষা করা এবং পরিবারের লোকদের কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করা। তৃতীয়ত, রমজান আসার আগেই সিয়ামের বিধিবিধান সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা। সিয়াম বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি ও ভঙ্গ হওয়ার কারণ ইত্যাদি মাসায়েল ভালোভাবে জেনে নেওয়া। চতুর্থত, রমজান পর্যন্ত হায়াতপ্রাপ্তি এবং সুস্থতার সঙ্গে রমজানের সিয়ামগুলো সম্পন্ন করার মাধ্যমে যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি- এ জন্য বেশি বেশি দোয়া করা।

যেসব বিষয় বর্জন করব, সেগুলো হচ্ছে :

আমরা জানি, সওম কবুল হওয়ার জন্য সওম অবস্থায় অশ্লীল কথা, কাজ এবং অন্যান্য পাপ থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য। যেমন হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও অন্যায় কাজ পরিহার করতে না পারে; তার উপবাস থাকার মধ্যে আল্লাহর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। সুতরাং রমজান আসার আগেই মুসলমানদের উচিত যাবতীয় পাপাচার পরিত্যাগ করার অভ্যাস তৈরি করা। মিথ্যা বলা, অশ্লীলতা, পরনিন্দা, গালি, গিবত, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, বিদ্বেষ, মাদকাসক্তি, ধূমপান, সুদ, ঘুষ, জুয়া, ওজনে কম দেওয়া, খাদ্যে ভেজাল দেওয়া, অযথা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে মানুষকে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি গর্হিত আচরণ এখন থেকেই পরিহার করতে হবে। কারণ এসব আচরণ সওম কবুল হওয়ার পথে বাধা তৈরি করে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, হারাম উপার্জন থেকে বেঁচে থাকা। খেয়াল রাখতে হবে, যেন সেহরি ও ইফতার কিছুতেই হারাম উপার্জন থেকে না হয়। কারণ হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী, হারাম উপার্জন দ্বারা গঠিত দেহ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এভাবেই আমরা যাবতীয় অবৈধ, অনৈতিক ও হারাম কাজ পরিহার এবং বেশি বেশি সৎ আমলের মাধ্যমে নিজেদের সিয়াম সাধনার জন্য প্রস্তুত করে নিতে পারি।

South Asian frontline doctors answer most popular questions about COVID-19 vaccine

London, 9 Apirl :The rollout of the COVID-19 vaccines is being celebrated because vaccination saves lives and offers us a way out of the coronavirus crisis. Millions of people have already had their first dose of a COVID-19 vaccine, but there are some who are worried about the safety of a jab that has been developed so quickly.

Here, six doctors, who are working on the frontline of the coronavirus pandemic, respond to some of the most popular questions about the COVID-19 vaccine.

The vaccine was developed too quickly, how can I be sure it's safe?
The vaccines that are authorised have been through three stages of clinical trials and have been tested on tens of thousands of people around the world.

The trial phases were organised to overlap, speeding up the overall time of vaccine production, but without cutting any corners on trialling the vaccine and ensuring it meets strict standards of safety and effectiveness.

While the vaccines have been created quickly, they have been subjected to the same rigorous safety tests and processes as other medicines. The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), the independent regulatory body which approves all the medicines we use in the UK, has assessed the safety of each vaccine and continues to monitor them. Millions of people have received a COVID-19 vaccine.

As a GP, I've witnessed the devastating impact that COVID-19 has had on my community. It is important to remember that any side effects from the vaccine are minimal compared to the much higher risks of ending up in hospital, in intensive care or even dying from COVID.

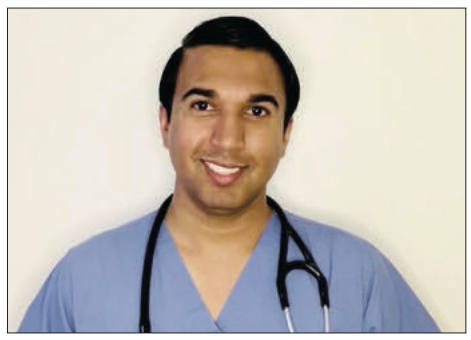

Dr Koyes Ahmed, NHS GP, Urgent Care Doctor and Vice Chair of the Bristol Muslim Strategic Leadership Group

Is the vaccine Halal?
The three COVID-19 vaccines currently approved in the UK contain no pork products and many Muslim leaders and organisations are encouraging their communities to take the vaccine. The British Islamic Medical Association, Muslim Doctors Association, Muslim Council of Britain and the Mosques and Imams National Advisory Board are some of the many Muslim organisations that are encouraging people to get the vaccines.

The Oxford AstraZeneca vaccine contains some ethanol, but the amount is so small, similar to what you can expect in bread or banana, that many Muslim scholars have said it is permissible to take the vaccine. Mosques around the country are also being used as vaccination centres as part of Muslim leaders' support of the vaccine rollout. If you want to find out more about the vaccine and its compatibility with your faith, you can talk to the faith leader at your local mosque.

Dr Hina Shahid, GP and Chair of the Muslim Doctors Association

Can I take the COVID-19 vaccine whilst fasting during Ramadan?
Taking the COVID-19 vaccine does not invalidate the fast, according to Islamic scholars. You don't need to delay your COVID vaccinations on the account of Ramadan.

Dr Ebadur Chowdhury, GP

Does the vaccine contain aborted foetal cells?
There are no aborted foetal cells or tissues in any of the COVID-19 vaccines. In fact, there are no living organisms or human cells in any of the jabs. The production and testing of each vaccine has been monitored to ensure they meet ethical standards. Muslim associations and Imams are all among those who have endorsed the UK's vaccine rollout.

Dr Nighat Arif NHS GPwSI in Women's health in Buckinghamshire BBC Breakfast/ITV This Morning Contributor

Are the COVID vaccines free?
COVID-19 vaccines are only available free of charge from the NHS. You cannot get the jab privately. Criminals are using the pandemic to defraud people so it's important to remember the NHS will never ask you to pay for the vaccine or provide your bank details to get the jab.

Dr Farzana Hussain, GP The Project Surgery, Newham.

Will the vaccine work with the new variants?
Both the Pfizer/BioNTech and Oxford/AstraZeneca vaccines are safe and effective against the COVID-19 variants currently dominant in the UK. In terms of other variants, even if a vaccine demonstrates reduced effectiveness against other variants in preventing infection, there may still be protection against severe disease that can lead to hospitalisation and death. The continued rollout of the vaccine is therefore essential to save lives and to protect our NHS.

Dr Harpreet Sood, GP in London and Board member of Health Education England.

ALAMIN TRAVELS Ltd
Tel: 020 7375 2669

IATA
AIR INDIA
Biman BANGLADESH AIRLINES
ATOL PROTECTED 74056

MasterCard Maestro Cirrus Cirrus SWITCH SOLO

Sylhet Direct Return £565
Call for Booking
T: 020 7375 2669 | M: 07903 568 723

London Office:
ALAMIN TRAVELS Ltd
66 Hanbury Street
London E1 5JL
Fax: 020 7247 0616

Sylhet Office:
ALAMIN TRAVELS Ltd
Hotel Al-Amin Ltd.
Puran Lane Lal Bazar, Sylhet 3100
Bangladesh, Tel: 718220, 721811

alamintravl@yahoo.co.uk | www.alamintravels.co.uk

UK REGULATOR 'MAY RESTRICT USE OF OXFORD COVID VACCINE IN YOUNGER PEOPLE'

(from back page)
causal link between blood clots and the Oxford jab – and that the benefits of the vaccine in preventing coronavirus outweigh any risks. It noted that 30 people out of the 18.1 million who had received the Oxford vaccine in the UK had developed blood clots, and seven of those had died, as of 24 March. But Channel 4 News reported on Monday night that the MHRA was considering proposals to restrict the use of the Oxford-AstraZeneca vaccine in younger people and a decision could be made as early as Tuesday.

Speaking to BBC Radio 4's Today programme, Professor Ferguson said: "In terms of the data at the moment, there is increasing evidence that there is a rare risk associated, particularly with the AstraZeneca vaccine but it may be associated at a lower level with other vaccines, of these unusual blood clots with low platelet counts. "It appears that risk is age-related, it may possibly be – but the data is weaker on this – related to sex. "And so the older you are, the less the risk is and also the higher the risk is of Covid so the risk-benefit equation really points very much towards being vaccinated."

But Channel 4 News reported on Monday night that the MHRA was considering proposals to restrict the use of the Oxford-AstraZenica vaccine in younger people and a decision could be made as early as Tuesday. Speaking to BBC Radio 4's Today programme, Professor Ferguson said: "In terms of the data at the moment, there is increasing evidence that there is a rare risk associated, particularly with the AstraZeneca vaccine but it may be associated at a lower level with other vaccines, of these unusual blood clots with low platelet counts.

"It appears that risk is age-related, it may possibly be – but the data is weaker on this – related to sex. "And so the older you are, the less the risk is and also the higher the risk is of Covid so the risk-benefit equation really points very much towards being vaccinated." He added: "I think it becomes slightly more complicated when you get to younger age groups where the risk-benefit equation is more complicated." Professor Ferguson said the MHRA and the Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) were considering the potential risk of blood clots from the jab "very urgently".

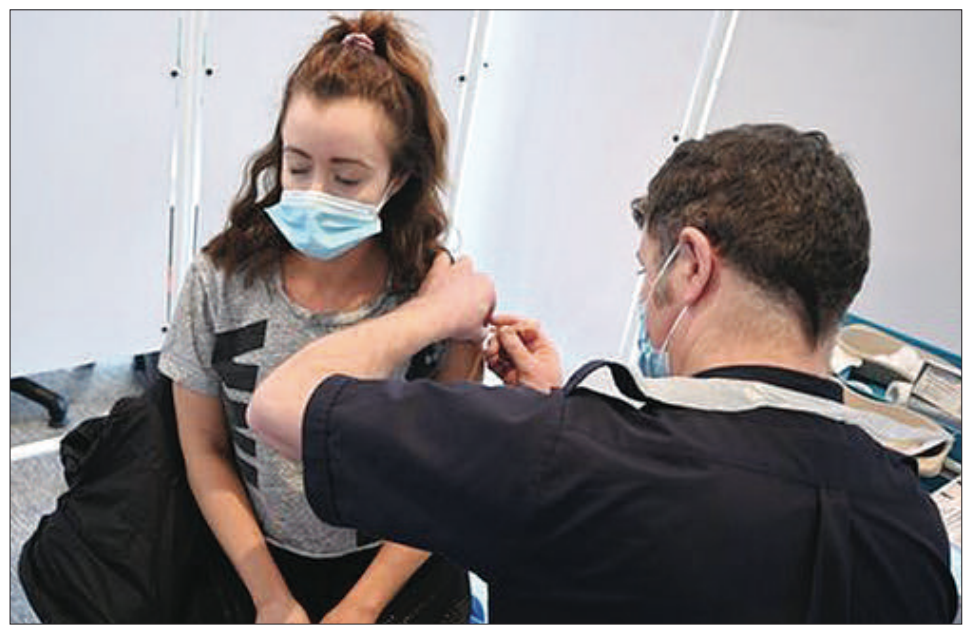

MHRA chief executive Dr June Raine said: "People should continue to get their vaccine when invited to do so. "Our thorough and detailed review is ongoing into reports of very rare and specific types of blood clots with low platelets following the Covid-19 Vaccine AstraZeneca. "No decision has yet been made on any regulatory action." Earlier this week, Dr Raine stressed the "benefits of Covid-19 Vaccine AstraZeneca in preventing Covid-19 infection and its complications continue to outweigh any risks and the public should continue to get their vaccine when invited to do so".

Concerns about the possibility of blood clots caused by Covid vaccines have led some European countries to suspend their rollout of the Oxford jab. However, the European Medicines Agency (EMA) has said that there is currently "no evidence" to support restricting the use of the vaccine in any population, noting that a link with clotting was "not proven, but possible".

Subscribe to.....

SURMA

Account Name
Surma News Group
Account Number
31451413
Sort Code
40 01 18
Bank HSBC

আপনি যদি ডাকযোগে সাপ্তাহিক সুরমা পেতে চান, তবে ইংরেজীতে নাম ও ঠিকানাসহ চাঁদা বাবদ উপযুক্ত পরিমাণ অর্থের ও 'SURMA' নামে চেক বা পোষ্টাল অর্ডার সঙ্গে দিয়ে পাঠান। পাঠাবার ঠিকানা হচ্ছে :

SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6)
85 Myrdle Street, London E1 1HL
1 Month £7.00 [ ] 6 Months £40.00 [ ]
1 Year £60.00 [ ] 2 years £110.00 [ ]

Mr/Mrs/Miss: _____

Address: _____

_____

Post Code: _____ Telephone: _____

বিমানে লণ্ডন-সিলেট রুটে
আমাদের সেবা গ্রহণ করুন

We provide 24 hours telephone services
আমরা ২৪ ঘন্টা টেলিফোন সার্ভিস দিচ্ছি

Biman Approved

ATOL PROTECTED 79162

সুলভ দামে ওমরার বুকিং নেয়া হচ্ছে

ম্যানচেষ্টার ও নর্থের যাত্রীদের জন্য বিশেষ সুযোগ রয়েছে।
Book with us for any destiation in the world
Save money and time

বি. দ্র: গ্রাহকদের সুবিধার্থে শনিবার বিকেল ৪টা পর্যন্ত খোলা।

Hillside Travels
Unit-3, 388 Green Street, London E13 9AP
Tel : 0208 552 2033 I 0208 552 9888
Fax : 0208 552 7538
sales@hillsidetravels.com
www.hilsidetravels.com

JUSTICE SM MURSHED: THERE WILL NEVER BE ANOTHER LIKE HIM

(from Back page)
sister of Sher-e-Bangla A. K. Fazlul Huq.
He obtained his bachelors in economics from Presidency College, Calcutta in 1931, masters from Calcutta University in 1933, and L.L.B degree in 1933. In early 1939, he became a barrister from Lincoln's Inn in London.
Murshed became a member of the Calcutta High Court Bar in 1934. Returning from England in 1939, he started practicing as a senior advocate of the Federal Court of India. In 1951, he migrated to the-then Pakistan and joined the Dhaka High Court Bar in 1951. He was elevated to a judge of the Dhaka High Court bench in early1955. He served as an ad hoc judge of the Pakistan Supreme Court during 1962–1963. He was appointed Chief Justice of the-then East Pakistan High Court in May 1964 and served close to 1967. He resigned from the position in November 1967.
According to the former Chief Justice of Bangladesh Latifur Rahman, some of the notable judgments delivered by Murshed was Abdul Haque minister's case, the Pan case, the Basic Democracies case and the case of Lt Colonel GL Bhattacharya. Former president of Pakistan Ayub Khan commented, "Murshed has a brilliant, intelligent, literary bent of mind and aptitude for language, but he is impulsive and unstable."
Murshed joined the mass movement against Ayub in late 1968. A contemporary report in Timemagazine stated, &quoted;The opposition cause was also boosted by widely respected Syed Mahbub Murshed, former Chief Justice of the East Pakistan High Court, who told the nation that 'We are not destined to perish in ignominy if we put up a determined and united resistance to evil."
During the Bengal famine of 1943 and later during the communal riots of 1946, Murshed worked with the welfare organization Anjuman Mufidul Islam. Murshed was married to Lyla Arzumand Banu, a daughter of Mohammed Zakariah, an Indian Nationalist and Mayor of Calcutta. Together they had three sons – Syed Marghub
Murshed, a former civil servant (CSP), Syed Mamnun Murshed, an academic and diplomat, and Syed Mansood Murshed, an educationalist, and one daughter, Syeda Shaida Murshed. In 1990, the Government of Bangladesh released a stamp commemorating Murshed.
Whereas means have been already taken to express the public sense of the loss which the country has sustained, by the death of the late Chief Justice of the-then High Court of former East Pakistan (now Bangladesh), and the profound grief which has affected the community: And whereas, it is fit that the actions, character and services of the illustrious dead should be adequately portrayed and commemorated.
J.G. Holland says, "Laws are the very bulwarks' of liberty; they define every man's rights, and defend the individual liberties of all men." Barrister Murshed has taken up legal profession as his career and conforming to the standards of legal profession: A person following a profession, especially a learned profession; one who earns a living in a given or implied occupation engaged in one of the learned professions, as law and as a member of a profession, especially
one of the learned professions; a professional whose work is consistently of high quality; and asa lawyer, he should be a consummated craftsman.
Barrister Murshed is no exception to these axioms. He is a person who is professionally engaged in the analysis and interpretation of works of legal issues; being an outstanding jurist, he is a professional person authorised to practice law; conducts lawsuits or gives legal advice; he remains an authority on constitutional law. "In matters of truth and justice, there is no difference between large and small problems, for issues concerning people are all the same" and Justice Murshed might have a firm conviction in these words of Albert Einstein. For as much as it has pleased Almighty God, in his wise Providence, to take out of this world the Hon. SM Murshed, late Chief Justice of the-then High Court, let us bow in lowly submission under this an afflictive dispensation. Let us offer up our thanksgivings, for the good examples, and for the signal services of the eminent deceased. And let us pray, that through Divine Grace, we may make a religious improvement of the mournful event commemorated; so that after this transitory life shall be ended, we may rest with the Spirits of just men like him may make us tobe perfect.
Especially,we adore his name, for the eminent virtues and for the illustrious actions of the late Chief Justice of the High Court. While we acknowledge his undeserved mercies in having given him, in times of difficulty and danger, to the counsels and to the administration of justice in this land. We pray that the present remembrance of him may impress us with due gratitude for the benefits, which through his agency, have been extended to us by him of all good. May his memory be an incentive to all who shall come after him in our Courts of Justice, and in all the employments of the state. And may posterity, while they shall inherit the lustre of his name, enjoy the benefit of his life, in a continuance of the happy consequences of his labours, and in a succession of great and good men, to the glory of his name, and to the prosperity of his people, to the end of time.
We ask for his immortal life and especially in the loss which we now deplore. The same we ask for the family of the deceased, and for all allied to him in kindred or in friendship. God, who has instructed us in His holy word, to render honour to whom it is due, we implore His blessing on the celebration which is to follow. Support, in the discharge of this duty, God's servant to whom it is committed. May this tribute of gratitude be worthy of the name which it commemorates
May the inhabitants of this land, while they join in or approve of our present celebration, feel it a call to a due reverence of the laws, and of submission to the administration of them; and may all, who like the venerable deceased, have been eminent benefactors to mankind, like Justice Murshed, also find grateful fellow citizens, honouring them in their lives and in their deaths, which we ask through the Creator.
Fellow citizens, Justice Murshed is shown most beneficently to the world, in raising up during his times and in crowning with length of days, men of pre-eminent goodness and wisdom. Many of the undoubted blessings of life are to deaden the aspirations of his immortal spirit. The unnumbered contributions to the sum of physical enjoyment, which a bountiful Creator has spread around us, afford such a prodigal repast to the senses, that if man were not sometimes allured from the banquet as to be totally insensible to either.
To the sensual, it often comes in the pains and disgusts of satiety, and occasionally to the most hardened in the awakening denunciations of future responsibility. The good find it in the pleasures of beneficence, and the wise in the enjoyments of wisdom. It is addressed severally to each, and with endless variety corresponding to his personal case and condition. But it comes to all, and at all times, and with most persuasive influence, in the beautiful example of a
long career of public and private virtue, of wisdom never surprised, of goodness never intermittent, of benignity, simplicity, and gentleness, finally ending in that hoary head which is quoted ;is a crown of glory of Justice Murshed, if it be found in the way of righteousness."
To this example all men of all descriptions, pay voluntary, or involuntary homage. There is no one from whom the impress of the divinity so wholly effaced, as to be insensible to its beauty. The very circumstance of its duration affects all hearts with the conviction that it has the characters of that excellence which is eternal, and it is thus sanctified while it still lives and is seen by men. When death has set his soul upon such an example, the universal voice proclaims it as one of the appointed sanctions of virtue, and if great public services are blended with it, communities of men come as with one heart to pay it the tribute of their praise, and to pass it to succeeding generations, with the attestation of their personal recognition and regard.
Justice SM Murshed was a man of extraordinary vigour of mind, and of undaunted courage.His placidity, moderation, and calmness, irresistibly won the esteem of men, and invited them to intercourse with him; his benevolent heart, and his serene and at times joyous temper, made him the cherished companion of his friends; his candour and integrity attracted the confidence of the bar; and that extraordinary comprehension and grasp of mind, by which difficulties were
seized and overcome without effort or parade, commanded the attention and respect of the Courts of Justice.
This is the traditional account of the professional years of Murshed. He accordingly rose rapidly to distinction, and to a distinction which nobody merited, because he seemed neither to wish it, nor to be conscious of it himself. A day has now approached, when questions of momentous national concern were to display more extensively the powers of this eminent man, and to give to the whole Bangladesh's people an interest in his services and fame.

PM HAS NOT 'GIVEN UP' ON FOREIGN AHOLIDAYS FROM 17 MAY

(from Back page)
cheaper and faster COVID tests on their return to the UK. Under the prime minister's roadmap for lifting lockdown restrictions, international travel without a reasonable excuse will not be allowed to happen earlier than 17 May. However, with many countries across Europe suffering a third wave of COVID infections, the government has not yet been able to confirm whether foreign holidays will be allowed beyond that date - leaving many families uncertain whether to book a summer break abroad.
Speaking on a visit to an AstraZeneca laboratory in Macclesfield on Tuesday, Mr Johnson acknowledged people were "impatient" to book their holidays as soon as they can. But he said the government needed to be "prudent at this stage". The prime minister also responded to a call from the boss of easyJet to allow people to use lateral flow tests - rather than more expensive PCR tests - as part of border requirements when returning from abroad.
In a document published on Monday night, the government said - when non-essential international travel is allowed - it will be based on a "traffic-light" system with those returning from "green" countries not needing to isolate on their return to the UK. However, the document added "pre-departure and post-arrival tests would still be needed". Under current travel rules, anyone returning to the UK from a "red list" country is required to quarantine in a hotel for at least 10 days on arrival. And those travelling from all other destinations must quarantine at home for 10 days and take COVID tests on days two and eight after their arrival in the UK.
These PCR tests can be booked from a list of government-approved providers and cost around £170-£200. But asked whether lateral flow tests could instead be allowed to fulfil post-arrival testing requirements for holidaymakers this summer, the prime minister said: "I do think we want to make things as easy as we possibly can. "I think the boss of easyJet is right to focus on this issue. We're going to see what we can do to make things as flexible and as affordable as possible.
"I do want to see international travel start up again. We have to be realistic - a lot of the destinations we want to go to at the moment are suffering a new wave of the illness, of COVID, as we know. "We can't do it immediately, but that doesn't mean we've given up on 17 May when we'll be saying as much as we can as soon as we can about international travel.
"I know how impatient people are to book their holidays if they possibly can. But we just have to be prudent at this stage." Mr Johnson has already announced that, from Friday, everyone in England will be able to access free lateral flow tests twice a week.

Nicola Sturgeon reveals Scotland received Moderna vaccines YESTERDAY

LONDON 09 April : Scotland has already received its first doses of the Moderna vaccine, Nicola Sturgeon revealed today. The First Minister told a press conference the first consignment arrived safely yesterday, giving the country three different jabs to administer. But she said its arrival would not speed up the rollout as the doses had already been factored into projections. Her admission came as the vaccines minister confirmed that the first of the 17million doses ordered by the Government for the UK would be rolled out within the next fortnight Nadhim Zahawi said the first batch of the jab — which uses mRNA technology such as Pfizer's and was approved by regulators in January — was set to arrive in the third week of April, with 'more volume' expected in May. But her admission today suggests the jabs are already here but may not be rolled out for a fortnight.
In a televised address today, Ms Sturgeon said: 'I can confirm that the first batch of the Moderna vaccine arrived in Scotland safely yesterday.
'A total of 17million doses of this vaccine have been ordered for the UK and of that total Scotland will receive well over a million doses.
'It's important to stress though that Moderna vaccines will arrive over a period of months, not all at once. 'The doses we expect to receive are already factored into our forward projections. So the arrival of this first batch doesn't mean that we are able to accelerate the vaccination programme. The speed of vaccination is already taking account of the expected Moderna supplies.'Nevertheless the fact that we now have three vaccines in use is clearly very welcome and it does give us additional security of supply, which is important.'
The number of Covid-19 patients in hospitals in Scotland has fallen to 196, the First Minister revealed. She told a Scottish Government coronavirus briefing this figure is 19 fewer than when it was last provided before the Easter break. Of these patients, the number in intensive care remains the same as prior to the Easter break at 21.
The First Minister said 2,577,816 people have received the first dose of a Covid-19 vaccination and 463,780 have received their second dose.
Ms Sturgeon also confirmed schools in Scotland will reopen fully after the Easter break, weeks after they went back in England. Speaking at the coronavirus briefing in Edinburgh, she said: 'Having assessed the data with the input of our clinical advisers, when the Easter holidays end virtually all pupils will return to school full time, so secondary schools after Easter will go back to in-person, full-time learning.
'The one exception to this is children that are on the shielding list, we are continuing to recommend that they stay at home until April 26 and that's in line with the advice already received from the chief medical officer.' Ms Sturgeon added: 'This, I know, will be a huge relief to many children and young people and of course to many parents and carers and as I said a moment ago, by the end of April we want to see children on the shielding list get back to school in person as well.'

UK MINISTER DEFENDS POSSIBLE DOMESTIC USE OF 'VACCINE PASSPORTS'

(from Back page)
for domestic as well as international use.
Speaking at a Downing Street briefing, Johnson said there would be "three ingredients" involved in establishing Covid-19 certification: vaccination status, testing and an individual's immunity based on whether they had contracted coronavirus within the past six months. Johnson also pledged that vaccine passports would not be used domestically before June 21, adding: "The most important thing to say is that there is absolutely no question of people being asked to produce certification or Covid status reports when they go to the shops or to the pub garden or to the hairdresser or whatever on Monday."
The government is facing a growing backlash from Conservative and opposition MPs. Last week, 41 Tory MPs, including former minister Steve Baker, joined forces with Labour and Liberal Democrat colleagues to voice their concerns, describing vaccine passports as "divisive and discriminatory". Speaking on Tuesday, shadow health secretary Jonathan Ashworth accused the government of creating "confusion" and said that Labour would have to be "convinced" to vote in favour of the measures.
"I do think it is discriminatory to say to somebody here in Leicester that you cannot go into Next or H&M unless you produce your vaccination status on an app, unless you produce that digital ID card," he told Sky News. "Now, if ministers are saying that is not what the policy is then they have to explain why does the policy document they produced last night permit that scenario?"
His comments follow remarks made by Labour leader Sir Keir Starmer, who last week told the Telegraph newspaper that the use of vaccine passports in everyday social spaces such as pubs would contradict the "British instinct".
Conservative MPs, including Mark Harper, the chair of the Covid Recovery Group, have urged the government to commit to putting vaccine passports to a parliamentary vote in the coming months.
"It is crucial MPs are allowed a vote on this, as Michael Gove promised last week", Harper said on Monday evening. "Whether the state legislates for it, recommends it or simply allows it, Covid status certification will lead to a two-tier Britain and these issues need debating thoroughly and carefully before we allow them to affect the lives of our constituents."
Meanwhile, former Conservative minister Sir John Redwood said he recognised that the government was trying to navigate an "extremely difficult balancing act" in regards to vaccine passports. "I want to see the proposals and the whole package. I don't like the idea that you would need to provide papers to go to the pub", he told the BBC on Tuesday. "It is important we take into account people's behaviour, people's economic needs and social needs as well as the medical advice."

Third Covid wave 'is likely to hit this summer'

(from Back page)
also likely to trigger a fresh row over whether ministers should be guided entirely by such pessimistic predictions. In papers made public last night, Sage scientists modelled the likely outcome of a return to some kind of normality, which begins next week with step two – the reopening of non-essential shops and businesses and outdoor hospitality.
While this, and further opening in stage three, are not predicted to have a great effect, it is the projected lifting of all restrictions in the final stage from June 21 that will lead to a third wave. The document says the timing of the resurgence of deaths and hospital patients is highly uncertain and, in most scenarios, their peak will be below the height of the wave seen in January. But the scientists add that 'scenarios with little transmission reduction after step four or with pessimistic but plausible vaccine efficacy assumptions can result in resurgences in hospitalisations of a similar scale to January 2021'.
In mid-January, there were 39,248 people in hospital with Covid and there were 1,820 deaths on January 20. A senior Sage source said yesterday that, even with the national vaccination programme, a full return to normal life is not on the horizon. They said that if Britain was to return to the way of life and social contact we enjoyed in February last year, there would be a 'big epidemic'. This would still happen because some people – so far around five per cent – are choosing not to be vaccinated, while the jabs themselves are not 100 per cent effective against Covid, particularly with the rise of new variants.
While the vaccination programme has helped cause a sharp fall in the Covid toll in recent weeks, this would not be the case once lockdown is lifted in full. The scientists produced a number of projections based on different assumptions of vaccine efficiency and public behaviour. The scientific model suggesting hospital admissions could reach January levels comes from the London School of Hygiene and Tropical Medicine, based on an assumption that two doses of the AstraZeneca vaccine – by far the most widely-used in the UK – provide only 31 per cent protection against transmission and are 85 per cent effective against severe disease, including death.
While the vaccine is known to be more protective against symptoms, the 31 per cent figure is used because it is thought vaccinated people can still transmit the virus even if they have no symptoms. The same scientists also have grave predictions about numbers of deaths if people move around a lot and mix freely with others.
The models from Warwick University and Imperial College London rate the efficiency of the AstraZeneca vaccine more highly, resulting in a prediction of fewer deaths and hospital admissions in the surge after June.
But even their best case scenarios, based on assumptions of very high vaccine efficacy, still lead the report to conclude it is 'highly likely there will be a further resurgence in hospitalisations and deaths after the later steps of the roadmap'. This can be reduced in scale, saving many lives, if a 'baseline set of measures' is kept in place. These could include keeping on wearing masks in certain situations, avoiding crowds and continuing to think about hygiene.
One reason for the pessimistic forecasts is that delivery delays mean that around 500,000 fewer vaccinations a week will take place in July than initially planned.
Last October there was controversy when several 'reasonable worst case scenarios' from scientists were released, including one from Cambridge University and Public Health England that forecast more than 4,000 deaths a day in November without new restrictions being brought in.
A few days later Britain went into a lockdown from which it has not yet emerged. In the event, deaths in November did not rise far above 600 in a day, before peaking at three times that number in January. In last night's Downing Street press conference, Mr Johnson continued to keep faith with his roadmap and insisted that life would not be too 'onerous' with regular testing.
He said: 'If things continue to go well, I do think for many people in many ways, life will begin to get back to at least some semblance of normality.' But Chief Medical Officer Professor Chris Whitty said: 'We will have significant problems with Covid for the foreseeable future and I don't think we should pretend otherwise.'

SURMA

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

SURMA 43 Years
Issue 2197
09 - 15 April 2021

HANDS FACE SPACE

UK REGULATOR 'MAY RESTRICT USE OF OXFORD COVID VACCINE IN YOUNGER PEOPLE'

LONDON 09 April : Rare cases of blood clots in people who have been given the Oxford/AstraZeneca Covid vaccine could raise questions over whether young people should receive it, a leading epidemiologist has said, amid reports the UK's watchdog was considering new restrictions on the jab. Professor Neil Ferguson, who has himself received the Oxford jab, said the risk of unusual blood clots appeared to be age-related, with younger people more likely to be affected by them.

Following a review of the vaccine earlier this week, the UK's Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) said there was currently no evidence to suggest a

Page 21

The 3rd of April 2021 was 42nd death of Justice Murshed

JUSTICE SM MURSHED: THERE WILL NEVER BE ANOTHER LIKE HIM

By Anwar A. Khan

Bangladesh's giant lawyer and jurist Syed Mahbub Murshed of international fame was born on January 11, 1911 and he died on 3 April 1979. He lived only 68 years. Saying goodbye is never easy, especially when it comes to icons and stars fans have grown to love.Murshed was born to his parents Syed Abdus Salek, a member of the Bengal Civil Service and Afzalunnessa Begum, a

Page 22

UK MINISTER DEFENDS POSSIBLE DOMESTIC USE OF 'VACCINE PASSPORTS'

LONDON 09 April : The UK government on Tuesday defended the possible domestic use of coronavirus certification, or so-called vaccine passports, after the opposition Labour party warned that such measures could be "discriminatory". Nadhim Zahawi, minister responsible for the coronavirus vaccine rollout, said that the domestic use of certification raised "a number of ethical issues", but stressed that the government's vaccine task force led by Cabinet Office minister Michael Gove was reviewing the issue, adding that it would be "irresponsible" not to explore all options.

"It is only right and responsible to look at all options available to us to be able to reopen the economy in as safe a way as possible as other countries are doing", he told BBC Radio 4's Today programme. Zahawi's comments follow confirmation from Prime Minister Boris Johnson on Monday that the government was exploring the use of vaccine passports

Page 23

PM HAS NOT 'GIVEN UP' ON FOREIGN AHOLIDAYS FROM 17 MAY

LONDON 09 April : Boris Johnson has not "given up" on allowing Britons to jet abroad from 17 May as he raised the prospect of holidaymakers being able to use

Page 22

Third Covid wave 'is likely to hit this summer'

LONDON 09 April : Britain is 'highly likely' to suffer a third wave of Covid infections and deaths once all lockdown restrictions are lifted in the summer, Government scientists warned last night. In a gloomy set of scenarios, the Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage) said that hospital admissions could once again hit the levels seen in January. The third wave of the virus is projected to peak in late July to early August.

The modelling carried out by experts at three universities places in doubt the fourth and final step of Boris Johnson's national roadmap, which is due to remove all legal restrictions on social contact from June 21. But it is

Page 23

CHIEF EDITOR: Farid Ahmed Reza ▮ EDITOR: Shamsul Alam Liton ▮ Managing Director: Md. Emadur Rahman
SURMA News Group Ltd - The Whitechapel Centre (Room S6), 85 Myrdle Street, London E1 1HL
Email: info@surmanews.com / news@surmanews.com **ADVERTISING**: 07946 112 633 or **Email:** advert@surmanews.com www.surmanews.com